Reg No. 5.

চৈনিক ঋষি সি।

INDIA OFFICE
2 DEC 1912
LIBRARY.

PASTOR HSI'S LIFE.

BY

LAKSHMI PRASAD CHOWDHURY

CALCUTTA:
PUBLISHED BY THE CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY,
23, CHOWRINGHEE ROAD.
1910.

961-P-4

961 Lakshmi Prasad Chaudhuri.- চৈনিক ঋষি সি। [Chainik Rishi Si. The Chinese Saint Hsi. Pastor Hsi's life, based on English sources.] Pages 6, 228. Published by the Christian Tract and Book Society, 23, Chauringhi Road, Calcutta. 1910. [25th October, 1910.] 12°. 1st edition.

Price, ...

চৈনিক ঋষি সি।

INDIA OFFICE
2 DEC 1912
LIBRARY

শ্রীলক্ষ্মী প্রসাদ চৌধুরী
কর্ত্তৃক লিখিতও সংগৃহীত।

CALCUTTA:
PUBLISHED BY THE CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY,
23, CHOWRINGHEE ROAD.
1910.

গ্রন্থকারের নিবেদন।

শ্রীমতী হাওয়ার্ড টেলার প্রণীত পাষ্টার সি, ও ষ্টোরি অব-দি এল-এম-এস নামক দুইখানি ইংরাজী পুস্তক এবং এল-এম-এস ক্রনিকেল-নামক একখানি ইংরাজী পত্রিকাকে ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া ঋষি সিয়ের জীবনচরিত এবং ইহার পরিশিষ্ট লিখিত হইয়াছে। প্রভু-প্রসাদ-ভূষিত এই আদর্শ-জীবন আলোচনা করিতে করিতে আমার আত্মার অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠ করিয়া, আমার ন্যায় পাপক্লিষ্ট কোন ভ্রাতা বা ভগ্নী যদি ধর্ম্মজীবনের পথে এক পদও অগ্রসর হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে স্বীয় পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

"নবজীবনী"র সম্পাদক মহাশয় এই পুস্তকের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্বীয় পত্রিকায় সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ করিয়া খ্রীষ্টভক্তগণের দৃষ্টি ঋষি সিয়ের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, ইহার জন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

বেলডাঙ্গা,
অক্টোবর, ১৯১০।

বিনয়াবনত
শ্রীলক্ষ্মীপ্রসাদ চৌধুরী।

আমার
প্রিয়তমা
স্বর্গীয়া
পত্নী

শ্রীমতী কমলিনী চৌধুরীর

পবিত্র
স্মৃতির
উদ্দেশে
এই গ্রন্থ
উৎসর্গী-
কৃত
হইল।
অক্টোবর
১৯১০

ভূমিকা।

অস্মদ্দেশীয় জনবৃন্দের ধারণা এই যে, ভারতবর্ষ ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত বলিয়া, খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম এই দেশে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে ; কিন্তু আমরা যে মহাপুরুষের জীবন-চরিত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা ধৈর্য্যসহকারে পাঠ করিলে, আমাদিগের হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতৃগণ অনায়াসে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে, যে দেশগুলি বৃটীশপতাকার অধীন নহে, সেই দেশগুলিতেই অর্থাৎ চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম অপ্রতিহত প্রভাবে স্বীয় প্রতাপ বিস্তার করিতেছে। চীন-দেশীয় স্বাধীনচেতা, নির্ভীকহৃদয়, শুদ্ধ-চরিত্র খ্রীষ্ট-ভক্তগণের জীবন-কাহিনী আলোচনা করিলে, হৃদয় আনন্দে পুলকিত হয়, এবং তাঁহাদিগের আশ্চর্য্য ত্যাগস্বীকার স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাসে যে সমস্ত চৈনিক খ্রীষ্ট-ভক্তের নাম সুবর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, ভক্ত সি তাঁহাদিগের মধ্যে একজন।

সূচী-পত্র।

	পৃষ্ঠা
গ্রন্থকারের নিবেদন	।০
উৎসর্গ পত্র	৵০
ভূমিকা	৶০
প্রথম অধ্যায়।	
মহাপরিবর্ত্তন	১—১২
দ্বিতীয় অধ্যায়।	
প্রেতবিজয়ী	১৩—২০
তৃতীয় অধ্যায়।	
আশা ও নিরাশা	২০—২৯
চতুর্থ অধ্যায়।	
গ্রাম্যদেবতাগণের অনাহার	৩০—৩৮
পঞ্চম অধ্যায়।	
অনুগ্রহে বর্দ্ধিত	৩৯—৪৮
ষষ্ঠ অধ্যায়।	
পালের চিন্তা—মহাসমস্যা	৪৯—৬০
সপ্তম অধ্যায়।	
বন্ধু লাভ ও সমস্যার সমাধান	৬১—৮২
অষ্টম অধ্যায়।	
জীবনের কার্য্য	৮২—৯৮

পৃষ্ঠা

নবম অধ্যায়।

কার্য্যের বিস্তৃতি ও ঐশী আনুকূল্য ... ৯৯—১১৭

দশম অধ্যায়।

পাশ্চাত্য বন্ধুলাভ ... ... ১১৭—১২৯

একাদশ অধ্যায়।

জীবন্ত প্রার্থনার শক্তি ... ... ১৩০—১৪৩

দ্বাদশ অধ্যায়।

আচার্য্য পদে বরণ ... ... ১৪৪—১৫২

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অগ্নি-পরীক্ষা ... ... ১৫২—১৭২

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বিবিধ গুণ সম্পন্ন চরিত্র ... ... ১৭৩—১৯০

পঞ্চদশ অধ্যায়।

আদর্শ সঙ্গিনী ... ... ১৯১—২০২

ষোড়শ অধ্যায়।

মহা প্রস্থান ... ... ২০৩—২১৫

পরিশিষ্ট ... ... ২১৬—২২৮

চৈনিক ঋষি সি।

প্রথম অধ্যায়।

মহাপরিবর্ত্তন।

সুদূর বিস্তৃত পর্ব্বতরাজীর প্রান্তদেশে স্থাপিত, পশ্চিম চ্যাং পল্লী যেন নিদ্রাভার পরিত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে! জগতের কোথায় কি ঘটিতেছে, পল্লীবাসিগণ তদ্বিষয়ক চিন্তার দ্বারা স্ব স্ব মস্তিষ্ক বিলোড়িত হইতে দিতেন না; কিন্তু তাঁহাদিগের নিজেদিগের গ্রামের কাহার কি ঘটিল না ঘটিল, স্থানীয় শাসনকর্ত্তা কি বলিলেন না বলিলেন, এই সমস্ত বিষয় অতীব আগ্রহের সহিত তাঁহারা আলোচনা করিতেন। গ্রামের প্রাচীনগণ অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের বিষয়, দেশে অহিফেন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে গ্রামের ধনৈশ্বর্য্যের বিষয় প্রভৃতি অনেক পরিবর্ত্তনের কথা বলিতে পারেন; কিন্তু অদ্য তাঁহারা অহিফেন-ধূম পান করিতে করিতে যে মহাপরিবর্ত্তনের বিষয় আলোচনা করিতে বসিয়াছেন, তেমন ব্যাপার পূর্ব্বে আর কখনও ঘটে নাই।

পণ্ডিত সি খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছেন, বা সহজ কথায় বলিতে গেলে, তিনি "বিদেশীয় প্রেতগণ" কর্ত্তৃক মুগ্ধ হইয়াছেন! সিয়ের খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণের বার্ত্তা বিদ্যুৎ-বেগে গ্রাম মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। যাঁহারা কনফুসীর গোড়া ভক্ত, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "যখন এ ই

নূতন ধর্ম্মের প্রচারকেরা দুই বৎসর পূর্ব্বে আমাদের জেলায় তাহাদের ধর্ম্ম-কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখনই আমরা বলিয়াছিলাম স্থানীয় অনেক নির্ব্বোধ ব্যক্তি তাহাদিগের ফাঁদে পড়িবে; কিন্তু হায়! হায়! আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, পণ্ডিত সিয়ের ন্যায় জ্ঞানী, মানী, প্রতিপত্তিশালী এবং কন্‌ফুসীদলের অগ্রণী ব্যক্তি এই "শ্বেতদানবদিগের" হস্তে পড়িয়া আমাদিগের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিবেন!"

বিদেশীয়দের সহিত সংযুক্ত তাবৎপ্রকার কার্য্যের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা পোষণের জন্য সি প্রসিদ্ধ ছিলেন; কিন্তু বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এখন অভূতপূর্ব্ব সহানুভূতি ও স্নেহ ভালবাসা সেই ঘৃণার স্থান অধিকার করিয়াছে। এখন তিনি বিদেশীয়দিগের শিক্ষাগুরু হইতে সম্মত হইয়াছেন, তাহাদিগের সহিত বাস করিতেছেন, এবং আপনাকে তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিয়া পরিচিত করিতেছেন। তাঁহার চিরপূজ্য দেবমূর্ত্তিগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে, এমনও শুনা যাইতেছে যে সেগুলি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে! তাঁহার পৈতৃক পবিত্র বেদীগুলির আর পূজা হইতেছে না। ধূপ ধুনার সুগন্ধ পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার অহিফেন সেবনের আকাঙ্খা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে! যে অহিফেনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা একপ্রকার অসম্ভব, সি একেবারে যাহার ক্রীতদাস স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই ভীষণ শত্রুর হস্ত হইতে, বিশ্বাসের অযোগ্য অল্প সময়ের মধ্যে তিনি পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহা অতীব রহস্যময়! অহিফেন-ধূম-সেবনের ইচ্ছা এখন চির কালের জন্য সিয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

সি অহিফেনের সেবায় যে সময় অতিবাহিত করিতেন, এখন তাঁহার নূতন ধর্ম্মের বিশেষ ক্রিয়াকর্ম্ম প্রতিপালনে তাহা ক্ষেপণ করেন। বিদেশীয় শিক্ষকেরা যে সমস্ত পুস্তক আনিয়া দেন, দেখিতে পাওয়া যায়, দিবারাত্রি তিনি নিবিষ্ট চিত্তে তাহাই পাঠ করিতেছেন। কখনও বা অদ্ভুত রকম সুরে গান করিতেছেন, কখনও বা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, হাঁটু পাতিয়া চক্ষুর অগোচর সেই বিদেশীয়দিগের দেবতার উদ্দেশে কি বলিতেছেন। সি যাহাই করুন না কেন, তাঁহাকে এখন দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগ করিতেছেন। যদি তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতেন, কিম্বা অক্ষয় যৌবনলাভের মহৌষধি আবিষ্কার করিতেন, তাহা হইলেও তিনি এখন যে মানসিক সুখ সম্ভোগ করিতেছেন তদপেক্ষা কখনই অধিকতর সুখী হইতেন না।

বিদেশীয়দিগের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার যে জাগতিক বিশেষ কোন উন্নতি হইয়াছে তাহা বলিয়া তো বোধ হইতেছে না। উন্নতিতে পাওয়া যায় যে, শ্বেতাঙ্গ প্রেতদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, অনেক টাকা পাওয়া যায়; কিন্তু পণ্ডিত সি কিছু পাইয়াছেন কি না, তাহা তো বুঝিতে পারা যাইতেছে না; যদি তিনি কিছু পাইয়া থাকেন, তবে তিনি তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন! সিয়ের বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্যে এই প্রকারে যাঁহার মনে যাহা আসিতে লাগিল তাহাই বলিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, তাঁহার চরিত্রের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিষয় কর্ম্মেরও ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সি যেরূপ অবস্থার ব্যক্তি, তাহাতে তাঁহার ভোগ বিলাসে, আমোদ প্রমোদে, অহিফেন-ধুম-সেবনে এবং আলস্যে কাল কাটাইবারই কথা, কিন্তু এখন দেখিতে

পাওয়া যায়, তিনি স্বীয় পদমর্য্যাদা ও পাণ্ডিত্যের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, সামান্য সামান্য কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিতেছেন। তিনি সামান্য দাসের কার্য্যও কেন স্বহস্তে করিতেছেন, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন, তিনি যেন তাঁহার জমীর উন্নতি করিতে পারেন, তাহার জন্যই তিনি কৃষকের কার্য্য শিক্ষা করিতেছেন। তাঁহার মুখে এই প্রকার কথা শুনিয়া লোকে বলাবলি করিত, "এ যে অদ্ভুত ব্যাপার দেখ্‌ছি, পণ্ডিতে কি কখন জমী কোপায়, না চাষ দেয়, না নিজের হাতে জ্বালানি কাঠ কুড়ায়?" লোকে যাহাই বলুক না কেন, তিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাতে নিশ্চয়ই তাঁহার জমীর উন্নতি হইয়াছিল এবং গৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল; কিন্তু তিনি সমাজে যে স্থান হারাইয়াছেন, এবং তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি এবং আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিয়া তিনি যে ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছেন ইহা দ্বারা কি সেই সকল ক্ষতির পূরণ হইতে পারে?

সি খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যে স্বীয় সমাজের ক্রোধ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহের কারণ নাই; বরং তিনি সর্ব্ব বিষয়ে সমাজের অগ্রণী হইয়া এবং উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এরূপ গর্হিত কার্য্য করার দরুণ সমাজের চক্ষে তাঁহার অপরাধকে অধিকতর গুরুতর করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-গ্রহণের বার্ত্তা সমাজের পদস্থ ও গণ্যমান্য ভদ্র লোকদিগের কর্ণগোচর হইবা মাত্র তাঁহারা তাঁহাকে তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বলিয়া গ্রাহ করিতে কুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। চৈনিক সমাজ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, স্বীয় বক্ষ হইতে তাঁহাকে একেবারে দূর করিয়া দিয়াছে। সমাজের নেতৃবৃন্দ মনে করিয়াছিলেন সিয়ের প্রতি

ঘৃণা প্রদর্শন করিলে বা তাঁহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিলে তিনি হয় তো পুনরায় সমাজে ফিরিয়া আসিবেন, কিন্তু যখন তাঁহারা শুনিতে পাইলেন, সি নিয়মিতরূপে জলসংস্কার গ্রহণ করিয়া শ্বেত প্রেতদিগের দলভুক্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে তাঁহার গতি বিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সিয়ের প্রতিবাসীবর্গের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাপেক্ষা নিম্ন-পদস্থ, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "সি স্বাধীন প্রকৃতির লোক, তাঁহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার কেহই নাই, কাজেই তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন কিন্তু অচিরেই দেবতাগণ তাঁহার এই ঘোর দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল তাঁহাকে প্রদান করিবেন, তিনি কখনই দেবতাদিগের সূক্ষ্ম বিচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন না। হয় তাঁহার নিজের কোন কঠিন ব্যাধি হইবে, কিম্বা তাঁহার পরিবারের মধ্যে কোন অনর্থ ঘটিবে কিম্বা তাঁহার জমাজমীর সমূহ ক্ষতি হইবে। এখন তাঁহাকে দেখিয়া খুব প্রফুল্ল ও সুখী বোধ হইতে পারে; এখন তাঁহার জমাজমীরও উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু সে সমস্তই ক্ষণিক, তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত শীঘ্রই হইবে।"

এ দিকে সি গ্রামবাসী শত্রু-মিত্রের তীব্র সমালোচনার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া নিঃশব্দে বিনা আড়ম্বরে যেন এক নূতন জগতে এক নূতন জীবের ন্যায় দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়াকাশে সূর্য্যাপেক্ষাও এক জ্যোতির্ম্ময় প্রভাকর উদিত হইয়া কিরণ বিস্তার করিতেছে। এখন আর ভাবনা, চিন্তা, সন্দেহ কুমতি তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতেছে না, মৃত্যু এখন তাঁহাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে পারে না; মৃত্যুর পরে কি

ঘটিবে, ইহা ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ আর শুষ্ক হইতেছে না। সুকুমার মতি শিশুর ন্যায়, আত্মাতে নূতনীকৃত হইয়া, সিয়ের হৃদয় প্রেম ও মহানন্দে উথলিয়া পড়িতেছে। যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা মুক্ত ঈশ্বরের সন্তানসন্ততির যে গৌরবজনক স্বাধীনতা, ভক্ত সি সেই ভক্তবাঞ্ছিত অধিকারে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সিয়ের চরিত্রে ও জীবনে যে ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাঁহার অন্তঃপুরচারিণী মহিলা বৃন্দ সর্ব্বপ্রথমে তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। যদিও খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে গ্রামস্থ অন্যান্য নর-নারীর ন্যায় তাঁহাদিগেরও ভয়ানক ভ্রান্তি ছিল, তথাপি সিয়ের গতি বিধি এবং তাঁহার নূতন বিশ্বাসের ফলাফল সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিবার তাঁহাদিগেরই অধিকতর সুযোগ ছিল। এই অন্তঃপুরিকা-বর্গের মধ্যে সিয়ের পত্নীই সর্ব্ব প্রথমে স্বামীর জীবন ও চরিত্রে এক বিশেষ পরিবর্ত্তন অনুভব করিয়াছিলেন।

সি-পত্নীর একমাত্র পুত্র শৈশবেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিল, তাহার পর তাঁহার আর সন্তানাদি হয় নাই। চীন দেশে, যে স্ত্রীর ভাগ্যে পুত্র-সন্তানের মুখ-দর্শন ঘটে নাই, তাহার দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। এমন স্ত্রীকে স্বামী অনায়াসে বর্জ্জন করিতে কিম্বা ক্রীতাদাসীরূপে বিক্রয় করিতে পারিত! সি-পত্নীর আর সন্তান না হওয়াতে তিনি অতিশয় মানসিক কষ্টে ও লজ্জায় জীবন কাটাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বামী তাঁহাকে বর্জ্জন করেন নাই বা দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেন নাই। চীন দেশীয় প্রথানুসারে সি অবশ্য স্বীয় পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, এই চিন্তা যখন সেই মন্দভাগ্য রমণীর হৃদয়ে উত্থিত হইত, তখনই ভয় ও চিন্তায় তাঁহার প্রাণ শুকাইয়া যাইত। সি বড় রুক্ষ প্রকৃতির লোক ছিলেন,

সহজেই তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী দেখিলেন, তাঁহার স্বামীর কর্কশ স্বভাব কেমন আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এখন তিনি যাহাই করেন আর যাহাই বলেন, তাহাতেই যেন এক নূতন রকমের মৃদুতা মিশ্রিত রহিয়াছে ; এখন তিনি আত্মদমন করিবার আশ্চর্য্য শক্তি পাইয়াছেন, এবং অপরের উপকার করিবার জন্য যেন সর্ব্বদাই ব্যাকুল রহিয়াছেন। যে স্ত্রী স্বামী-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইবার চিন্তায় সর্ব্বদা আকুল ছিলেন এখন সেই স্ত্রী স্বামীর অপূর্ব্ব স্নেহ-ভালবাসার পাত্রী হইয়াছেন, স্বামী এখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করা দূরে থাকুক বরং তিনিও যেন তাঁহার বিশ্বাসের অনুবর্ত্তিনী হয়েন, তাহার জন্য কত মিষ্ট বচনে তাঁহাকে সাধ্য সাধনা করিতেছেন !

অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের ন্যায় সি-পত্নীও স্বামীর ধর্ম্মান্তর-গ্রহণে ক্রুদ্ধা হইয়াছিলেন, কিন্তু যতই দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং স্বামীতে যতই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার পূর্ব্ব ক্রোধ ও ঘৃণার ভাব তিরোহিত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, তাঁহার স্বামী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া ভ্রান্তিতে পড়িলেও তিনি সরল। অন্যান্য লোকে তাঁহার স্বামীকে বিদ্রূপ করিতে পারে বটে, কিন্তু যে শক্তির প্রভাবে সিয়ের জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই শক্তির মূল উদ্‌ঘাটন করিবার বাহিরের লোকের সুযোগ ছিল না, কিন্তু তিনি সেই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়িলেন। রাত্রিতে হঠাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, তিনি দেখিতে পাইতেন তাঁহার স্বামী সেই গভীর রজনীতে নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার নূতন ধর্ম্মের পুস্তক পাঠ করিতেছেন কিম্বা সেই অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশে জানু অবনত

করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন। সেই অবস্থায় তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হইত, তিনি যেন কোন জীবন্ত, জাগ্রত পুরুষের সহিত আলাপ করিতেছেন। সি প্রাত্যহিক উপাসনায় যোগদান করিবার জন্য তাঁহার পরিবারস্থ সকলকে অনুরোধ করিতেন। তিনি যেরূপ ব্যগ্রতার সহিত উপাসনায় যোগ দান করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিতেন তাহা দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী মনে করিতে লাগিলেন, এই নূতন ধরণের পূজার দ্বারা যদি কোন মঙ্গলই সাধিত না হইবে, তবে তাঁহার স্বামী তাহাতে যোগ দিবার জন্য এত পীড়াপীড়িই বা কেন করিবেন?

সি স্বীয় পরিজনস্থ আর আর সকলকে তাঁহার নূতন মতে দীক্ষিত হইতে অনুরোধ করায় সকলে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন "এ আবার কি, তিনি নিজে না হয় বিদেশীয় দিগের ফাঁদে পড়িয়া ধর্ম্ম হারাইয়াছেন, অপরকে আবার সেই ফাঁদে পড়িতে বলেন কেন? তিনি আবার এক নূতন ধরণের নাম গ্রহণ করিয়াছেন! যে প্রেতাত্মাদিগের সম্বন্ধে লোকে সাহস করিয়া একটী কথাও বলিতে পারে না, তিনি নাকি সেই মহাপরাক্রান্ত আত্মাদিগের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইবার ভয়ের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া "প্রেতবিজয়ী" নাম গ্রহণ করিয়াছেন! তাঁহাকে শীঘ্রই যে এই অর্ব্বাচীনতার প্রতিফল পাইতে হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

সিয়ের নূতন ধর্ম্ম-মত ও নূতন নাম লইয়া তাঁহার গ্রামস্থ এবং অন্যান্য গ্রামের নর-নারিগণ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি যে "প্রেতবিজয়ী" নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা তাঁহার নিজের কোন প্রকার বাহাদুরী দেখাইবার ইচ্ছা একেবারে

ছিল না। যে পাপ তিনি ঘৃণা করিতেন, সেই পাপ পরিত্যাগ করিতে পুনঃ পুনঃ সংকল্প করিয়াও যখন তিনি সংকল্প-ভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন, যখন তাঁহার অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতে লাগিল, যখন তিনি ধাপে ধাপে পাপের অতি নিম্ন স্তরে নামিতে লাগিলেন, যখন পাপ প্রতিরোধ করিবার তাঁহার নিজের ক্ষুদ্র শক্তিকে কোন এক অলক্ষ্য শক্তি উড়াইয়া লইয়া গেল, তখনই যীশুর জীবন্ত ও জলন্ত শক্তি তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া, পাপের হস্ত হইতে মুক্তি দিবার জন্য এক অপূর্ব্ব আলোক তাঁহার হৃদয়কে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। পাপের যে কি ভয়ানক শক্তি তাহা পাপীমাত্রেই পাপের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। যীশুর শক্তি যে পাপের শক্তিকে চূর্ণ করিতে পারে, সি তাহা হৃদয়ে অনুভব করিয়া, রক্ত-মাংসের পরাক্রমকে ঘুসি প্রদর্শন করিয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত যীশুর শক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থেই তিনি "প্রেতবিজয়ী" নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ কাল অনেকে পাপ-পুরুষের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। পাপ-পুরুষ যে তাহার দলবলসহ পরাক্রমের সহিত কার্য্য করিতেছে, তাহা অনেকের নিকট উপকথা বলিয়া বোধ হয়। পাপ-পুরুষ ও তাহার অনুচরবর্গের শক্তি যে খ্রীষ্টাশ্রিত সমাজ হইতে তিরোহিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সে এখন দূতের ন্যায় খ্রীষ্টের দাস-দাসীর নিকট ছদ্মবেশে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বিপথগামী করিতে প্রয়াস পায়, কিন্তু খ্রীষ্ট-জ্ঞানবর্জ্জিত দেশসমূহে, সে প্রকাশ্যে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে তাহার প্রতাপ বিস্তার করে। চীনবাসীদিগকে যুক্তি ও তর্কের দ্বারা প্রেতাত্মার অস্তিত্ব বুঝাইয়া দিতে হয় না কিন্তু পাপ-পুরুষের

শক্তিপ্রসূত কার্য্য নিত্যই শত শত তাহাদিগের সম্মুখে ঘটিতেছে। এই সমস্ত ভাবকে অনেকে কুসংস্কারজড়িত বলিয়া মনে করিতে পারেন, এবং এ বিষয়ে চিন্তা করা বৃথা ভাবিতে পারেন; কিন্তু যাহা প্রকৃত ঘটনা তাহা চিরকালই থাকিবে, তাহার ব্যত্যয় হয় না।

তাঁহার মনঃ-পরিবর্ত্তনের কালে সি "প্রেত-বিজয়ী"-নাম গ্রহণ করিয়া পরোক্ষ ভাবে স্বীয় সমগ্র খ্রীষ্টীয় জীবনের এক বিশেষ কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সিয়ের নিকট পাপ-পুরুষের অস্তিত্ব কল্পনা বিজৃম্ভিত বলিয়া বোধ হইত না, তিনি তাহাকে মনুষ্য-সমাজের ঘোর অনিষ্ট-সাধনকারী মহা পরাক্রান্ত শত্রু বলিয়া মনে করিতেন; কিন্তু খ্রীষ্টের শক্তি তাঁহার নিকট এত প্রত্যক্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হইত যে, এই পাপ-পুরুষের সহিত সংগ্রামে জয়-পরাজয়ে তিনি এই নিশ্চিত জ্ঞানে উপনীত হইয়াছিলেন যে, যতই পবিত্রাত্মার বশ্যতা-স্বীকার করা হয়, ততই পাপ-পুরুষের শক্তি খর্ব্ব হয়, এবং তাহার উপরে পরিনামে সম্পূর্ণ জয় লাভ করা যাইতে পারে।

পাপের উপর জয়-লাভ-করণ-বিষয়ে ধর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ হইতে যাঁহার এরূপ জীবন্ত ধারণা, তিনি যে প্রার্থনাকে জীবনের পানাহার করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? তিনি বুঝিয়াছিলেন যে প্রার্থনা না করিলে ভক্তের এক মুহূর্ত্তও চলে না, সেইজন্যই তিনি বিশেষ বিশেষ সময়ে উপবাস সহকারে প্রার্থনা করিতেন যেন তিনি ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারেন। সি স্বীয় চরিত্রের দৃঢ়তার জন্য খ্যাত ছিলেন। তিনি আজ যীশুর নিকট হইতে নূতন শক্তি-লাভ করিয়াছেন, তাই তাঁহার স্বভাবপ্রসূত প্রাচীন দৃঢ়তাও নূতনাকার ধারণ করিয়াছে। পবিত্রাত্মার সাহায্যে

শরীরকে সম্পূর্ণরূপে বশে রাখিয়া, পাপ ও সর্ব্বপ্রকার বাধা-বিঘ্নের মধ্যে জয় লাভ করা, এবং এই আশ্চর্য্য পরিত্রাণ-কাহিনী সর্ব্বসমক্ষে বীরের ন্যায় ঘোষণা করা তাঁহার জীবনের এক মহা ব্রত স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সুতরাং ত্রাণকর্ত্তা-সম্বন্ধে সাক্ষ্যপ্রদান না করিয়া চুপ করিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সূর্য্য তাহার কিরণ-জাল বিস্তার করিতে নিবৃত্ত হইতে পারে, প্রেমিক প্রেম বিতরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু সিয়ের দেহে যতদিন পর্য্যন্ত প্রাণ থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত যীশুর ত্রাণকারিণী শক্তির কাহিনী ঘোষণা করিতে তিনি কখন বিরত হইতে পারেন না। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিতে করিতে আমরা দেখিতে পাইব, জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত তিনি যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যদিও তাঁহার যীশু-নাম প্রচার লিপ্সা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না তথাপি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার মাতা, পত্নী ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গের পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছিল। তিনি ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই কার্য্যসিদ্ধির জন্য তাঁহার বিশেষ প্রেম ও ধৈর্য্যের আবশ্যক। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহাদিগের পরিত্রাণের জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে তিনি কখনই তাঁহাদিগকে কোন শিক্ষাই প্রদান করিতেন না। তাঁহারা লিখিতে পড়িতেও জানিতেন না, কিম্বা তাঁহার ক্নফুসীয়-ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অধ্যাপনার মধ্যে প্রবেশ করিতেও পারিতেন না, কিন্তু তিনি এই নূতন ধর্ম্ম-মতকে যেন জগতের মহা নিধিস্বরূপ মনে করিয়া তাঁহাদিগকেও ইহার অধিকারী করাইবার জন্য মহা ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহার আত্মীয়গণ ক্রমে ভাবিতে

লাগিলেন, সি যে সমস্ত কথাবার্ত্তা বলেন সেগুলি তো নিতান্ত মন্দ নয় বরং অনেক সময়ে অতি উৎকৃষ্ট বলিয়াই বোধ হয়, এবং সেগুলিতে যেন হৃদয়ের পিপাসার অনেকটা নিবৃত্তি হয়। তিনি যে পুস্তকগুলি পাঠ করেন সেগুলি তো অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় বলিয়া বোধ হয় না। এই পুস্তকগুলিতে এত সান্ত্বনার কথা আছে যে তাহা ভুলিতে পারা যায় না।

তিনি যখন তাঁহার সেই দেবতার, ছোট ছোট শিশুদিগকে আশীর্ব্বাদ করা এবং তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইবার বিষয়, এক পুত্র-বিয়োগ-শোকে কাতরা বিধবাকে ক্রন্দন করিতে নিষেধ করিয়া তাহার সেই একমাত্র পুত্রকে জীবনদান করার কথা এবং রোগ-শোকেক্লীষ্ট দীন-দুঃখীদিগের নানাপ্রকার উপকার করার বিবরণ পাঠ করেন, তখন তো হৃদয় না ভিজিয়া থাকে না।

ক্রুশেতে তাঁহার জীবনদান করার বিবরণ শুনিলে অশ্রু সংবরণ করিতে পারা যায় না। আর ভাল লোক কেন যে অত দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিলেন, তাহা রহস্যময় বলিয়া বোধ হয়। কেনই বা দেবতারা তাঁহাকে রক্ষা করিলেন না? আবার ঐ পুস্তকে বলে যে, তিনি কবর হইতে পুনরায় উঠিয়াছেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় শক্তিতে ও প্রেমে সকলের নিকট উপস্থিত আছেন! বিদেশীয়দিগের ধর্ম্ম আশ্চর্য্য চিত্তাকর্ষক এবং বিষম সমস্যাপূর্ণ, কে ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারে? আশ্চর্য্য এই যে, যতই এ ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করা যায় ততই শ্রবণ লিপ্সা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রেতবিজয়ী।

কনফুসি-শিষ্য সিয়ের জীবনে মহাপরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবার পরে, কয়েক মাস বেশ নির্ব্বিবাদে কাটিয়া গেল; এমন কি তিনি খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণের কালে যে মহা ঝটিকা উত্থিত হইয়াছিল, ক্রমে তাহা প্রশমিত হইতে লাগিল। সি, খ্রীষ্টের শিক্ষা, স্বীয় জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারেও প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তাহাতে প্রতিবাসী বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির কঠোর হৃদয় ক্রমে আর্দ্র হইতে লাগিল; এবং তাঁহার লুপ্ত গৌরব ও প্রতিপত্তির স্রোত যেন ফিরায় ফিরিয়া আসিবে বলিয়া বোধ হইল।

খ্রীষ্টের দাসত্বে আত্মসমর্পণ করিয়াই সিয়ের চিন্তা তাঁহার বিমাতার দিকে প্রধাবিত হইয়াছিল। সিয়ের গৃহ হইতে বিতাড়িতা হইয়া, এই বৃদ্ধা রমণী অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছিলেন। সি তাঁহার বিমাতার নিকটে গিয়া অতি বিনতিসহকারে তাঁহাকে বলিলেন, "মা, একবার বাড়ী ফিরে গিয়ে দেখ, আমার হৃদয়ের কত পরিবর্ত্তন হয়েছে। তোমাকে আমি যত কষ্ট দিয়েছি এখন আমি যথাসাধ্য তোমাকে সুখী করে গত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবো। তোমার বাড়ীতে যতটা সুখ, আরাম পাওয়া যেতে পারে, তার মধ্যে তোমার অংশই সব চেয়ে বেশী হবে। আমি তোমার জন্য

সুন্দর শবাধার প্রস্তুত করিয়ে দিব এবং যথাসাধ্য জাঁক-জমকের সঙ্গে তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করবো।" *

সিয়ের কথা শ্রবণ করিয়া প্রাচীনা প্রথমে ভীতা হইয়াছিলেন, এবং মনে করিয়াছিলেন, বোধ হয় সিয়ের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে সিয়ের বিমাতা বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি যাহা বলিয়াছেন কার্য্যতঃ তাহাই করিবেন। বৃদ্ধা অতি আনন্দিত ও বিস্মিতা হইয়া তাঁহার সহিত ফিরিয়া আসিলেন এবং পুনরায় গৃহে স্থান প্রাপ্তা হইলেন।

সিয়ের বিমাতাকে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিয়া পাড়ার স্ত্রীলোকেরা বলিতে লাগিল, "তাই তো, আমরা দেখ্‌ছি খ্রীষ্টান হলে লোক নিতান্ত মন্দ হয় না।"

সিয়ের কয়েকটী চতুর, স্বেচ্ছাচারী এবং তাঁহার নিজের ন্যায় উগ্রপ্রকৃতি ভাই ছিলেন। যদিও তাঁহারা কনফুসী-শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং "পঞ্চতত্ত্বে" পারদর্শী ছিলেন, তথাপি তাঁহারা একত্রে বাস করা এক প্রকার অসম্ভব মনে করিয়াছিলেন; এবং যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই ভ্রাতাদিগের মধ্যে অসদ্ভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; এবং পরিশেষে এমনও জানিতে পারা গেল যে এক ভাই আর এক ভাইকে পাইলে তাহার প্রাণ পর্য্যন্ত নাশ করিতে পারে!

কিন্তু সি, তাঁহার নূতন প্রভুর শিক্ষাতে পাঠ করিয়াছেন যে,

---

* চীন দেশে পিতামাতা প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইলে, পিতামাতার প্রতি বাৎসল্যের নিদর্শনস্বরূপ সন্তানের প্রথম কর্ত্তব্য তাঁহাদিগকে সুন্দর শবাধার উপঢৌকন দেওয়া। পিতামাতা এই উপঢৌকন অতি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেন এবং বসিবার ঘরে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর দ্রব্যাদির মধ্যে সেখানিও অতি যত্নের সহিত রক্ষা করেন।

"সর্ব্বপ্রথমে ভ্রাতার সহিত মিলন করিতে হইবে"; এবং তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে কার্য্যে তাহাই করিতে হইবে।

শাস্ত্রের বচন নিখুঁতরূপে প্রতিপালন করণাভিপ্রায়ে সি তাঁহার ভ্রাতৃগণের সহিত মিলন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু তাঁহার এই সাধু উদ্যম বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করা তাঁহার নিকট অতিশয় কঠিন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নিরাশা-দানব তাঁহাকে সংকল্প-চ্যুত করিবার জন্য স্বীয় শক্তি প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু সি ভগ্নোৎসাহ হইবার লোক নহেন, তিনি বিশ্বাসের সহিত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে প্রার্থনা-বজ্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; পরিশেষে শত্রুপক্ষ বিষম প্রহৃত ও জর্জ্জরিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিল, সি নিরাশার সহিত সংগ্রামে বিজয়ী হইয়া, স্বীয় ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধে যে সমস্ত বিষয়ে আপনাকে অপরাধী মনে করিতেন, সমস্তই সরলভাবে স্বীকার করিয়া গ্রামবাসীদিগের মধ্যে ক্ষমা ও মিলনের এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। ভ্রাতৃগণের সহিত সদ্ভাবস্থাপনের তাঁহার উদ্যম দেখিয়া প্রথমে অনেকে বিদ্রূপ করিয়াছিল এবং টিট্‌কারী দিয়াছিল; কেননা প্রকাশ্যভাবে দোষ স্বীকার করিয়া মিলন করা চীনসমাজে অতি অপমান-সূচক কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত; কিন্তু ক্রমে ক্রমে মিলন-কার্য্যে তাঁহার আশ্চর্য্য উদ্যম ও ধৈর্য্য দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল, "ঐ পাশ্চাত্য গুরুর শিক্ষা প্রকৃতই অতি শক্তি-সম্পন্ন।"

এই প্রকারে সিয়ের নূতন ধর্ম্মের প্রভাব শতসহস্র বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কোন একটী উত্তম বিষয় চীন-বাসীর নিকট উপস্থিত করিলে কি প্রকারে তাহার সম্মান

রক্ষা করিতে হয়, চীনবাসী তাহা বিশেষ রূপে জানেন; কেবল ঈদৃশ বিষয় প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করা তাঁহাদিগের পক্ষে সময় সাপেক্ষ। একবার চীনবাসী যাহা উত্তম বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, শেষ পর্য্যন্ত তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা চৈনিক চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ। সি, প্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে মুখে যাহা বলিতেন, স্বীয় জীবনে তাহার প্রত্যেকটী প্রয়োগ করিয়া দেখাইতেন। তাঁহার প্রাত্যহিক উপাসনায় তাঁহার আত্মীয়স্বজনদিগের মধ্যে অনেকে, এমন কি বাহিরেরও দুই চারি জন যোগদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রী ও বিমাতার জীবনে এই নূতন ধর্ম্মের প্রভাব এতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে, তাঁহারা প্রকাশ্যে প্রভুকে গ্রহণ করিতে প্রায় উদ্যত ছিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সি জলসংস্কার গ্রহণ করার পর, যে ঘৃণা, বিদ্বেষ প্রভৃতির প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া পশ্চিম-চ্যাং-পল্লীকে আন্দোলিত করিতেছিল, ক্রমে তাহা প্রশমিত হইতেছিল; কিন্তু অকস্মাৎ এক নূতন পরীক্ষা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় সাধারণের তীব্র সমালোচনার পাত্র করিয়া তুলিল। তাঁহার পত্নী ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। সি মনে করিয়াছিলেন আর অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রভুকে প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়া তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করিবেন; কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইবার পথে এক বিষম বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। সি-পত্নীর চিন্তা ও হৃদয়ের আবেগের স্রোত তাঁহার স্বামীর ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রবল স্রোতের সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রধাবিত হইতেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ সেই স্রোত রুদ্ধ হইয়া গেল, সি-পত্নীতে এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দৃষ্টি গোচর হইল।

তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন নানা প্রকার

ভাবনা-চিন্তা এবং ঘোর নিরাশ ও অবসাদ তাঁহার হৃদয়কে তোল পাড় করিতেছে! ক্রমে ক্রমে তিনি এত অধীর হইয়া পড়িলেন যে, আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার শরীরে কোন রোগ ছিল না, তাঁহার মস্তিষ্কও বিকৃত হয় নাই, তথাপি কেন যে তাঁহার ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা হইল, তিনি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি চিন্তাভারে অবসন্ন হইবেন না, মনকে স্থির করিবেন, কতবার এই প্রকার সংকল্প করিলেন, কিন্তু তাঁহার সংকল্পগুলি বালির বাঁধের ন্যায় তাঁহাপেক্ষা এক মহা পরাক্রান্ত শক্তির সংঘর্ষণে যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল, প্রেত-শক্তির বিরুদ্ধে তিনি দণ্ডায়মান হইতে পারিলেন না।

দেখা গিয়াছে, যে সময়ে সি দৈনিক উপাসনা করিতে বসিতেন, সেই সময়ে প্রেত-শক্তি তাঁহার পত্নীর প্রতি স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ করিত! সেই সময়ে তিনি ক্রোধে উন্মত্তা হইয়া এরূপ কঠোর এবং অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিতেন, যাহা জীবনে তিনি কখনও ব্যবহার করেন নাই! এক এক দিন তিনি উন্মত্তার ন্যায় বেগে উপাসনা-গৃহে প্রবেশ করিয়া, উপাসনা-কার্য্যে বিঘ্ন প্রদান করিতেন, কিম্বা অজ্ঞান হইয়া ভূমির উপরে পড়িয়া যাইতেন এবং মৃগী-রোগগ্রস্তার ন্যায় কখনও বা মৃত্তিকায় মুখ-ঘর্ষণ করিতেন, কখনও বা হস্ত-পদাদি সঞ্চালন করিতেন!

সি-পত্নীর ঈদৃশাবস্থা দর্শন করিয়া, প্রতিবাসীবর্গ, সমূহ উত্তেজনা সহকারে বলিতে লাগিল, "আমরা কি গোড়াগোড়ি বলি নাই যে, এরা যে ধর্ম্মের কথা বলে, তা প্রেতাত্মার ধর্ম্ম? এই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রেত ওর স্ত্রীকে ধরেছে। যেমন কারুর কথা শুনেনি, এখন তার ফল ভোগ করুক।"

যাহারা সিয়ের বিরোধী ছিল, তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে,—সি কাহারও নিকট হইতে তাঁহার এই বিপদের সময় সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলেন না। গ্রামবাসী নর-নারী, সকলে এক বাক্যে বলিতে লাগিল, সি দেবতাদিগের বিরুদ্ধে যে মহাপাপ করিয়াছেন, দেবতারা তাঁহার স্ত্রীকে তাঁহার পাপের জন্য প্রেতাত্মাদিগের দ্বারা শাসন করিতেছেন!

সকলে সিকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল "এ লোকটা বেশ "প্রেতবিজয়ী" বটে, দেখা যাউক এখন এর বিশ্বাসের জোর কেমন।"

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, সিয়ের বিশ্বাসে কোন কার্য্য হইল না দেখিয়া লোকে আরও বিদ্রূপ করিতে লাগিল। সি স্থানীয় ডাক্তার-কবিরাজকে দেখাইলেন, যত প্রকার চিকিৎসা হইতে পারে সাধ্যমতে তাহা করাইলেন কিন্তু কিছুতেই সি-পত্নীর কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না। ক্রমে তাঁহার অবস্থা শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতে লাগিল। সি তাঁহার পত্নীর জন্য প্রার্থনা করিতে এক দিনের জন্যও বিস্মৃত হয়েন নাই। জগতের কোন ঔষধ-পত্রে যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন সি নূতন করিয়া নূতন উদ্যমের সহিত প্রভুকে ধরিতে সংকল্প করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নীর ব্যাধি যাহাই হউক না কেন,—তাহা মানবাত্মার প্রধান শত্রু, পাপ-পুরুষ কর্ত্তৃক প্রেরিত—এবং সেই প্রেত-শক্তি যীশুর মহা শক্তির নিকট পরাভূত হইবেই হইবে। সি উপবাস সহকারে তিন দিবস তিন রাত্রি কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

অনাহার প্রযুক্ত তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল বটে,

কিন্তু বিশ্বাস তিনি বলবান ছিলেন। ভক্তের কাতর স্বর ভক্ত-বৎসলের সিংহাসন স্পর্শ করিল, প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। প্রভুর নিকট হইতে লাভ করিয়া সি, আর কাল বিলিম্ব না করিয়া প্রিয়তমা পত্নীর নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার গাত্রে হস্তর্পণ করিয়া, যীশুর প্রেতাত্মাদিগকে তাঁহার শরীর হইতে বহির্গত হইতে আদেশ করিলেন, এবং তদ্দণ্ডেই তাহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল এবং তিনি পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় সুস্থতা লাভ করিলেন!

চ্যাং-পল্লীবাসী নর-নারী, সি-পত্নীকে পুনরায় প্রকৃতিস্থা দেখিয়া মহা বিস্ময়াপন্ন হইল। তাহারা অনেক প্রেতাত্মাগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখিয়াছে, কিন্তু কখনও কাহাকেও আরোগ্য হইতে দেখে নাই। প্রেতাত্মাকে কেহ কখনও বশীভূত করিতে পারে নাই, কিন্তু তাহারা চক্ষের সম্মুখে যে মহাব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতে দেখিল, তাহাতে এক পরাক্রান্ত শক্তির পরিচয় পাইয়া অনেকে বিস্ময়ের সহিত বলিতে লাগিল "তাই তো, এ যীশু কে?"

যীশুর কৃপায় এবং তাঁহার প্রত্যক্ষ শক্তির প্রভাবে যে সি-পত্নী প্রেত-শক্তির কবল হইতে পূর্ণ মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে তাঁহার আর বাকী রহিল না। কৃতজ্ঞতা ও প্রীতিতে তাঁহার হৃদয় উথলিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি প্রকাশ্যে প্রভুকে স্বীকার করিয়া স্বামীর জীবনের কার্য্যের প্রধান সহায় হইয়া উঠিলেন। অনেকে সি-পত্নীর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া প্রভুকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। রীতিমত পারিবারিক উপাসনা আরম্ভ হইয়াছিল এবং তাহার ফলে অনেকের গৃহে পৌত্তলিকতার প্রভাব খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছিল।

এই ঘটনার দ্বারা সি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার "প্রেতবিজয়ী"-নাম গ্রহণ করা সার্থক হইয়াছিল। যীশুর শক্তিতে তিনি আরও অধিকতর বিশ্বাসী হইয়া, নূতন উদ্যমের সহিত সুসমাচার ঘোষণা করিতে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

আশা ও নিরাশা।

দিন দিন প্রভুর সহিত সিয়ের আত্মার যোগ যতই ঘনীভূত হইতে লাগিল, ততই গ্রাম-গ্রামান্তরে প্রভুর প্রেমের বার্ত্তা ঘোষণা করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ মহা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই সময়ে তাঁহার গ্রাম হইতে প্রায় সাত আট মাইল অন্তরে অবস্থিত কতকগুলি পার্ব্বত্য-পল্লীর প্রতি সিয়ের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল। এই পল্লীনিচয়ের মধ্যে ইয়াং-সুয়েন-নামক এক গ্রামে লি-উপাধিধারী দুই কৃষক সহোদর বাস করিতেন এবং তাঁহারা উভয়েই ডেভিড্ হিল নামক এক পাশ্চাত্য মিশনারী কর্ত্তৃক খ্রীষ্টের রাজ্যে আনীত হইয়াছিলেন, এবং সি যে সময়ে জলসংস্কার গ্রহণ করেন, তাঁহারাও সেই সময়ে প্রকাশ্যে প্রভুকে স্বীকার করিয়াছিলেন। মিষ্টার হিল এই ভ্রাতৃযুগলকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। কিন্তু বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে তাঁহাকে সেই অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতে হইয়াছিল। এই কৃষক-ভ্রাতৃদ্বয় মিঃ হিলকে পিতার ন্যায়

জ্ঞান করিতেন; কিন্তু অকস্মাৎ তিনি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াতে তাঁহাদিগকে অত্যন্ত বিপদে পতিত হইতে হইয়াছিল।

গ্রামবাসিগণ ইঁহাদিগকে নির্য্যাতন করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। দীর্ঘকালব্যাপী নানাপ্রকার অত্যাচার, ঠাট্টা, বিদ্রূপ সহ্য করিতে করিতে ইহাঁরা যখন ক্রমে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িতেছিলেন, এমন সময়ে পণ্ডিত সিয়ের হৃদয় সমবিশ্বাসী ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্য কাঁদিয়া উঠিল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য তিনি এই সাত আট মাইল বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া প্রায় প্রত্যহ উপাসনা করিবার জন্য ইয়াং-সুয়েনে গমন করিতেন! যে সমস্ত পৌত্তলিক উপাসনায় আসিত, সি উপাসনার পর তাহাদিগকে লইয়া খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। তাহারা তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, তিনিও প্রফুল্ল চিত্তে সরলভাবে সকল প্রকার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া তাহাদিগের কৌতূহল নিবারণ করিতেন।

এক দিবস কতকগুলি লোক তাঁহার মুখে যীশুর আশ্চর্য্য ক্রিয়া সাধন করিবার শক্তির বিষয় শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গুরু সি, আপনি যা বল্লেন এই সবই কি সত্য? প্রকৃতই কি যীশু ঐ সমাধি-ক্ষেত্রে বিচরণকারী প্রেত-গ্রস্ত ব্যক্তিকে আরোগ্য দান করিয়াছিলেন, অন্ধকে চক্ষু দিয়াছিলেন, খঞ্জকে চলিবার শক্তি দিয়াছিলেন, কুষ্ঠীকে শুচি করিয়াছিলেন, না এ সমস্ত কেবল উপকথা মাত্র?" কেহ কেহ বলিল, "আপনি বল্‌ছেন, যীশু জীবিত আছেন এবং আমাদের সকলের নিকট উপস্থিত আছেন, তবে আপনি কেন সন্ধান করে একবার যীশুকে আমাদের কাছে

উপস্থিত করুন না ? আমাদের গ্রামে তো অনেক পীড়িত লোক আছে, তিনি তো তাদের ভাল করতে পারেন ! আপনি কি বলেন, তিনি আজই রোগ আরাম করতে পারেন এবং প্রেতাত্মাদের দূর করে দিতে পারেন ?"

সি বলিলেন "হাঁ তিনি সকলই করিতে পারেন। আমি অনেক দিন হইতে এক পীড়ায় ভুগিতেছিলাম, তিনি আমার সেই পীড়া আরাম করিয়াছেন। তোমরা জান, আমি অহিফেনের ক্রীতদাস ছিলাম, তাঁহারই কৃপায় আমি এই কু-অভ্যাসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছি। প্রেতাত্মা দূর করবার কথা বলছ, তোমরা কি শুন নাই, এই কিছু দিন আগে তিনি আমার স্ত্রীকে কেমন আশ্চর্য্যরূপে প্রেতাত্মার কবল হতে উদ্ধার করেছেন ? যাহারা পাপ পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে যীশুকে বিশ্বাস করে, তাঁহার পক্ষে এমন কিছুই অসম্ভব নহে, যাহা তিনি তাহাদের জন্য না করিতে পারেন। যীশু আত্মারূপে সর্ব্বত্র বিরাজিত আছেন, তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া ডাকিলেই তিনি হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হন।"

পাপের গুরুত্ব, ঈশ্বরের মনুষ্যরূপে জগতে অবতীর্ণ হইবার আবশ্যক, প্রায়শ্চিত্ত, বিশ্বাস, খ্রীষ্টীয় জীবন প্রভৃতির রহস্য তিনি এমন সরল ভাবে ইয়াং-সুয়েনবাসী কৃষকনিচয়কে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন যে, অনেকে আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে বলিতে লাগিল, "তবে গুরু সি, আপনি আমাদের জন্য প্রার্থনা করিবেন।" কেহ বলিল, তাহার মাতার অসুখ, কেহ বলিল তাহার সন্তানের কঠিন পীড়া হইয়াছে, কেহ বলিল তাহার স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, এই প্রকারে নানা ব্যক্তি নানাপ্রকার আবেদন লইয়া সিকে স্ব স্ব গৃহে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। এইবার ভক্ত সিয়ের

বিশ্বাসের পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু তিনি যীশুর শক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া সকলকেই অভয় প্রদান করিলেন। যেখানে তিনি প্রকৃত সরলতা ও ব্যাকুলতা দেখিতেন এবং যেখানে দেখিতেন লোকে পৌত্তলিকতা ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া যীশুতে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছে, সেখানেই তিনি উপস্থিত হইয়া পীড়িতদিগের গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া রোগ-মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতেন, এবং প্রভুও স্বীয় ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিতে উদাসীন হইতেন না।

প্রচার-কার্য্যাদিতে ব্রতী হইতে হইলে, আজ কাল যেমন নিয়মিতরূপে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিতে হয়, সি সেই প্রকার কোনরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন নাই বা সেই সময়ে তাঁহার পক্ষে তদ্রূপ কোন সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। জগতের ধর্ম্মতত্ত্ববিশারদ কোন শিক্ষা-গুরুর চরণ তলে উপবেশন করিয়া তিনি খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের গভীর তত্ত্বসমূহ আলোচনা করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি জগৎগুরু প্রভু যীশুকে এবং ধর্ম্ম-শাস্ত্রকে গুরুর পদে বরণ করিয়া যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার চরণের প্রদীপস্বরূপ হইয়াছিল। তিনি যীশুকে সর্ব্বশক্তিমান এবং তাঁহার বচননিচয়কে অকাট্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। শাস্ত্রীয় বচন সম্বন্ধে সন্দেহ বা অবিশ্বাস কখনই তাঁহার হৃদয়কে আন্দোলিত করে নাই। শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, যীশু তাঁহার ভক্তদিগের সম্বন্ধে যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হইবেই হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন, এবং ভক্তদিগের সম্বন্ধে যে লিখিত আছে "যাহারা, বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদিগের অনুবর্ত্তী হইবে। তাহারা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে, তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কহিবে, তাহারা

সর্প তুলিবে, এবং প্রাণনাশক কোন বস্তু পান করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের হানি হইবে না ; তাহারা পীড়িতদের উপর হস্তার্পণ করিলে পীড়িতেরা সুস্থ হইবে," এই শাস্ত্রীয় বচনে সরল শিশুর ন্যায় বিশ্বাস করিতেন, এবং এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেন যে, বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত প্রভুর নিকট ক্রন্দন করিলে, তিনি নিশ্চয়ই এই অভিজ্ঞানগুলি ভক্তের পক্ষে সহজসাধ্য করিতে পারেন।

প্রাচীনকালে প্রেরিত ও ভক্তগণ যীশুর শক্তিতে অসাধ্যসাধন করিয়াছেন। তিনি বলিতেন,আজও সেই যীশু আছেন, এবং তাঁহার সেই মহাশক্তিও আছে, সুতরাং সেকালে যাহা হইয়াছে, আজও তাহাই হইবে। অবশ্য নূতন ভাষাতে কথা কহা বা বিষাক্ত সর্পের দংশন নিষ্ফল করার ন্যায় কোন ঘটনা তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় নাই ; কিন্তু রুগ্নব্যক্তির রোগ প্রতিকার করার সম্বন্ধে এই শাস্ত্রীয় অঙ্গীকার তাঁহার নিকট তমসাময় বলিয়া প্রতীয়মান হইত না।

বিজ্ঞানবিদ্-পণ্ডিত-মণ্ডলী, হয় তো সিয়ের শাস্ত্রীয় অঙ্গীকার পূরণ-সম্বন্ধে বিশ্বাসের একাগ্রতা দেখিয়া উপহাস করিবেন, কিন্তু সিয়ের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, তিনি জানিতেন যে, তিনি সর্ব্বশক্তির আকর যীশুর নামে প্রার্থনা করিতে পারেন এবং তাঁহার প্রভুর সেই আরোগ্যকারিণী শক্তির বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই।

ইয়াং-সুয়েন গ্রামে ভক্ত সিয়ের দ্বারা প্রভু আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে প্রেরিতগণ যেমন শমরিয়া, লুদ্দা এবং অন্যান্য স্থলে "যীশু তোমাকে সুস্থ করিলেন," এই শক্তিসম্পন্ন বচনের দ্বারা অনেকের রোগযন্ত্রণা দূর করিয়া-

ছিলেন, তেমনি সিও ইয়াংস্থয়েনে অনেক পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থতা প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা সি কর্ত্তৃক সম্পাদিত এই সমস্ত আশ্চর্য্য কার্য্যের রহস্য ভেদ করিতে পারি না, কিন্তু যাহা সত্য, তাহা সত্যই; তাহাকে মিথ্যা, কল্পনা বা উপকথা বলিয়া কখনই উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। ইয়াংস্থয়েন-নিবাসী অনেক সরল ব্যক্তি স্বচক্ষে এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিয়া যীশুতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐশী শক্তির জীবন্ত প্রকাশ দেখিয়াও প্রাচীনকালে অনেকে যেমন ঐ শক্তির বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইতে ত্রুটী করে নাই, বর্ত্তমান কালেও এই ইয়াংস্থয়েন-গ্রামে যীশুর শক্তির এতাদৃশ জলন্ত প্রমাণ পাইয়াও পৌত্তলিকগণ খ্রীষ্ট-ভক্তগণের প্রতি নির্য্যাতন করিতে বিরত হয় নাই।

ক্রমে এই নূতন বিশ্বাসী দলের প্রতি নির্য্যাতনের মাত্রা এত অধিক হইয়া উঠিল যে, তাঁহারা প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। ম্যাণ্ডারিণদিগের (চৈনিক শাসনকর্ত্তা) নিকট তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল, কাহারও যথাসর্ব্বস্ব দস্যুগণ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল, কাহাকেও ভীষণ প্রহারে জর্জ্জরিত করিতে লাগিল, এবং কাহাকেও একেবারে প্রাণে বিনাশ করিবার ভয়-প্রদর্শন করিল। এই প্রকারে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে, পৌত্তলিকদিগের এক পর্ব্ব উপলক্ষে তাহারা পরামর্শ করিল, যাহারা দেবতাদিগের পূজা না করিবে, তাহাদিগকে মন্দিরে লইয়া গিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা বিদেশীয়দিগের ধর্ম্ম অস্বীকার না করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগের হস্তদ্বয় রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিয়া মন্দিরের ভিতরে টাঙ্গাইয়া রাখিবে!

ইয়াংস্থয়েন-নিবাসী খ্রীষ্ট-সেবকগণ পৌত্তলিকদিগের এই পৈশাচিক সংকল্প অবগত হওয়ামাত্র সেই দিন গভীর রজনীতে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম চ্যাং এ সিয়ের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রজনীতে দ্বারে আঘাতের শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিয়া সি দেখিতে পাইলেন, লি ভ্রাতৃযুগল সমবিশ্বাসী ভ্রাতৃগণের সহিত বাহিরে দণ্ডায়মান আছেন। তাঁহারা গৃহে প্রবেশ করিলে তাঁহাদিগের আগমনের কারণ অবগত হইয়া সিয়ের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইল। সি নানাপ্রকার উপদেশ-বাক্যে সমবিশ্বাসিগণের হৃদয়ে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া, অবশিষ্ট রজনী তাঁহাদিগের সহিত প্রার্থনায় অতিবাহিত করিলেন।

সি যেমন বিশ্বাসে বীর ছিলেন, তেমনি কার্য্যকুশলও ছিলেন। পৌত্তলিকদিগের হস্ত হইতে ভ্রাতৃগণকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইয়াংস্থয়েন-নিবাসী পৌত্তলিকদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে পরিণামে বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে পারে; কিন্তু তিনি পরিণাম-ফলের চিন্তায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া বিধি-সঙ্গত উপায়ে ভ্রাতৃগণকে পৌত্তলিকদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্থানীয় ম্যাণ্ডারিণের নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। আইন-শাস্ত্রে সিয়ের অভিজ্ঞতা ছিল এবং তিনি জানিতেন ইংলণ্ড ও আমেরিকার সহিত সন্ধির ফলে চীন খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য। সি বুঝিতে পারিলেন, প্রভু তাঁহাকে যে জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন তাঁহার কার্য্যে তাহা প্রয়োগ করিবার এই উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।

"মন্দের প্রতিরোধ করিও না," এবং প্রভু বলেন "প্রতিশোধ লওয়া আমার কার্য্য" এই সমস্ত শাস্ত্রীয় বচনের শক্তি সি এখনও ততটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাহা হউক, সি এই ব্যাপার বিচারালয়ে উপস্থিত করিয়া এমন তেজের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন, এবং এই অত্যাচার-কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে প্রকাশ্যে এমন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন যে, শাসনকর্ত্তৃগণ চমকিত হইয়া উঠিলেন। বিচারকদিগের সম্মুখে তিনি এই ব্যাপারকে এত গুরুতর করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, সত্বরে তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিবার জন্য ম্যাণ্ডারিণ মহাশয় অনতি-বিলম্বে ইয়াংস্থয়েন-গ্রামে একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়া খ্রীষ্টীয়ান-দিগকে তাহাদিগের অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

এই ব্যাপার নিষ্পত্তি হইতে প্রায় এক মাস লাগিয়াছিল। এই একমাস কাল সি নিজ গৃহে ইয়াংস্থয়েন হইতে বিতাড়িত ভ্রাতৃবৃন্দকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ তাঁহাদিগকে লইয়া উপাসনা করিতেন এবং মনুষ্যের ভয়ে ভীত না হইয়া প্রভুর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন।

ম্যাণ্ডারিণের আদেশে ইয়াংস্থয়েনে খ্রীষ্টভক্তগণ গ্রামে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিতে পাইলেন তাঁহাদিগের প্রতিবাসী পৌত্তলিকবর্গ শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। প্রভু এবং সিম্নের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁহাদিগের হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠিল।

গ্রামবাসিগণ আর তাঁহাদিগের প্রতি অত্যাচার করে নাই, বরং তাহারা তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্মকে একটু ভীতির চক্ষে

দেখিতে লাগিল। গ্রামবাসী পৌত্তলিকগণ শাসিত হইলে খ্রীষ্টধর্ম্মান্বেষিগণ, যাহারা অত্যাচারের ভয়ে প্রকাশ্যে ভক্তগণের সহিত যোগদান করিতে সাহস করিত না, তাহারা পুনরায় লি ভ্রাতৃগণের সহিত পারিবারিক উপাসনায় দলে দলে যোগদান করিতে আরম্ভ করিল।

সি পূর্ব্বের ন্যায় মধ্যে মধ্যে ইঁহাদিগের গ্রামে আসিয়া ইঁহাদিগের উৎসাহ ও বিশ্বাস বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশ শুনিয়া অনেকে তাহাদিগের গৃহ দেবতাগুলিকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ইয়াংস্থয়েনের নিকটবর্ত্তী গ্রাম-সমূহ হইতে দলে দলে লোক পীড়িত আত্মীয়-স্বজন সমভিব্যাহারে সিয়ের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। সি এবং অন্যান্য খ্রীষ্টভক্তের নিকট যীশুর কথা শুনিয়া তাহারা তাঁহাদিগকে তাহাদের গ্রামে গিয়া সুসমাচার প্রচার করিতে অনুরোধ করিল। ক্রমে ক্রমে এই গ্রাম-গুলিতেও সাপ্তাহিক উপাসনা আরম্ভ হইয়া ছিল এবং সি প্রচার-কার্য্যে এত ব্যাপৃত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্যান্য কার্য্য করিবার অবকাশ খুব কমই ছিল। কোথাও বা ৫।৬ পরিবার কোথাও বা ৮।১০ পরিবার এইরূপে গড়ে প্রায় ৩০।৩৫ জন করিয়া উপাসনা করিতে মিলিত হইতেন।

দলে দলে নর-নারী যীশুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছে দেখিয়া আশার উজ্জ্বল আলোকে সিয়ের হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়াছিল তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে ইহাদিগের সম্বন্ধে কখনও নিরাশার গভীর অন্ধকার তাঁহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিবে।

দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু তিনি বিশ্বাসী বর্গের আশানুরূপ খ্রীষ্টীয় চরিত্রের উন্নতি না দেখিতে পাইয়া হৃদয়ে

ব্যথিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, সুখ-স্বচ্ছন্দতার অনুকূল বায়ু যতদিন তাহাদিগের উপর দিয়া প্রবাহিত হইত ততদিন তাহারা বেশ বিশ্বাস, ভক্তির পরিচয় প্রদান করিত, কিন্তু যেই দুঃখ-বিপদ-পরীক্ষার তুফান উঠিল, সেই তাহাদের বিশ্বাস শিথিল হইতে লাগিল, তাহারা অনেক দূরে পিছাইয়া পড়িল! এই মণ্ডলী-গুলির উন্নতির জন্য তিনি প্রাণপণে পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু যতই বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল ততই ক্রমে ক্রমে উন্নতির পরিবর্ত্তে মণ্ডলীগুলি অবনতির দিকে প্রধাবিত হইতে লাগিল। এই মণ্ডলীগুলির এতাদৃশ দুর্দ্দশা দেখিয়া সিমের প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা লাগিয়াছিল।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীগুলির পতনের কারণ নির্দ্দেশ করিতে সিমের বিলম্ব হয় নাই। খ্রীষ্টীয় চরিত্র গঠণের নিমিত্ত পরীক্ষা যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, সি এতদিনে তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন। যাহারা খ্রীষ্টের জন্য বিপদ, পরীক্ষা, নির্য্যাতন, অত্যাচার প্রভৃতিকে প্রফুল্লচিত্তে আলিঙ্গন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাতে বিশ্বাসে স্থির থাকিতে পারে, তাহারাই ধন্য; সি তাঁহার স্থাপিতমণ্ডলী-নিচয়ের অধঃপতন হইতে এই মহাশিক্ষা-লাভ করিয়া, এই সময় হইতে অধিকতর বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের জন্য প্রভুর ইঙ্গিত ও আদেশের অপেক্ষায় অবনত মস্তকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

গ্রাম্যদেবতাগণের অনাহার।

সি যাহাদিগের মধ্যে বাস করিতেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহার সম্বন্ধে তাহাদিগের পূর্ব্ব ধারণার পরিবর্ত্তন দেখিয়া, অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার উচ্চ খ্রীষ্টীয় জীবনের প্রভাব, পশ্চিম চ্যাং পল্লীর অধিবাসীবর্গের হৃদয়ে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কে কিরূপ ভাবে জীবন যাপন করিতেছে, কাহার আচার-ব্যবহার কিরূপ, তাহা বুঝিতে প্রতিবাসীবর্গের বিলম্ব হয় না, বিশেষ চীন দেশে প্রতিবাসীর চক্ষুতে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া সাধুতার ভান করা বড় কঠিন ব্যাপার।

আজ প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল সিয়ের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব তাঁহার ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের জন্য তাঁহাকে ঘোর অভিসম্পাত করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার অপকর্ম্মের জন্য তিনি শীঘ্রই দেবতাগণের কোপানলে পতিত হইয়া ভস্মীভূত হইবেন; কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের সে পূর্ব্ব ভাব তিরোহিত হইয়াছে; এখন তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, যে বিষয়টী তাঁহাদিগের নিকট অতি মারাত্মক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ততটা মারাত্মক নহে। সি মহাপণ্ডিত হইলেও তাঁহার অনেকগুলি মন্দ অভ্যাস ছিল; কিন্তু আজকাল তাঁহার প্রতিবাসীবর্গ তাঁহাতে আর সেগুলি দেখিতে পান না, এখন তিনি কেমন বিনীত হইয়াছেন, এখন তাঁহার পরিবারমধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদের কথা শুনা যায় না, এখন তাঁহার বিষয়-সম্পত্তির বেশ উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার

ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের পর হইতেই, তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হইত, যেন তাঁহার মধ্যে এক গুপ্ত শক্তি রহিয়াছে এবং সেই শক্তির প্রভাবে সাধারণ লোক তাঁহার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিত না।

দুই বৎসর পূর্ব্বে লোকে সিয়ের নাম শুনিলে নাসিকা কুঞ্চিত করিত, তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত, কিন্তু এখন আর সে ভাব নাই; তিনি যে একজন ভাল-লোক অন্ততঃ ইহাও লোকে বুঝিতে পারিয়াছে। সি একজন ভাল-লোক, কিন্তু কিসে তাঁহাকে ভাল করিল, সাধারণে সে বিষয়ে চিন্তা না করিলেও তিনি দিন দিন বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবাসী বর্গের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ভারতবর্ষের ন্যায় চীনদেশেও এক প্রকার পঞ্চায়েৎ প্রথা প্রচলিত আছে। গ্রামের গণ্যমান্য লোকদিগের মধ্য হইতে প্রতি বৎসরে পঞ্চায়েতের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য একজন করিয়া 'প্রধান' নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন, এই পদ অত্যন্ত গুরুত্ব ও দায়ীত্ব-পূর্ণ। যিনি এই সম্মানিত পদে নির্ব্বাচিত হইতেন, তাঁহাকে কর আদায়, গ্রাম্য বিবাদ-নিষ্পত্তি, দেবমন্দির ও সাধারণ অট্টালিকার তত্ত্বাবধারণ এবং সাধারণ পূজা-উৎসবাদি প্রভৃতির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইত। এই পদ লাভ করিবার জন্য অনেকে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিত বটে, কিন্তু সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। যাঁহারা পরিশ্রমী, বহুদর্শী, নীতিপরায়ণ (অবশ্য এখানে নীত-পরায়ণ-অর্থে চৈনিক আদর্শানুযায়ী নীতি-পরায়ণ বুঝিতে হইবে) তাঁহারাই কেবল এই পদ লাভ করিতেন। পঞ্চায়েতের প্রথানুযায়ী বাৎসরিক নির্ব্বাচনের দিন ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে

লাগিল, কিন্তু এই দায়িত্বপূর্ণ ও সম্মানিত পদে এবার কাহাকে নির্ব্বাচিত করা যাইবে, গ্রামবাসিগণ তাহা শীঘ্র ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। গ্রামে অনেক বিশিষ্ট লোক আছেন বটে, কিন্তু প্রধানের কার্য্য সুচারুরূপে করিতে পারেন, এমন তো কাহাকেও দেখা যাইতেছে না। ক্রমে ক্রমে গ্রামের লোকের চিন্তা পণ্ডিত সিয়ের দিকে প্রধাবিত হইল। তিনি বিধর্ম্মী বলিয়া প্রথমে কেহ কেহ একটু আপত্তি করিল, কিন্তু পরিশেষে সকলে একমত হইয়া বলিলেন, তিনি বিধর্ম্মী হইলেও একজন ভাল লোক; আর তিনি অহিফেন সেবন করেন না, সুতরাং প্রধানের পদ এবার তাঁহাকেই প্রদান করিতে হইবে!!

খ্রীষ্ট-ভক্ত সিকে পঞ্চায়েতের প্রধানের পদে নির্ব্বাচিত করিতে মনস্থ করিয়া গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "পণ্ডিত সি, এবার আমরা আপনাকে আমাদের পঞ্চায়তের প্রধানের পদ প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছি। আমরা বিশ্বাস করি আপনি এই পদ গ্রহণ করিলে আমাদিগের গ্রামের সমূহ কল্যাণ সাধিত হইবে। প্রধানের যে সমস্ত গুণ থাকা প্রয়োজন সমস্তই আপনাতে বিদ্যমান আছে, সুতরাং আপনি এই পদ গ্রহণ করিলে আমরা সকলে অতিশয় প্রীত হইব।"

প্রতিবাসী বন্ধুগণের এই আশ্চর্য্য প্রস্তাব শুনিয়া সি সম্ভ্রমের সহিত বলিলেন, "মাননীয় বন্ধুগণ, আপনারা আমাকে সম্মানিত পদ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা প্রাপ্ত হইলে আমি আপনাকে অতিশয় সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিব কিন্তু আপনারা কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে আমি এখন খ্রীষ্টীয়ান এবং খ্রীষ্টীয়ানরূপে

আমি আপনাদের মতে আপনাদের প্রধানের পদ প্রাপ্তির অনুপযুক্ত?"

সিয়ের প্রশ্নে গ্রামের মাতব্বরবর্গ একটু থতমত খাইয়া বলিলেন, "ওটা তো একটা বিবেক বুঝান গোপনীয় বিষয়, ওর সঙ্গে বর্ত্তমান বিষয়ের সম্বন্ধ থাকা উচিত নয়।"

সি বলিলেন, "মাননীয় মহোদয়গণ, আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, আপনাদিগের এই ক্ষুদ্র ভ্রাতা, খ্রীষ্টের মণ্ডলী-সংক্রান্ত-কার্য্য লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে। রাত্রি আর দিনের মধ্যে সাধারণ কাজ করিবার অতি অল্পই সময় আমি পাইয়া থাকি; তাহা ছাড়া জগতের কোন কার্য্যে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা আমার আদৌ নাই, সেই কাজ যতই লোভনীয় বা সম্মানের হউক না কেন, সে দিকে আমার প্রবৃত্তি একেবারে নাই।"

গ্রামবাসিগণ সিয়ের কোনই আপত্তি শুনিলেন না—সকলে একমত হইয়া তাঁহাকেই প্রধানের পদে নির্ব্বাচিত করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে এবং তিনিই সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাদিগের প্রধানের পদে বরিত হইয়াছেন।

গ্রামবাসিগণের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া সি প্রাচীনবর্গকে অতি সম্ভ্রমের সহিত সম্বোধন করিয়ন্না বলিলেন, "শ্রদ্ধেয় পিতৃগণ, যদি নিতান্তই আপনারা আমাকে এই পদ প্রদান করিতে মনস্থ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দুইটী বিশেষ সর্ত্ত আপনাদিগকে প্রতিপালন করিতে হইবে।"

সর্ত্তের কথা শুনিয়া তাঁহারা অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া বলিলেন, "আপনি আদেশ করুন আর দেখিবেন আপনার আদেশ, আইনের মত প্রতিপালিত হইবে।"

সি বলিলেন, "মহোদয়গণ, আপনাদের শিষ্টাচারে আমি পরম প্রীত হইলাম। আমার প্রথম সর্ত্ত এই যে, আমি কোন অবস্থাতেই মন্দিরে দেবতাদিগের পূজা বা বলিদান বা বাৎসরিক উৎসবাদি বা পূজা পার্ব্বণ প্রভৃতির সহিত কোন সংস্রব রাখিব না। গ্রামের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য এবং প্রচুর শস্য সমাগমের জন্য আমি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা সেই জীবন্ত প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, কিন্তু আমি এমন কোন কার্য্য করিতে পারিব না যাহাতে তাঁহার পবিত্র নামে কলঙ্ক আরোপিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে।" সি মনে করিয়াছিলেন এই সর্ত্তের কথা শুনিয়া গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে আর পীড়াপীড়ি করিবেন না, কিন্তু যখন দেখিলেন সকলেই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন তখন তাঁহার আর আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না। গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিগণ অগ্রেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সি সেই প্রকার কোন একটী প্রস্তাব করিবেন, তাই তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন, ইহা ব্যতীত, সিকে যীশুর নামে প্রার্থনা করিয়া প্রত্যক্ষ ফল পাইতে তাঁহারা অনেকবার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা মনে করিলেন, সি যদি তাঁহাদের এবং তাঁহাদের গ্রামের সর্ব্ববিধ মঙ্গলের জন্য তাঁহার দেবতার নিকট প্রার্থনা করেন তাহা হইলে তাহাতে মঙ্গল বই অমঙ্গল কখনই হইবে না।

প্রথম সর্ত্ত-সম্বন্ধে গ্রামবাসিগণের সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া সি তাঁহাদিগের নিকট দ্বিতীয় সর্ত্ত উপনীত করিলেন, সি বলিলেন, "মাননীয় পিতৃগণ, আমাকে যদি নিতান্তই এই প্রধানের পদ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে আমিই যে কেবল মন্দিরে দেবতা

গণের নিকট বলিদানের ব্যাপার এবং পূজা পার্ব্বণাদিতে লিপ্ত থাকিব না, তাহাই নহে, আমার ন্যায় গ্রামস্থ সকলকেই এই সমস্ত অনুষ্ঠান হইতে বিরত হইতে হইবে।

যদি আপনারা সম্বৎসর-কাল দেব-মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখেন এবং সকল প্রকার উৎসবাদি হইতে নিবৃত্ত হয়েন তবেই আমি এই পদ গ্রহণ করিতে পারি!"

গ্রামবাসিগণ স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে সি তাঁহাদের নিকট সেই প্রকার অসম্ভাব প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন। তাঁহার দ্বিতীয় সর্ত্তের কথা শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "হায় হায়, পণ্ডিত সি. আপনি যে এমন কঠোর সর্ত্তের কথা উল্লেখ করিবেন, তাহা আমরা চিন্তাতেও আনিতে পারি নাই, এরূপ সর্ত্ত তো হইতেই পারে না—ইহাতে আমরা কখনও সম্মত হইতে পারি না।"

সি বলিলেন, "তবে আমিও আপনাদের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিতে পারি না।"

গ্রামবাসিগণ সিয়ের নিকট হইতে নিরাশ হৃদয়ে ফিরিয়া গিয়া কিছুদিন পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকিলেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে আর চলে না, প্রধানের পদ পাইবার উপযুক্ত ব্যক্তি সি ভিন্ন আর কেহই নাই, অগত্যা তাঁহারা নানা চিন্তা করিয়া সিয়ের দ্বিতীয় প্রস্তাবেও সম্মতি প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রধানের পদে স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। গ্রামবাসীদিগকে তাঁহার দুইটী সর্ত্তই প্রতিপালন করিতে সম্মত দেখিয়া সি হৃষ্টচিত্তে প্রধানের পদ গ্রহণ করিলেন। এই গুরুভার হস্তে গ্রহণ করিয়া তিনি বিশেষ ভাবে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিতেন, যেন সুচারু-

রূপে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর কাটিয়া গেল। তিনি প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত থাকা-কালে পশ্চিম-চ্যাং-পল্লীতে সুখশান্তি সর্ব্বতোভাবে বিরাজ করিতেছিল, কেহ কখনও তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার বচসা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। পুনরায় "প্রধান" নির্ব্বাচনের দিন সমাগত হইলে সকলে এক বাক্যে আবার সিকেই প্রধানের পদে নিযুক্ত করিলেন। যে সর্ত্তানুসারে তিনি প্রথম বৎসরে প্রধানের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বৎসরেও সেই সর্ত্ত বজায় রহিল, সুতরাং সি বিনা আপত্তিতে দ্বিতীয় বৎসরেও প্রধানের পদে সমাসীন থাকিয়া সুচারুরূপে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

সিয়ের কার্য্য কুশলতায় গ্রামবাসিগণ এতদূর পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, সকলেই এক বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "পণ্ডিত সি যে দিনাবধি প্রধানের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে আমাদের গ্রামের টাকা-কড়ি, শস্য প্রভৃতি-সম্বন্ধে উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গ্রামের এরূপ উন্নতি ও সুখ-শান্তি আমরা পূর্ব্বে কখনও দেখিনাই।"

গুরু জনের আশীর্ব্বাদ ও সাধারণের প্রশংসা ও যশের মধ্য দিয়া সি গ্রামের প্রধান রূপে দ্বিতীয় বর্ষও অতিবাহিত করিলেন। চীন-বাসিগণ গুণীর সমাদর করিতে বিলক্ষণ রূপে জানেন, সুতরাং চ্যাং নিবাসিগণ যে সিয়ের গুণ গ্রামে মোহিত হইবেন না, তাহা হইতেই পারে না। গ্রামবাসিগণ হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তৃতীয় বার প্রধানের পদ গ্রহন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পরোপকার-সাধন-ব্রতে

ব্রতী, প্রভুর প্রিয় দাস সি, গ্রামবাসী গুরুজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির অনুরোধ উপেক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া তৃতীয়বার ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া জন সাধারণের প্রীতিকর ও হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে তৃতীয় বর্ষও অতিবাহিত হইয়া গেল। কার্য্য কুশলতার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে সিয়ের মস্তকে গুরুজনের যে আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়াছিল, এবারও তাহার অভাব হয় নাই। বর্ষশেষে পুনরায় তাঁহাকে প্রধানের পদ প্রদান করিবার জন্য গ্রাম্যস্থ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ মনস্থ করিলেন; কিন্তু এই সময়ে প্রভুর সুসমাচার প্রচার এবং মণ্ডলী সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্যে তিনি এতদূর ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, প্রধানের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার অবকাশ তাঁহার আর ছিল না।

গ্রামবাসিগণের অনুরোধ চতুর্থ বার রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া তিনি অতি বিনীত ভাবে তাঁহাদিগকে বলিলেন, "মহোদয়গণ, তিন বৎসর কাল আমি যথাসাধ্য আপনাদিগের সেবা করিয়াছি কিন্তু আমার প্রভুর জন্য করিবার আজকাল এত কার্য্য রহিয়াছে যে, তাহা সম্পন্ন করিয়া উপযুক্তরূপে প্রধানের কার্য্য নির্ব্বাহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং আপনাদিগের নিকটে এখন প্রধানের গুরুত্ব ও দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্য হইতে অব্যাহতি ভিক্ষা করিতেছি।"

গ্রামবাসিগণ সিকে চতুর্থ বার প্রধানের পদে আর কিছুতেই বরণ করিতে পারিলেন না। সি প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনবৎসর ধরিয়া গ্রামের যে মহা উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে তিনি ঈষৎ হাস্য

করিয়া বলিলেন, "আমার দ্বারা যদি কোন উপকার হইয়া থাকে তবে নিশ্চয় জানিবেন, সেই জীবন্ত ঈশ্বরের শক্তিতে আমি তাহা করিতে পারিয়াছি; এবং আমি প্রভুর ধন্যবাদ করিতেছি যে, কতকগুলি বাজে খরচ হইতে আমি গ্রামকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

সি যত দিন পর্য্যন্ত প্রধানের পদে সমাসীন ছিলেন, ততদিনের মধ্যে এক দিনের জন্যও পশ্চিম-চ্যাং-পল্লিস্থ সাধারণ-দেব-মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় নাই; এই দীর্ঘ কালের মধ্যে এক দিনের জন্যও বাৎসরিক বা সাময়িক উৎসবাদি বা পূজা-পার্ব্বনাদিতে গ্রামবাসিগণ বৃথা অর্থ ব্যয় করেন নাই কিম্বা দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত পশুর রক্তে দেব-মন্দির প্লাবিত হয় নাই। গ্রামবাসীদিগের নিকট কার্য্য হইতে অবসর লইবার কালে সি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "দেবতাগণ এই তিন বৎসরকাল অনাহারে থাকিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছেন, আপনারা তাঁহাদিগকে আর পুনঃ সঞ্জীবিত করিবার প্রয়াস পাইবেন না!"

তিন বৎসরকাল গ্রাম্য দেবতার সেবা হয় নাই তথাপি গ্রামের উন্নতির অভাব হয় নাই। এই ঘটনা হইতে গ্রামবাসিগণ যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা সহজে বিস্মৃত হয়েন নাই।

পঞ্চম অধ্যায়।

অনুগ্রহে বর্দ্ধিত।

খ্রীষ্টের প্রতি সি যে প্রেম প্রদর্শন করিতেন, তাহা কেবল মৌখিক প্রেম নহে—তাহা হৃদয়ের অতি গভীর স্থান হইতে উদ্ভূত—অকপট প্রেম। খ্রীষ্টের প্রতি সি যে ভক্তি প্রদর্শন করিতেন, তাহা সাময়িক উত্তেজনা-প্রসূত ক্ষণস্থায়ী ভক্তি নহে, তাহা অচলা ভক্তি—সেই ভক্তিমার্গ হইতে তিনি বিচলিত হইবার ব্যক্তি নহেন। প্রেম ও ভক্তি সম্বন্ধে তিনি অতিশয় দৃঢ়তা প্রকাশ করিলেও উচ্চ-খ্রীষ্টীয় আধ্যাত্মিক জীবনের বিশাল জলধির কূলে তিনি সেই সময়ে কেবল দুই একটী করিয়া উপলখণ্ড কুড়াইতে ছিলেন মাত্র। সেই মহান্ শিক্ষক তাঁহার প্রিয় সন্তানকে এক এক ধাপ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে শিখাইতেছিলেন।

খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম যাজন করিবার পরও সি যে প্রকারে ক্রমে ক্রমে জাতীয় কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতেছিলেন, তাহাতে অনেকে মনে করেন, খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মূল-তত্ত্বে বিশ্বাস-সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী সূক্ষ্ম রূপে আলোচনা করিলে এরূপ সন্দেহের আর কারণ থাকে না। ধর্ম্ম-শাস্ত্র-বিশারদ বড় বড় পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক-প্রসূত সূক্ষ্ম ধর্ম্ম-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া সি খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই; বাইবেল-শাস্ত্রে এক দিকে মনুষ্যের ভ্রষ্টতা ও অপর দিকে আশ্চর্য্য ত্রাণোপায় দেখিয়া তিনি যীশুর হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং জীবনের

প্রত্যেক ঘটনাতে সেই যীশু কর্ত্তৃকই চালিত হইতে তিনি কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তাই সেই চির বিশ্বস্ত প্রভু তাঁহার হস্ত ধরিয়া, তাঁহাকে ধর্ম্ম-জীবনের পথে অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর করিতেছিলেন।

কখন বা নগরে গিয়া মিশনরিগণের সহিত ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিয়া সি, ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইতেন, আবার কখনও বা অভিনিবেশ সহকারে শাস্ত্র-পাঠ করিয়া আত্মার তৃপ্তিকর আশ্চর্য্য ভক্ষ্যের সন্ধান পাইয়া পরম উল্লাসিত হইতেন। এই প্রকারে ভক্ত সি ধর্ম্মজীবনে ক্রমে ক্রমে পুষ্টি লাভ করিতে লাগিলেন।

খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করার পরও তিনি যে সমস্ত কুসংস্কারের বশবর্ত্তী ছিলেন এবং যে দৈব শক্তি-প্রভাবে সেই সমস্ত কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, পাঠক-বর্গের অবগতির জন্য আমরা এক্ষণে তাহার কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিব।

কনফুসি শিষ্যগণ পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনের প্রেতাত্মার পূজা করিয়া থাকেন। এই পূজার এক আশ্চর্য্য পদ্ধতি তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা পরলোকগত আত্মীয়ের নামাঙ্কিত এক কাষ্ঠ-ফলক বসিবার ঘরে এক বেদির উপর স্থাপন করিয়া প্রত্যহ ইহার সম্মুখে সুগন্ধি ধূপ জ্বালাইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস-মতে মনুষ্যের মধ্যে তিনটী আত্মা অধিষ্ঠান করে। মৃত্যুর পরে একটী আত্মা অদৃশ্য জগতে প্রস্থান করে, দ্বিতীয়টী সমাধি-মধ্যে বাস করে, এবং তৃতীয়টী ঐ পরলোকগত ব্যক্তির নামাঙ্কিত কাষ্ঠ-ফলকে অবস্থিতি করে। চীনবাসিগণ প্রত্যহই এই কাষ্ঠ-ফলকে অধিষ্ঠিত আত্মার পূজা করিয়া থাকেন এবং অপর দুইটীর পূজা বিশেষ বিশেষ সময়ে হইয়া থাকে

খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী সি, পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনের পূজা যে অবৈধ, তাহা প্রথমে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার বসিবার ঘরে পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনের নামাঙ্কিত অনেক কাষ্ঠ-ফলক বেদির উপরে স্থাপিত ছিল। খ্রীষ্টীয়ান হওয়ার পর তিনি সেগুলির সম্মুখে আর ধূপ জ্বালাইতেন না বটে, কিন্তু সেগুলিকে স্থানান্তরিত করিবার আবশ্যকতা কেহ তাঁহাকে বুঝাইয়া দেয় নাই বা তিনি তাহা বুঝিতেও চেষ্টা করেন নাই। এই কাষ্ঠ-ফলকগুলির মধ্যে সিয়ের প্রথমা স্ত্রীর এক কাষ্ঠ-ফলক ছিল, তাহা তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি এবং তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধার সামগ্রী।

জলসংস্কার-গ্রহণ করার পর কয়েক মাস কাটিয়া গেল, তথাপি প্রেতাত্মা অধিষ্ঠিত কাষ্ঠ-ফলকগুলি যেখানে ছিল সেই স্থানেই রহিল, সি সেগুলিকে স্থানচ্যুত করিলেন না। এক দিন প্রাতঃ-কালে সি দেখিতে পাইলেন তাঁহার পূর্ব্ব স্ত্রীর নামাঙ্কিত কাষ্ঠ-ফলকটী উবুড় হইয়া মাটীতে পড়িয়া রহিয়াছে। অন্যান্য ফলক-গুলি যেমন যেখানে ছিল সেই স্থানেই সেই ভাবে রহিয়াছে কিন্তু সেটী তাঁহার নিজস্ব এবং তাঁহার শ্রদ্ধার সামগ্রী সেইটীই বা কেন পড়িয়া গেল তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন, যে কাষ্ঠ-খণ্ডের সহিত ঐ ফলকটী সংলগ্ন ছিল, তাহা ঊষিক কর্ত্তৃক কর্ত্তিত হওয়ায় পড়িয়া গিয়াছে। সি যত্ন সহকারে ঊষিক-ভক্ষিত স্থান মেরামত করিয়া যথাস্থানে সেই ফলকটী স্থাপন করিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কিছু দিন পরে তিনি দেখিতে পাইলেন সেই কাষ্ঠ-ফলকটীই আবার ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছে! সিয়ের ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তির নিকট এই ব্যাপার অতি

সামান্য বলিয়া গণিত হইতে পারে না ; তিনি ধীর ভাবে প্রার্থনা সহকারে এ বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সি প্রার্থনাকে সকল সমস্যার সমাধান স্বরূপ মনে করিতেন। প্রার্থনা করিতে করিতে সি বুঝিতে পারিলেন যে পরলোকগত আত্মীয়স্বজনের পূজাও এক প্রকার পৌত্তলিকতা এবং তাহা পাপ-পুরুষজাত। তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন খ্রীষ্টের সেবক রূপে তাঁহার মণ্ডলীতে তাঁহাকে আদর্শ স্বরূপ হইতে হইবে, মণ্ডলীর সভ্যদিগকে তাঁহাকে চালাইতে হইবে, তখন তিনি কাল-বিলম্ব না করিয়া গৃহ-বেদীর উপর বহু দিনাবধি স্থাপিত পরলোকগত আত্মীয় স্বজনের নামাঙ্কিত কাষ্ঠ-ফলকগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন।

সি যেমন স্বয়ং ধীরে ধীরে ধর্ম্ম-জীবনের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে অধিরোহণ করিতে ধৈর্য্য সহকারে শিক্ষা করিতেছিলেন, তদ্রূপ অপরের শিক্ষা বা দীক্ষা-সম্বন্ধেও তিনি সেই প্রকার ধীরতা ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিতেন। তিনি বলিতেন, "পরলোকগত আত্মার পূজা যে এক প্রকার পৌত্তলিকতা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কেননা ইহার দ্বারা মৃত পুরুষ বা স্ত্রীকে ঈশ্বরের স্থানে উন্নীত করিয়া ঈশ্বরের গৌরব লাঘব করা হয়, কিন্তু এ বিষয় অতি সতর্কতার সহিত নূতন বিশ্বাসী ও তত্ত্বান্বেষীদিগের নিকট উপস্থিত করা সমীচীন। অনেক দিন ধরিয়া কোন ব্যক্তি যদি একটী ভ্রান্ত বিষয়ও ঠিক বলিয়া অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে তাহা ছাড়াইতে হইলে সে তাহাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোন বস্তু পাইয়াছে কিনা সে সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় না করিয়া তাহাকে তাহার পূর্ব্ব প্রীতির বস্তু একেবারে ছাড়িতে অনুযোগ করিলে আশানুরূপ ফল না পাওয়া যাইতে পারে।

বসন্তের সমাগমে বিটপীদল নূতন বল সঞ্চয় করিলে যেমন নয়ন-মুগ্ধকর নূতন পত্ররাজীর প্রকাশ দৃষ্টি-গোচর হয় এবং শুষ্ক পত্রগুলি একে একে ঝরিয়া পড়ে, তদ্রূপ খ্রীষ্ট-ভক্ত যেমন দিন দিন নূতন শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকেন, তেমনি পুরাতন অভ্যাস, কুসংস্কার প্রভৃতি শুষ্ক পত্রের ন্যায় ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হয়।"

সি স্বয়ং অহিফেন-সেবন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় জলসংস্কার-গ্রহণ করার পর বৎসরও তিনি নিঃসংঙ্কোচ বিবেকে নিজের ক্ষেত্রে অহিফেন চাষ এবং অহিফেন বিক্রয় করিয়াছিলেন। জমীতে গোধুম বপন করিলে যে পরিমাণ লাভ হয়, অহিফেনের চাষে তাহার পাঁচগুণ অধিক হয়। খৃষ্টীয়ান হইয়া এই হলাহল বিক্রয় বা চাষ করা কোন রূপে তাঁহার পক্ষে সমীচীন নহে, এ কথা কেহ তাঁহাকে কখন বলে নাই, কিন্তু তিনি অচিরেই এই হলাহল সম্পূর্ণ রূপে বর্জ্জন করিতে শাস্ত্রের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়াছিলেন! তিনি স্বয়ং সেই হলাহল গ্রহণ করিতেন না বটে, কিন্তু অপরের জন্য তাহা উৎপাদন করিয়া দুর্ব্বল ভ্রাতার বিঘ্ন স্বরূপ হইয়াছিলেন। এই সময় দূতের ন্যায় এই শাস্ত্রীয় বচন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল;—"কিন্তু সাবধান, তোমার এই স্বাধীনতা যেন দুর্ব্বলদের বিঘ্ন-জনক না হয়। তোমার জ্ঞানের দ্বারা সেই দুর্ব্বল ভ্রাতা যাহার জন্য খ্রীষ্ট মরিয়াছেন, যেন বিনষ্ট না হয়। অতএব ভক্ষ্য দ্রব্য যদি আমার ভ্রাতার বিঘ্ন জন্মায়, তবে আমি অনন্ত কালেও মাংস ভোজন করিব না, পাছে আপন ভ্রাতার বিঘ্ন জন্মাই। আমরা সকলই সহ্য করিতেছি, পাছে খ্রীষ্টের সুসমাচারের কোন বিঘ্ন না জন্মাই। যিহুদী কি গ্রীক কি ঈশ্বরের মণ্ডলী, কাহারও বিঘ্ন জন্মাইও না। আমি

নিজের লাভের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া পরের লাভের দিকে দৃষ্টি রাখি, যেন তাহারা অনেকে রক্ষা পায়।"

এই শাস্ত্রীয় বচনকলাপের প্রভাব সিয়ের জীবনে এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, অর্থসম্বন্ধে তাঁহার সমূহ ক্ষতি হইলেও অহিফেনের চাষ ও বিক্রয় তাঁহাকে একেবারে স্থগিত করিতে হইয়াছিল।

তিনি যে কেবল অহিফেনের এই লাভজনক ব্যবসা বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলেন তাহাই নহে, তামাকের চাষও সেই সঙ্গে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। এমন কি তিনি শূকরের পাল পর্য্যন্ত গৃহ হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন। চীন দেশের শূকরগুলি ঘর-দুয়ার বড়ই অপরিষ্কার করে—তাই তিনি বলিতেন "আমার ঘরে অশুচি বস্তু কিছুই থাকিতে পাইবে না—অশুচি দ্রব্য সব দূর করিয়া দিতে হইবে, কেননা প্রভু বলিতেছেন—হে সদাপ্রভুর পাত্র-বাহকগণ, তোমরা বিশুদ্ধ হও"।

এই পবিত্রতা সিয়ের জীবনের পানাহার হইয়া উঠিতেছিল। কি শারীরিক পবিত্রতা কি আত্মিক পবিত্রতা সকল দিকেই তাঁহার তীব্র দৃষ্টি ছিল।

ভক্ত সি যতই খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইতে লাগিলেন, ততই খ্রীষ্টের আদর্শানুসারে জীবনযাপন করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ-মন আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

খ্রীষ্ট যীশুকে জীবনে গৌরবান্বিত করিতে হইলে, স্বদেশে যীশুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, বিলাসিতা ও স্বচ্ছন্দতার সুকোমল ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকিলে চলিবে না,—আত্ম-ত্যাগ করিতে হইবে, ভীষণ ক্রুশ স্কন্ধে তুলিয়া লইতে হইবে,—এই মহাসত্য

তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে হইতেই তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। যীশুর জন্য ক্রুশ স্কন্ধে তুলিয়া লইব, নিজে কষ্ট করিয়া অপরকে সুখী করিব, ঈদৃশ সাধু ও স্বর্গীয় ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া, সি কর্ত্তব্যের গুরুপথে অগ্রসর হইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন।

পশ্চিম-চ্যাং-পল্লি হইতে নগর প্রায় তের মাইল অন্তরে অবস্থিত। জল-সংস্কার-গ্রহণ করার পর সি এই নগরস্থ ভজনালয়ে রাবিবারিক উপসানায় যোগদান করিবার জন্য প্রায় প্রত্যেক বিশ্রাম-বারেই এই দীর্ঘ পত্র অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হইতেন। এক দিন তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল, তথাপি ধূলি সমাকীর্ণ এই তের-মাইল-পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া সমবেত উপসনায় যোগদান করিয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। এই দিবসের উপাসনায় যোগ দিবার বিষয়ে তিনি বলেন, "আমার শরীর দুর্ব্বল ছিল, পথ চলিতে কষ্ট হইতেছিল বটে, কিন্তু এই ধূলিপূর্ণ পথ দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে আমার মনে হইতে লাগিল, আমার ত্রাণকর্ত্তা ক্রুশ স্কন্ধে লইয়া কত কষ্টে রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছেন আর আমি এই পথটুকু কষ্ট করিয়া গিয়া তাঁহার সেবা করিতে পারিব না? আমার জন্য যীশুর অসহ্য দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিবার কথা আমার মনে হইলেই আমার হৃদয়ে বল আসিত, আর আমি নিজের কষ্ট ভুলিয়া গিয়া কোন বিপদের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া অগ্রসর হইতাম।" অসুস্থ শরীরে এই দীর্ঘ পথ পদব্রজে আসিয়া উপাসনার পর অল্প বিশ্রাম করিয়া সি গৃহে প্রত্যাগমন করিবার আয়োজন করিতেছেন এমন সময়ে একজন গরীব লোক তাঁহার খোঁজ করিতে করিতে নিকটে আসিয়া বলিল "ঐ শ্বেত

পর্ব্বতের গ্রামে একটী স্ত্রীলোক যীশুর কথা শুনিতে চায়, কিন্তু সে পীড়ায় শয্যাগতা, তাহার উঠিয়া আসিবার শক্তি নাই, আপনি যদি একবার অনুগ্রহ করিয়া তাহার নিকটে যীশুর কথা বলেন তবে বড় ভাল হয়।" নগর হইতে এই গ্রাম ১৭ মাইল দূরে অবস্থিত। সিকে সেখানে লইয়া যাইবার জন্য কোন অশ্ব বা গাড়ি নাই, রাস্তাও অতি দুর্গম, সেই পথে এমন কোন লোকও যাইতেছে না যাহাকে সঙ্গীরূপে গ্রহণ করেন, আবার সেই পীড়িতা স্ত্রীলোকটীর অনুরোধ রক্ষা না করিলেই নয়। পথ-শ্রান্তি, ও পথের বিপদের দিকে চিন্তা না করিয়া যীশু-দাস সি, স্বীয় প্রভুর আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া সেই দুর্গম পথে একাকী অগ্রসর হইলেন। গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, এখনও প্রায় তিন মাইল-পথ যাইতে হইবে। ক্রমে ঘোর অন্ধকার হইয়া আসিল। সি জানিতেন অন্ধকারে এই পার্ব্বত্য পথে চলিলে হিংস্রক জন্তুর মুখে পতিত হইতে হয়। সি যে বিপদে পতিত হইবার আশঙ্কা করিতেছিলেন, সেই বিপদ উপস্থিত, অদূরে কেন্দুয়া-ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিতে পাইলেন। ক্রমে গর্জ্জন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তিনি বুঝিতে পারিলেন এক দল কেন্দুয়া-ব্যাঘ্র অন্ধকারে তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। এই মহা বিপদের সময় জানু অবনত করিয়া সি জড় চক্ষুর অগোচর সেই পরম সুহৃদের নিকট হৃদয়ের আবেগে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইহার পরে তাঁহার কি ঘটিয়াছিল, তিনি কি প্রকারে কেন্দুয়ার গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না, চক্ষু উন্মিলন করিয়া দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে ঘোর নিস্তব্ধতা, আর তিনি একাকী রহিয়াছেন!

এই ঘটনা-সম্বন্ধে তিনি বলেন, "আশ্চর্য্য নিস্তব্ধতা চারিদিকে বিরাজ করিতেছিল। সেই ক্ষুধার্থ ব্যাঘ্রগুলি যে কখন নিরুদ্দেশ হইল এবং কোথায় যে গেল, সে সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, কিন্তু তাহারা আর পুনরায় ফিরিয়া আইসে নাই। প্রকৃতই প্রভু সেই সময়ে আমার ঢাল ও রক্ষক স্বরূপ হইয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।"

প্রভুর কল্যাণে কেন্দুয়ার গ্রাস হইতে রক্ষিত হইয়া সি অল্প ক্ষণের মধ্যেই শ্বেত পর্ব্বতের গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং আনন্দের সহিত সেই অপরিচিতা পীড়িতা স্ত্রীলোক ও তাহার আত্মীয়স্বজনের নিকটে মহানন্দের সুসমাচার ঘোষণা করিলেন। কেন্দুয়ার গ্রাস হইতে আশ্চর্য্যরূপে উদ্ধারের বিষয় এবং দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া সুদীর্ঘ পথ হাঁটিয়া উপাসনায় যোগ দান করা ও পরের উপকার করার যে বিমল আনন্দ, তিনি তাহা জীবনে কখনও বিস্মৃত হয়েন নাই।

অতি ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া সি ধর্ম্ম-জীবনে বর্দ্ধিত হইতে শিখিয়াছিলেন। এক দিবস সি সন্ধ্যার সময় তাঁহার পশুপাল লইয়া পার্ব্বত্য পথ দিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ পা ফস্‌কাইয়া উচ্চ স্থান হইতে অনেকটা নিম্নে পড়িয়া যান। এই পতনেই হয়ত তাঁহার মৃত্যু হইত কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় তিনি অধিক আঘাত প্রাপ্ত হয়েন নাই। পথে উঠিয়া চলিতে চলিতে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই ঘটনার মধ্যেও ঈশ্বর তাঁহার জন্য চমৎকার শিক্ষা রাখিয়াছেন। "সাধুর পাদক্ষেপ ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিরূপিত।" তিনি চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলেন, তিনি অসাবধান হইয়া চলিতেছিলেন বলিয়া

তাঁহার পদস্খলন হইয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বরের সহিত চলিতে চলিতে অসাবধানতার দরুণ তাঁহার পদস্খলন হইলে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের পতন না জানি আরও কত ভয়ানক হইতে পারে। এই ঘটনা হইতে তাঁহার হৃদয় অধিকতর প্রবুদ্ধ হইয়া উঠাতে স্বর্গের পথে তিনি সাবধানতা ও প্রার্থনা সহকারে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এই সমস্ত ক্ষুদ্র ঘটনা অনেকের নিকট উল্লেখ যোগ্য বলিয়া বোধ না হইতে পারে, কিন্তু বিন্দু বিন্দু বারির সমাবেশ যেমন পরিণামে এক প্রকাণ্ড সমুদ্রে পরিণত হইতে পারে তদ্রূপ ক্ষুদ্র কি মহৎ সমস্ত ঘটনা একত্রে ঘনীভূত হইয়া ভক্ত-জীবনে এক মহা প্রলয় উপস্থিত করিতে পারে। ভক্ত সি কি ক্ষুদ্র, কি মহৎ সকল ঘটনাকেই তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির সোপান স্বরূপ মনে করিতেন এবং প্রত্যেক ঘটনায় ঈশ্বরের অঙ্গুলি দর্শন করিয়া প্রেমবিহ্বল চিত্তে প্রভুর ধন্যবাদ করিতে করিতে অনুগ্রহের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পালের চিন্তা—মহা সমস্যা।

সি এবং তদীয় পত্নী, খ্রীষ্টের মণ্ডলীর হিতকর নানা প্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদিগের উচ্চ খ্রীষ্টীয় জীবন ও জীবন্ত শিক্ষা-গুণে মোহিত হইয়া, পশ্চিম চ্যাং ও তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম নিচয়ের যে সমস্ত নর-নারী খ্রীষ্টকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা জাগতিক ও পারত্রিক কল্যাণের জন্য অনেকটা তাঁহাদিগের মুখের দিকেই তাকাইয়া ছিলেন। গ্রাম হইতে সাধারণ উপাসনালয়টী প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল; এবং যাহারা সবল, তাহারা এই দশ-মাইল-পথ পদব্রজে গিয়া সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগদান করিত, এবং উপাসনার শেষে আবার দশ-মাইল-রাস্তা হাঁটিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিত; কিন্তু যাহারা দুর্ব্বল, বৃদ্ধ বা অল্পবয়স্ক, তাহাদিগের পক্ষে এই বিশ-মাইল-রাস্তা যাতায়াত করা এক প্রকার অসম্ভব ছিল। সি, এই অসুবিধা নিবারণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে যে কেবল তাহাদিগের পারমার্থিক কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল কেবল তাহাই নহে; তাহাদিগের জাগতিক অস্বচ্ছলতা-নিবন্ধন, তাঁহাকে তাহাদিগের পার্থিব মঙ্গলের জন্যও বিশেষ চিন্তিত হইতে হইয়াছিল।

সিয়ের শিক্ষা-গুণে যাহারা খ্রীষ্টের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহারা যে কেবল দারিদ্রের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইতেছিল তাহাই নহে, তাহাদিগকে পৌত্তলিকগণের হস্তে ঘোর নির্য্যাতনও

ভোগ করিতে হইতেছিল। খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যাহারা খাটিয়া খুটিয়া কোন প্রকারে দিনাতিপাত করিতেছিল, তাহারা খ্রীষ্টীয়ান হইয়া ঘোর অসুবিধায় পতিত হইয়াছিল; কারণ খ্রীষ্টধর্ম্ম যাজন করার দরুণ পৌত্তলিকগণ তাহাদিগকে আর কোন কার্য্য দিতে চাহিত না। কিম্বা খ্রীষ্টীয়ান হইবার পূর্ব্বে তাহারা এমন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল যে, খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করার পর শুদ্ধ বিবেকে সে কার্য্য আর করিতে পারা যায় না। ইহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের অবস্থা একটু ভাল ছিল, তাহাদিগের অত্মীয়স্বজন তাহাদিগের প্রতি ঘোর নির্য্যাতন করিয়া, বিষয়-সম্পত্তি বল পূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া, তাহাদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল।

অহিফেনের চাষ করিয়া যাহারা প্রচুর অর্থলাভ করিতেছিল, প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে এই লাভজনক ব্যবসা একেবারে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এই প্রকারে নূতন শিষ্য-দিগকে নানা রকম সাহায্য করিতে গিয়া সিয়ের ব্যয় দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সিয়ের হৃদয় যেমন প্রশস্ত, তেমনি তাঁহার গৃহের দ্বারও সর্ব্বদা অবারিত ছিল। নব শিষ্যগণের সুবিধার জন্য তিনি নিজ গৃহে সাপ্তাহিক উপাসনার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। গ্রামান্তর হইতে যে সমস্ত ভক্তবৃন্দ উপাসনার নিমিত্ত সিয়ের গৃহে সমবেত হইতেন, সি তাঁহাদিগকে সুখী করি-বার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। দূর হইতে যাঁহারা আসিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা রুটী প্রস্তুত করিবার জন্য ময়দা প্রভৃতি সঙ্গে আনিতেন,—তাঁহাদিগকে রন্ধন করিবার স্থান এবং অন্যান্য উপকরণাদি সিকে প্রদান করিতে হইত; এবং এমনও অনেকে আসিত, যাহারা সঙ্গে কিছুই আনিতে পারিত না; তাহাদিগে

আহারের বন্দোবস্ত তাঁহাকেই করিতে হইত। ইহা ব্যতীত উপাসনা-গৃহের জন্য বেঞ্চ, আলোক এবং নিয়ত চা-পানের জন্য উষ্ণ জল তাঁহাকে সরবরাহ করিতে হইত। নূতন বিশ্বাসিগণ যেন কোন প্রকারে বিঘ্ন না পায়, তাহারা যেন শিক্ষা ও কার্য্যের সামঞ্জস্য সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে, তাহার জন্যই প্রভুর দাস সি হৃদয়, মন, প্রাণ দিয়া অভ্যাগতগণের সেবা করিতেন।

সি বলেন, "আমি উত্তম মেষ-পালকের দৃষ্টান্তটীর সহিত 'তাহারা ভিতরে বাহিরে যাতায়াত করিবে ও চরাণী পাইবে' খ্রীষ্টের এই কথাগুলি অতি মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়াছি।"

খ্রীষ্টের এই বচন চিন্তা করিতে করিতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, মেষগণের আত্মিক অভাবের দিকে যেমন দৃষ্টি রাখিতে হইবে, তেমনি জাগতিক অভাবের বিষয়ও চিন্তা করিতে হইবে। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যে সমস্ত নূতন বিশ্বাসী তাঁহার রব শুনিয়া প্রভুর নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তাহাদিগের সমস্ত অভাব ও অভিযোগ প্রভুর মেষদলের রক্ষকস্বরূপে তিনি শুনিতে বাধ্য। যাহারা তাঁহার খোঁয়াড়ে যাতায়াত করিতেছে, তাহাদিগকে চরাণী প্রদান করিতে হইবে। এই প্রকার জীবন্ত ভাব লইয়া তিনি স্বীয় প্রভুর আদেশ প্রতিপালনে ব্রতী হইয়াছিলেন বলিয়াই, যাঁহারা দূর হইতে সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগদান করিবার জন্য তাঁহার গৃহে সমবেত হইতেন, তাঁহারা যেন অনাহারে গৃহে প্রত্যাগমন না করেন, সে দিকে তিনি ও তাঁহার ধর্ম্ম-প্রাণা পত্নী বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন।

যাহারা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর অনুগামী হইয়াছে বা হইবে, তাহাদিগের জাগতিক ও পারত্রিক কল্যাণের দিকে সমান

দৃষ্টি রাখিতে হইবে, এবং সকলের নিকট যীশুর জীবনদায়ক বাক্য প্রচার করিতে হইবে, এই দুই মহা সমস্যার তরঙ্গ সি ও তদীয় পত্নীর উদার ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে উত্থিত হইয়া তাঁহাদিগের হৃদয়কে যুগপৎ আন্দোলিত করিতে লাগিল। সমগ্র চীন-দেশে সুসমাচার-প্রচারের বিরাট আয়োজনের ও নব শিষ্যগণের ভার গ্রহণের জন্য বিদেশী মিশনরিগণের উপর কেবল নির্ভর করা যে যুক্তি-সঙ্গত নহে, সি তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। বিশাল চীন-ভূমীকে যীশুপদে আনয়ন করিতে হইলে, যীশু-গত-প্রাণ চীনবাসীর যে বিশেষ প্রয়োজন, সিয়ের হৃদয়ে এই ভাব বদ্ধ-মূল হইতে লাগিল। সি স্বয়ং যেমন স্বাধীন প্রকৃতির লোক, তেমনি খ্রীষ্টভক্তমাত্র যেন স্বাধীন ভাবে সৎ উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিয়া সুযোগমতে যীশুর নাম প্রচার করিতে পারে, এই বাসনা তাঁহার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অভাবগ্রস্তমাত্রকে সাহায্য করিবার ক্ষমতা, উচ্চ-নীচ সকলেরই সমভাবে সেবা করিবার যোগ্যতা ও একাগ্রতা এই সমস্ত গুণ যাঁহার মধ্যে বিদ্যমান আছে, তিনিই নেতার আসনে উপবেশন করিবার উপযুক্ত।

"যে তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতে বাসনা করে সে ক্ষুদ্র হউক এবং সকলের দাস হউক"—শ্রেষ্ঠতার শীর্ষ-স্থান অধিকার করিবার, প্রভু যীশুর মুখ-নির্গত এই মহা মন্ত্রের দ্বারা দীক্ষিত ও চালিত হইয়া সি স্বীয় জীবন ও কার্য্যে ইহা পরিণত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন।

সমবিশ্বাসী ভ্রাতৃগণকে ক্রমাগত সাহায্য করিতে গিয়া সিয়ের আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল হইয়া আসিল, তথাপি ভক্ত-প্রাণ সি নিরুৎসাহ হইলেন না। তাঁহার গৃহ, বিদ্যা, বুদ্ধি, মান, সম্ভ্রম, ধন

সম্পত্তি সমস্তই তিনি প্রভুর গৌরবার্থে সমবিশ্বাসী ভ্রাতৃগণের সেবার জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সি যখন দেখিলেন অর্থাভাবে একটু কষ্ট হইতেছে তখন গৃহের বাড়তি ভাগ আসবাব-পত্র বিক্রয় করিয়া ভ্রাতৃগণের সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি কার্য্য করিবার যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং যেরূপ উৎসাহ ও উদ্যমের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার অবলম্বিত উপায় যে নির্দ্দোষ ছিল এবং তিনি যে কখন ভ্রান্তিতে পতিত হন নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না, তবে তিনি আশ্চর্য্য ত্যাগ স্বীকার করিয়া প্রাণের আবেগে স্বদেশবাসীর ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য যাহা করিতেন, তাহাদ্বারা বেশ জানা যায় যে যীশুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও অকপট প্রেম ছিল এবং স্বদেশবাসীর সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সুতরাং এসম্বন্ধে সন্দেহের লেশমাত্র কারণ নাই। তাঁহার কার্য্যকারিণী শক্তির বিষয় চিন্তা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। রোগীকে ঔষধ প্রদান করা, রোগীর শয্যাপার্শ্বে অবনত জানু হইয়া প্রার্থনা করা, সাপ্তাহিক ও দৈনিক উপাসনা করা, বিষয়সম্পত্তি দেখা, এই সমস্ত গুরুতর কার্য্যের উপরেও তিনি ২।৪ জন অহিফেন-সেবীকে নিজ গৃহে রাখিয়া তাহাদিগের সেই মন্দ অভ্যাস ত্যাগ করাইবার জন্য ঔষধাদি প্রদান করিতেন।

কার্য্য যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অর্থের অভাব ততই বাড়িতে লাগিল। সি তাঁহার নিজের জিনিষ পত্র বিক্রয় করিয়া এতদিন চালাইলেন, কিন্তু অধিক অর্থাগমের উপায় আর কিছুই দেখিতে না পাইয়া তাঁহার পত্নীকে বলিলেন "এস, আমরা আমাদের সমস্ত অভাব ও অভিযোগ সেই দয়াময়ের নিকট উপস্থিত করি, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার কার্য্যের জন্য অর্থাগমের কোন উপায় করিয়া

দিবেন।" সি-পত্নী প্রকৃতই সিয়ের ধর্ম্মসঙ্গিনী ছিলেন, তিনি স্বামীর প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিয়া উভয়ে বিশেষভাবে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রর্থনা শেষ হইলে সি-পত্নী বলিলেন, "আমি একটী উপায় স্থির করিয়াছি, ইহাদ্বারা আমাদিগের কার্য্যের জন্য স্থায়ী অর্থাগম হইবে না বটে, কিন্তু কয়েক মাস এক প্রকার চলিয়া যাইবে।" সি বলিলেন, "তুমি যে উপায়ের কথা বলিতেছ, তাহাতে যদি অর্থাগমের সুবিধা হয় তবে শীঘ্রই তাহা অবলম্বন করিতে হইবে।"

সি-পত্নী বলিলেন, "তোমার নিজের যাহা কিছু ছিল সমস্তই বিক্রয় করিয়া তুমি প্রভুর সেবায় অর্পণ করিয়াছ, এই বার আমার পালা, আমার যাহা আছে, তাহা হৃষ্টচিত্তে আমি প্রভুর সেবার জন্য দান করিতে প্রস্তুত আছি।

সি, পত্নীর কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া বলিলেন, "তোমার স্ত্রীধন যাহা আছে, তাহা লইয়া ব্যয় করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না।" স্বামীর কথায় বাধা প্রদান করিয়া ঐ ধর্ম্ম-প্রাণা রমণী বলিলেন, "বিবাহের সময় আমি যে সমস্ত বহুমূল্য অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি যৌতুক স্বরূপ পাইয়াছিলাম, তাহা আমার বাক্সতে বন্ধ করা রহিয়াছে, সেগুলি তো আমার আর কোন কার্য্যে আসিবে না, বাক্সতে বন্ধ করিয়া রাখিবার তো কোন প্রয়োজন নাই, এস আমরা প্রফুল্ল চিত্তে প্রভুর মেষদলের সেবার জন্য সেগুলি অর্পণ করি।"

সি স্বীয় পত্নীর জীবন্ত বিশ্বাস ও ত্যাগ-স্বীকার দেখিয়া আনন্দের অশ্রুতে বক্ষ প্লাবিত করিলেন, কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিল।

নিমেষের মধ্যে সি-পত্নী অলঙ্কার ও বস্ত্র-পূর্ণ বাক্স স্বামীর নিকট উপস্থিত করিলেন। সি আর কালবিলম্ব না করিয়া বাক্স হইতে কতকগুলি বহুমূল্য অলঙ্কার ও বস্ত্র মনোনীত করিয়া অশ্বারোহণে সেগুলি বিক্রয় করিবার জন্য নগরাভিমুখে গমন করিলেন। পথি-মধ্যে প্রবল বৃষ্টি ও ঝটিকার দরুণ তাঁহাকে অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু প্রভুর জন্য ত্যাগস্বীকারজনিত আনন্দে তাঁহার হৃদয় এতই পূর্ণ ছিল যে সেই কষ্টকে তিনি কষ্ট স্বরূপই মনে করেন নাই। প্রভুর জন্য দুঃখ-কষ্ট বহন করাকে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিতে করিতে তিনি গন্তব্য স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃষ্টিতে কাপড়গুলি ভিজিয়া গিয়াছিল, তথাপি তাহার জন্য মূল্যের কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই। উপযুক্ত মূল্যে বস্ত্রাদি ও অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া সি গৃহে প্রত্যাগত হইলেন এবং প্রভুর জন্য কার্য্য করিবার কোন নূতন প্রণালী উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ঘটনাক্রমে তাঁহার গ্রাম হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত টেংস্থুয়েননামক একটী ক্ষুদ্র নগরের বাজারে একটী দোকান-ঘর খালি হইয়াছিল। এই স্থানে নানা গ্রাম হইতে প্রায় প্রত্যহই বাজার-উপলক্ষে অনেক নর-নারীর সমাগম হইত। এই সমাগত জন-সঙ্ঘের নিকট সুসমাচার প্রচার করিবার ইচ্ছা সিয়ের মনে বলবতী হইল। তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করি-বার জন্য তিনি ঐ শূন্য দোকান-ঘর ভাড়া লইয়া সেখানে একটী দেশীয় ঔষধালয় স্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন। চীন-দেশীয় ভৈষজ্য-শাস্ত্রে সি এক প্রকার পটু ছিলেন সুতরাং এ সম্বন্ধে প্রভুর আদেশের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সি যতই এ সম্বন্ধে

প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ততই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য প্রভু তাঁহাকে ইঙ্গিত করিতেছেন। ঐ দোকান-ঘরটীকে দেশীয় ভৈষজ্যভাণ্ডারে পরিণত করিতে স্থির করিয়া সি ভাবিতে লাগিলেন, যদি এই কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করা যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা অনেক খ্রীষ্টীয়ান স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে এবং ঔষধ-ক্রেতা ও রোগীদিগের নিকট সুসমাচার প্রচারও করিতে পারিবে।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে দেশীয় প্রণালীতে, সম্পূর্ণ দেশীয় তত্ত্বাবধারণে টেং সুয়েনে একটী দেশীয় মেডিক্যাল মিশন স্থাপন করিয়া স্বাধীনচেতা, কর্ম্মবীর, প্রভুর সত্য সেবক, সাধু সি এক অভিনব ব্যাপারের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে তিনি বিদেশীয় মিশনরিগণের নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। নগরস্থিত মিশনরীদলের, সিয়ের এই কার্য্যের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও তাঁহার উদ্যমের সহিত তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। প্রভুর প্রতি নির্ভর করিয়া, প্রভুর মুখের দিকে তাকাইয়া সি একাকী এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে ঐ ভৈষজ্য-ভাণ্ডারের নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজন সমস্তই সংগ্রহ করিয়া নবীন উৎসাহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সি যে দোকান-ঘরটী ভাড়া লইয়াছিলেন তাহাতে দুইটী কামরা ছিল। সম্মুখের কামরাটীর একদিকে নানাবিধ দেশীয় ঔষধ-পত্র অতি যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়াছিল এবং অপর দিকে বসিয়া চিকিৎসক রোগীদিগের রোগ নির্ণয় করিয়া ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিতেন। যে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সি এই ভৈষজ্য-ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার জন্য

দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই কামরাটীর বহির্দ্দেশে, বড় বড় চৈনিক অক্ষরে "ফু-ইন্-ট্যাং" অর্থাৎ "মহানন্দের সমাচারের দালান" এই কয়টী কথা লিখিত ছিল। ইহার অভ্যন্তরে সাধারণের বসিবার জন্য বেঞ্চ, চেয়ার প্রভৃতি নানাপ্রকার আসন, চা-পান করিবার সমস্ত আসবাব, আগন্তুকদিগের জন্য নানাবিধ পুস্তক ও ট্রাক্ট এবং ইহার ভিত্তিগুলি এমন সুন্দর সুন্দর শাস্ত্রীয় বচনের দ্বারা সুশোভিত ছিল যে, এই গৃহটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেই সহজে অনুমান করা যাইতে পারিত যে, সাধারণের হিতকর কোন সভা এই স্থানে হইয়া থাকে। সি অদম্য উৎসাহের সহিত স্বীয় দলবলসহ খ্রীষ্ট-জ্ঞান-বর্জ্জিত স্বদেশীয় নর-নারীর নিকট মহানন্দের পরিত্রাণ-সমাচার ঘোষণা করিতে লাগিলেন। বিশ্রামবারে সমবিশ্বাসীদিগকে লইয়া তিনি এই গৃহে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন এবং অনেক বাহিরের লোকও ইহাতে যোগদান করিত। এই ভৈষজ্য-ভাণ্ডার স্থাপন করণাবধি সিয়ের আর বিশ্রাম ছিল না, তাঁহাকে চিকিৎসক, প্রচারক এবং তত্ত্বাবধায়ক এই তিন কার্য্য এক হস্তে সম্পাদন করিতে হইত। একজন বিদেশীয় মেডিক্যাল মিশনরীর পক্ষে যে কার্য্য করা সম্ভবপর সিয়ের কার্য্য তদপেক্ষা কোন অংশ ন্যূন ছিল না। টেংস্থয়েনে কার্য্যারম্ভ করিয়া তিনি যে স্বীয় গ্রাম পশ্চিম-চ্যাংকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন তাহা নহে, সেখানেও সমান উৎসাহের সহিত কার্য্য চলিতেছিল।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে একজন বিদেশীয় মিশনরী সিয়ের কার্য্য-সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন :—"আমাদের প্রার্থনা-সভায় সিয়ের গ্রাম হইতে আগত, উত্তম পরিচ্ছদ-পরিহিত, স্বাস্থ্যসম্পন্ন এক ব্যক্তি কল্য যোগদান করিয়াছিল। খ্রীষ্টের সহিত

মরা, তাঁহার সহিত কবরস্থ হওয়া এবং তাঁহার সহিত পুনরুত্থিত হওয়ার যে কি অর্থ, তাহা লইয়া এই ব্যক্তি সুন্দর চীনে ভাষায় এমন আবেগপূর্ণ প্রার্থনা করিয়াছিল যে, তাহাতে আমরা সকলেই মোহিত হইয়াছিলাম। ছয়মাস পূর্ব্বে এই ব্যক্তির পরিচ্ছদ হইতে পূতি গন্ধ নির্গত হইত, ইহার মুখ দেখিয়া ইহাকে রোগগ্রস্ত বলিয়া বোধ হইত এবং তাহা ব্যতীত এই ব্যক্তি প্রত্যহ এক আউন্স-পরিমাণ অহিফেন-বিষ সেবন করিত!! কিন্তু আজ এই ব্যক্তির কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে! ভ্রাতা সি ইহাকে স্বীয় গৃহে রাখিয়া ইহার অহিফেন-সেবন-ব্যাধির প্রতিকার করিয়াছেন এবং ইহার কর্ণে যীশুনাম-সুধা ঢালিয়া দিয়া ইহাকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই ব্যক্তির অহিফেন-সেবন ইচ্ছা একেবারে লুপ্ত হইয়াছে এবং এক্ষণে সে সিয়ের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতেছে।"

"ট্যাংসুয়েনবাসী নাগরিকদিগের মধ্যে এবং সেই স্থানে কার্য্যোপলক্ষে নানা গ্রাম হইতে সমাগত জন-সংঙ্ঘের নিকট সুসমাচার প্রচারের জন্য সি একটী মেডিকেল মিসন স্থাপন করিয়াছেন। আমি আজকাল ট্যাংসুয়েনে যাতায়াত করি না, কেননা বিদেশীয়দিগের প্রতি ঘৃণায় সাধারণ চীনবাসীর হৃদয় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, সুতরাং আমার উপস্থিতির দ্বারা, সি যে মহাকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন তাহার ক্ষতি হইতে পারে। এই ভ্রাতৃগণ পবিত্রাত্মার শক্তিতে পূর্ণ, এবং ইঁহারা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইঁহারা সকলেই স্বাধীনচেতা এবং অবৈতনিক কার্য্যকারী বলিয়া নিজেদের কার্য্য গভীর উৎসাহের সহিত সম্পাদন করিতেছেন,

সুতরাং আমাদিগের বেতনভোগী কর্ম্মচারিগণের কার্য্যের প্রতি যেরূপ দৃষ্টি রাখিতে হয়, ইঁহাদিগের কার্য্যের প্রতি তদ্রূপ দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন হয় না।"

শান্ত, সমাহিত জলধির বক্ষ আলোড়িত করিয়া চলিতে চলিতে অর্ণবপোত ভীষণ পর্ব্বতাকার তরঙ্গের আঘাত যে প্রাপ্ত হইবে না, এরূপ আশা যেমন করা যায় না, তদ্রূপ কর্ম্মবীর সি যে কার্য্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইতে বিঘ্ন প্রাপ্ত হইবেন না, তাহা অসম্ভব। সকল দেশে যেমন ভাক্তের আবির্ভাব দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রূপ চীন-দেশেও ভাক্তের অভাব ছিল না। অনেক ভাক্ত, ধার্ম্মিকের বেশ ধারণ করিয়া সিয়ের নিকট উপস্থিত হইত কিন্তু সিয়ের ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তির চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা এক প্রকার অসম্ভব ছিল। অনেকে মনে করিত, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিলে বিনা পরিশ্রমে অর্থাগম হইবে, আরামে দিন কাটিয়া যাইবে, কিন্তু স্বাধীনচেতা, কার্য্যকুশল, সদা-ব্যস্ত সিয়ের জীবন ও কার্য্য দেখিয়া তাহারা পিছাইয়া পড়িত। প্রকৃত অভাবগ্রস্ত যাহারা তাহাদিগের সেবার জন্য সিয়ের ভাণ্ডার উন্মুক্ত ছিল, কিন্তু যাহারা কোন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য তাঁহার নিকট আসিত তাহাদিগকে ঘোর নিরাশা ও অবসাদ লইয়া ফিরিয়া যাইতে হইত। তিনি স্বদেশীয়দিগের মধ্যে কার্য্য করিতেন, সুতরাং স্বদেশীয়গণের রীতি, নীতি, চাল-চলন, কার্য্য প্রভৃতি তিনি যেমন সহজে বুঝিতে পারিতেন অন্যের সেরূপ বুঝিবার সম্ভাবনা ছিল না। সি যেমন আপনাকে ভুলিয়া গিয়া যীশুর প্রেমে আত্মহারা হইয়া স্বদেশবাসীর ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের জন্য আপনার যথাসর্ব্বস্ব ও আপনাকে অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং

যে প্রণালীতে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তেমনি তিনি বৈদেশীক মিশনারী বৃন্দকেও সানুনয় অনুরোধ করিতেন, তাঁহারাও যেন চীনবাসিগণের সহিত মিশিয়া চীনে হইয়া গিয়া চৈনিক চরিত্র পাঠ করেন এবং তাহাদিগের প্রকৃতি সম্যক অবগত হইয়া যেরূপভাবে যীশুকে তাহাদিগের নিকট উপস্থিত করিলে তাহারা তাঁহাকে বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে যেন সেই ভাবে তাঁহাকে উপস্থিত করিবার কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করেন।

নানাপ্রকার বাধা বিঘ্ন ও অসুবিধা সত্ত্বেও সি টেংস্থয়েনে স্থাপিত মেডিকেল মিশনের কার্য্য কুড়ি বৎসর কাল সমান উৎসাহের সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

বন্ধু-লাভ ও সমস্যার সমাধান।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে, অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার চতুর্থ বর্ষে, সি অজ্ঞাতভাবে স্বীয় কার্য্যের সন্ধিস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন; এবং যে মহা সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি নিজের যথাসর্ব্বস্ব দান করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই, সেই সমস্যার সমাধান নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছিল।

সিয়ের জন্ম-স্থান পশ্চিম চ্যাং হইতে বিশ মাইল অন্তরে হুং টুং-নামক একটী নগর আছে। এই নগরটি, প্রাদেশিক রাজধানী পর্য্যন্ত প্রসারিত রাজবর্ত্মের অতি নিকটবর্ত্তী এবং ফেনহো-নামক নদীর এক শাখার তীরবর্ত্তী হওয়াতে, মিশনরিগণ এই স্থানকে মিশন ষ্টেশন-স্থাপনের উপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। হুং টুং বাসিগণের নিকট সুসমাচারের জীবন-দায়ক বাক্য প্রচারিত না হইলেও তাহাদিগের ধর্ম্মজনিত আকাঙ্ক্ষা একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই। কিঞ্চিৎ অধিক অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে উত্তর-পূর্ব্ব চীনের স্যান্‌সি-অঞ্চলে এক তেজস্বী সংস্কারক আবির্ভূত হইয়া, কঙ্কালে পরিণতপ্রায় চৈনিক ধর্ম্মকে সঞ্জীবিত করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। স্বীয় দুঃখ-কষ্টের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া এই তেজস্বী, ধর্ম্মপ্রাণ যুবক নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দেবতাদিগের প্রতি কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিবার জন্য চীনবাসিগণের নিদ্রিত বিবেককে জাগাইয়া তুলিতেছিলেন।

দেবতাগণের তুষ্টি-সাধন, পরোপকার, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতির দ্বারা এই জগতে পুণ্য-সঞ্চয় করিতে না পারিলে পরলোকে নিষ্কৃতি-লাভ করা যাইবে না, এই ভয়ে ভীত হইয়া দলে দলে বৌদ্ধ, কনফুসি এবং সিণ্টো উপাসকগণ, এই নবীন প্রচারকের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই অনেকে এই পরিব্রাজকের শিক্ষাগুণে আকৃষ্ট হইয়া এক সমিতি গঠন করতঃ তাঁহাদিগের ঐ নেতার ন্যায় উদ্যমের সহিত নানাস্থানে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই নূতন প্রচারকদলের নেতা পরলোকে গমন করিলেও সমিতির সাহায্যে নানাস্থানে প্রচার-কার্য্য চলিতে লাগিল। নূতন প্রচারক-বৃন্দের মধ্যে যাঁহারা অধিকতর উৎসাহী, তাঁহারা নিরামিষাহারী ছিলেন, এবং চির-কৌমার-ব্রত গ্রহণ করিয়া তাঁহারা স্বদেশবাসীদিগকে চৈনিক ধর্ম্মে প্রবুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ শরীরকে এতদূর কষ্ট দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, ধারাল লৌহ-শলাকা-মণ্ডিত কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া তাঁহারা প্রাত্যহিক পূজাদি সম্পন্ন করিতেন। যাঁহারা স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া গৃহে বাস করিতেন, তাঁহারা তীর্থপর্য্যটন, মন্দির-নির্ম্মাণ, পুরোহিত-প্রতিপালন, রাস্তাঘাট প্রস্তুত করণ, খাদ্যের নিমিত্ত রক্ষিত পশু, পক্ষী, মৎস্য ইত্যাদির মুক্তিকরণ প্রভৃতি পুণ্যকার্য্যে অকাতরে অর্থদান করিতে লাগিলেন। এই উৎসাহী প্রচারক-দলের মধ্যে হুং টুং হইতে কয়েক মাইল অন্তরে অবস্থিত এক পল্লীতে ফ্যান নামক এক যুবক বাস করিতেন। ফ্যানের উৎসাহ দেখিয়া তাঁহার সহপ্রচারক-ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁহাকে তাঁহাদিগের নেতার আসন প্রদান করিয়াছিলেন। ফ্যান নিখুঁতরূপে নির্দ্দিষ্ট

ধর্ম্মকর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার আত্মা পরিতৃপ্ত হইল না, আরও কোন শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতর বিষয় লাভ করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। এক প্রবল ব্যাকুলতা ও উত্তেজনা আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে তোলপাড় করিতে লাগিল, কিন্তু কি উপায়াবলম্বনে যে এই ব্যাকুলতার নিবৃত্তি হইবে, তাহা তিনি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এই সময়ে নগরাগত একজন বন্ধু, ফ্যানকে এক আশ্চর্য্য সংবাদ প্রদান করিলেন, তিনি বলিলেন, "আমাদের এই অঞ্চলে কতকগুলি বিদেশী আসিয়া ধর্ম্মসংক্রান্ত নানা প্রকার পুস্তকাদি বিক্রয় ও বিতরণ করিতেছে। তাহারা বলে যে সেই পুস্তকগুলিতে এমন এক দেবতার বিষয় লিখিত আছে, যিনি জাগ্রত এবং সত্য, এবং তাহাতে আবার পাপ-ক্ষমার এক আশ্চর্য্য উপায় বর্ণিত আছে।" ফ্যানের বন্ধুর এই বিদেশিগণের আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম প্রভৃতি জানিবার জন্য বিশেষ ব্যাকুলতা ছিল না বলিয়া তিনি সহর হইতে বিদেশিয়গণের নিকটে "ত্রিবিধ আবশ্যকতা"-নামক যে একখানি ট্রাক্ট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা ফ্যানকে প্রদান করিলেন।

ফ্যান অভিনিবেশ সহকারে ঐ ট্রাক্টখানি পাঠ করিলেন এবং বিদেশীয়দিগের ধর্ম্মের মূল-তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। মিশনরিগণ হুং টুংএ প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কয়েক দিবস মাত্র সেই স্থানে অবস্থান করিয়া তাঁহারা অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন। মিশনরিগণের হুং টুং-পরিত্যাগের কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহারা যে নগরে গমন করিয়াছেন, সেই স্থানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, ফ্যান বিদেশিয়গণের দেবতার তত্ত্ব বিশেষ করিয়া অবগত হইবার জন্য কৃতসংকল্প

হইলেন। চীন দেশীয় প্রথানুযায়ী তিনি এই নূতন শিক্ষকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। চীনদেশে শাস্ত্র-বিশারদ-পণ্ডিতগণের নিকট শিক্ষার্থী-রূপে প্রথমে উপস্থিত হইতে হইলে শিক্ষার্থী, পণ্ডিতকে উপযুক্ত অর্থ দর্শনীস্বরূপ প্রদান করিয়া থাকেন। আবশ্যকীয় অর্থ সংগৃহীত করিয়া ফ্যান প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে তাঁহার পত্নী, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি আসিয়া বিঘ্নপ্রদান করিলেন; কিন্তু ধর্ম্মোন্মত্ত যুবক সমস্ত বাধা-বিঘ্ন কোন প্রকারে অতিক্রম করিয়া স্বীয় অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য বহির্গত হইলেন।

গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়া ফ্যান মিশনরিগণের অস্থায়ী বাসভবনে কয়েকজন দেশীয় যুবককে দেখিয়া স্বীয় আগমনের উদ্দেশ্য তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিলে, তাঁহারা অতিশয় আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে বসিবার কামরায় লইয়া গিয়া মনোযোগের সহিত তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত শুনিতে লাগিলেন। মিশনরিগণের সহিত ফ্যানের সাক্ষাতের সুযোগ না হওয়া পর্য্যন্ত এই খ্রীষ্টীয় যুবকগণ তাঁহার সহিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধে নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের উদার শিক্ষা এবং আশ্চর্য্য ত্রাণোপায়ের বিষয় শুনিয়া ফ্যানের কৌতূহল ক্রমে বাড়িতে লাগিল, এবং যুবকগণও সাধ্যমত তাঁহার কৌতূহল নিবারণ করিতে ত্রুটী করিলেন না। ফ্যান যখন শুনিলেন পণ্ডিত সি এবং অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অপূর্ব্ব শান্তি লাভ করিয়াছেন, তখন তাঁহার আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না; কেননা পণ্ডিতগণও যে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। সিয়ের ন্যায় পণ্ডিত খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া

ইতোমধ্যেই খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীতে নেতার স্থান অধিকার করিয়াছেন ইহা শুনিয়া ফ্যানের ব্যাকুলতা অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিল এবং মিশনরিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। যথা সময়ে মিশনরিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। বিনামূল্যে পরিত্রাণ, অনন্তজীবন, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, পাপ-ক্ষমাজনিত বিমল আনন্দ প্রভৃতি খ্রীষ্ট-ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গূঢ় তত্ত্বের প্রসঙ্গ শ্রবণে অনভ্যস্ত ফ্যানের হৃদয়ে মিশনরিগণের শিক্ষা যতই প্রবেশ করিতে লাগিল, ততই কনফুসি-ধর্ম্মের তুলনায় খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম ফ্যানের নিকট ঘোর সমস্যাময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

ফ্যান মনে করিয়াছিলেন কয়েক দিন যাবৎ মিশনরিগণের নিকটে থাকিয়া বৈদেশীকদিগের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইবেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় মিশনরিগণ সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন বলিয়া ফ্যানের আশা পূর্ণ হইল না। ফ্যান নিরাশ হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী যুবকদ্বয় তাঁহাকে বলিলেন, "ভাই, আপনি নিরাশ হইবেন না, আপনি তো এই আশ্চর্য্য ধর্ম্ম-সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছেন, আপনাকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে হইবে না, চলুন আমরা আপনাকে পশ্চিম-চ্যাং- নিবাসী পণ্ডিত সিয়ের নিকট লইয়া যাই, তিনি এই ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব আপনাকে অতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন।"

এই প্রস্তাবে ফ্যান আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সিয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত হইলেন। যুবকদ্বয়ের মধ্যে চ্যাংনামক

যুবকটী সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিতেন, এবং তিনিই আগ্রহের সহিত এই ধর্ম্মপিপাসু পরিব্রাজককে সিয়ের নিকট লইয়া চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে চ্যাং, সিয়ের আশ্চর্য্য খ্রীষ্টীয় জীবন, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতির বিষয় যতই বর্ণনা করিতে লাগিলেন, ততই ফ্যান মনে করিতে লাগিলেন, সিয়ের দর্শন পাইলে বৈদেশিকগণের ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত সন্দেহ দূর হইবে। ফ্যান ভাবিলেন, সি যখন নিজে একজন মহাপণ্ডিত এবং কনফুসীদলের একজন বিখ্যাত নেতা হইয়াও, বৈদেশীকগণের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন তখন নিশ্চয়ই ঐ ধর্ম্মের বিশেষ কোন শক্তি আছে, তাহা না হইলে পণ্ডিতে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে কেন? সি খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-গ্রহণের পূর্ব্বে ফ্যানের ন্যায় এক দলের নেতা ছিলেন, সুতরাং তিনি যে ফ্যানকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত সাদরে গ্রহণ করিয়া সমস্ত জটীল বিষয় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবেন, তাহাতে আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না।

ফ্যান সিয়ের গৃহে উপস্থিত হইলে চ্যাং তাঁহাকে বসিবার কামরায় বসাইয়া ফ্যানের আগমন সংবাদ সিকে প্রদান করিলেন। সাধারণ চীনবাসীর বসিবার ঘরে যে সমস্ত সাজ-সজ্জা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় ফ্যান সিয়ের গৃহে তাহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি দেখিলেন পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনগণের স্মরণার্থক কাষ্ঠ-ফলক, দেবতাগণের উদ্দেশে ধূপ জালাইবার বেদী প্রভৃতি অপসারিত হইয়াছে এবং নূতন রকমের গৃহ-সজ্জা তাহাদিগের স্থান অধিকার করিয়াছে।

ফ্যান দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার ন্যায় আরও অনেক শিক্ষার্থী সিয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। এই শিক্ষার্থীদিগকে দর্শন করিয়া ফ্যান মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইহাঁরা যে

পরিমাণে দর্শনী প্রদান করিয়া পণ্ডিত সিয়ের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন, আমি ইহাঁদিগের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে দর্শনী প্রদান করিলেই পণ্ডিত সি আমাকে বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিবেন! অল্পক্ষণ পরে সি বসিবার ঘরে ফ্যানকে দেখিতে পাইয়া পরম পুলকিত অন্তরে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং ফ্যানও ভক্ত সিয়ের প্রফুল্ল বদনে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের সত্যতার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রাপ্ত হইয়া আশাপূর্ণ হৃদয়ে সিয়ের অভিবাদনের যথোচিত প্রতিদান করিলেন। সি নির্জ্জনে ফ্যানের সহিত ধর্ম্মালাপ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অন্য আর একটি কামরায় লইয়া গেলেন। ফ্যান এই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া দর্শনী-মুদ্রা প্রদান করিলেন। সি ফ্যানকে মুদ্রা প্রদান করিতে দেখিয়া চমকিত হইয়া বলিলেন, "কি! তুমি কি মনে করিতেছ অর্থ দিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহ ক্রয় করিতে পারা যায়? ভাই, যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিতে চাও তবে স্বীয় পাপের জন্য অনুতাপ কর এবং সরলান্তকরণে ত্রাণকর্ত্তার পুণ্যের প্রতি বিশ্বাস কর। অর্থের দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করা যায় না, কেবল বিশ্বাসেই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।" সিয়ের কথায় ফ্যান অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া দর্শনী-মুদ্রা প্রত্যাহার করিয়া বলিলেন, "তবে, ভ্রাতঃ, কি প্রকারে এবং কি সর্ত্তে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে প্রবেশাধিকার লাভ করা যায়, তাহা সবিশেষ আমাকে বুঝাইয়া বলুন।"

সি বলিলেন, "ভাই, এক দিনেই সমস্ত বিষয় তোমাকে বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব, তুমি কয়েক দিবস আমার গৃহে যদি অবস্থান কর তাহা হইলে অনায়াসে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় যাবতীয় গুঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে।"

সি এই চারি বৎসর কাল শাস্ত্র মন্থন করিয়া এবং ত্রাণকর্ত্তার সহিত এক যোগে যুক্ত হইয়া যে সমস্ত অমূল্য রত্ন এবং গভীর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা যখন একে একে বর্ণনা করিতে লাগিলেন তখন ফ্যানের আর আনন্দের সীমা রহিল না। কয়েক দিবস কথোপকথনের পর সি যখন দেখিতে পাইলেন ফ্যান খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন সি এক দিবস ফ্যানের মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া এমনি ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, ফ্যান স্বীয় হৃদয়দ্বার অবরুদ্ধ রাখিতে না পারিয়া সরল শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ফ্যানের ক্রন্দন ও ব্যাকুলতা দেখিয়া উপস্থিত জনবৃন্দ ভীত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সি সকলকে স্থির হইতে বলিয়া বলিলেন, "ভয়ের কোন কারণ নাই, আত্মার শক্তি এই ভ্রাতার উপর অবতরণ করিয়াছে, আমাদের ভ্রাতা এখন মুক্তির অধিকারী হইয়াছেন।" পর দিবস প্রাতঃকালে শয্যা পরিত্যাগ করিয়াই ফ্যান পরম পুলকিতচিত্তে সিয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ সি, দেবতাগণ যে মিথ্যা ও অসার, তাহা আমি এক্ষণে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। আমাদিগের স্বর্গস্থ পিতাই একমাত্র সত্য ও জীবন্ত ঈশ্বর এবং প্রভু যীশুই একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা। অদ্য হইতেই আমি প্রভু যীশুর দাস্য-কর্ম্মে আপনাকে নিযুক্ত করিলাম, প্রভু আমাকে সাহায্য করুন।" ফ্যান প্রকাশ্যে প্রভুকে স্বীকার করিলে পর তিনি যেন আরও কিছু দিন সিয়ের গৃহে বাস করিয়া প্রার্থনা ও খ্রীষ্টীয় জীবন যাপনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাহার জন্য সি তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন।

যীশুকে হৃদয়ে লাভ করিয়া এবং প্রার্থনা ও খ্রীষ্টীয় জীবন-যাপনের রহস্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া নবশক্তিদৃপ্ত যুবক ফ্যান, পণ্ডিত সিয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা সহকারে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় গ্রামে যীশুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত মনের উল্লাসে যাত্রা করিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ফ্যান, হুং টুং-নগরে মিশনরিগণের পুনঃ সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহাদিগের গৃহে এক দিবস অবস্থান করিলেন। মিশনরিগণ ফ্যানের পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইলেন, এবং উপহার স্বরূপ তাঁহাকে একখানি উৎকৃষ্ট নূতন-নিয়ম প্রদান করিলেন। ফ্যান মিশনরী বন্ধুগণের নিকট হইতে বিদায়-গ্রহণ-কালে বলিলেন, তিনি পুনরায় তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এবং প্রভুর যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে অনেক শিক্ষার্থীকে সঙ্গে করিয়া আনিতে পারিবেন। ফ্যান গৃহে ফিরিয়া যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন এমন ত্রাণকর্ত্তা, এমন আনন্দের সুসমাচার, সকলেই আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিবে, কিন্তু তাঁহার গ্রামে ও তাঁহার গৃহে তাঁহার জন্য যে অগ্নি-পরীক্ষা রহিয়াছে তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

সন্ধ্যা সমাগমের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ফ্যান স্বীয় গ্রামের প্রান্তদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে নিজ গৃহ দেখিতে পাইয়া ফ্যান ভাবিতে লাগিলেন তাঁহার পত্নী ও আত্মীয়-স্বজনবর্গের নিকট খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের জীবনদায়ক শিক্ষা উপস্থিত করিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পরিত্রাণ-জনিত আনন্দে তাঁহার ন্যায় উল্লাসিত হইবেন; কিন্তু তিনি যে মোহিনী আশার কুহকে পতিত হইয়া শূন্য দেশে কেবল হর্ম্ম্যের উপরে হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, তাহা তখনও বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

তিনি যতই গৃহের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন ততই যেন বহু যত্নে নির্ম্মিত তাঁহার আশার অট্টালিকা ভগ্ন স্তূপে পরিণত হইতে লাগিল। তিনি পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, কিন্তু গ্রামবাসী কেহই তাঁহাকে অভিবাদন করিতেছে না, কেহই তাঁহার গৃহের কুশল-সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছে না, তাঁহার সন্তান-সন্ততি কেহই তাঁহাকে আগবাড়ান দিয়া লইতে আসিতেছে না। ফ্যান এই প্রকার পরিবর্ত্তনের কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া দ্রুত পাদ বিক্ষেপে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে ঘোর ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদের রব তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। কে ক্রন্দন করিতেছে, কোথা হইতে ক্রন্দনের শব্দ আসিতেছে—তাহা স্থির করিবার জন্য ফ্যান ক্ষণকাল দণ্ডায়মান হইয়া অভিনিবেশ সহকারে উৎকর্ণ হইয়া ক্রন্দনের শব্দ পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার গৃহ হইতেই ঐ হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। গৃহে পদার্পণ করিয়াই ফ্যান যে হৃদয়-বিদারক সংবাদ শ্রবণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার আপাদ-মস্তক কম্পিত হইতে লাগিল। ফ্যানের অনুপস্থিতি কালে এক কেন্দুয়া-ব্যাঘ্র তাঁহার এক সন্তানের প্রাণ সংহার করিয়াছে!

ফ্যান এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। তাঁহার স্ত্রী এবং আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব একবাক্যে সকলেই তাঁহাকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। সুযোগ বুঝিয়া সকলেই বলিতে লাগিলেন, আমরা কি পূর্ব্বেই বলি নাই ফ্যান যখন পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈদেশীকদিগের ধর্ম্ম আলোচনা করিতে যাইতেছেন, তখন নিশ্চয় ঐ পাপের জন্য দেবতাগণ তাঁহাকে শাস্তি প্রদান করিবেন?

চতুর্দ্দিক হইতে যে নিন্দা, অপবাদ, গঞ্জনা প্রভৃতির প্রবল ঝটিকা তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল, তাহাতে তাঁহার ন্যায় নূতন বিশ্বাসীর,—এমনকি প্রাচীন বিশ্বাসীরও বিশ্বাসচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু সেই ঘটনা-সম্বন্ধে ফ্যান পরে বলেন, "সেই সময় আমি একাকী ছিলাম না, প্রভু আমার পার্শ্বে থাকিয়া আমাকে পরীক্ষায় বিজয়-লাভ করণোপযোগী শক্তি বিধান করিতেছিলেন। কেবল তাঁহারই শক্তিতে আমি সকল প্রকার অপমান নির্য্যাতন সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।"

পুত্রের অকাল মৃত্যু, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির তিরস্কার প্রভৃতিতে ফ্যানকে বিচলিত হইতে না দেখিয়া প্রতিবাসী-বর্গ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে অনুযোগ করিতে বিরত হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন, আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্তের এবং দেবতাগণের ক্রোধ নিবারণের জন্য আপনি শীঘ্রই পূজা ও বলি-উৎসর্গ করিবার আয়োজন করুন নতুবা আমরা দেখিতেছি কেবল আপনার পাপের জন্য গ্রামবাসী ও আমাদিগের সকলকেই বিপদে পতিত হইতে হইবে! যদি দেবতা-দিগকে সান্ত্বনা না করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগের গ্রাম অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষে শীঘ্রই উৎসন্ন যাইবে! গ্রামবাসিগণ ফ্যানকে নিশ্চিন্ত দেখিয়া অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "গ্রামে যদি কোন অনর্থ ঘটে, তাহা হইলে সর্ব্ব-প্রথমে আমরা আপনার গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া আপনার সর্ব্বনাশ সাধন করিব।" ফ্যান প্রতিবাসীবর্গকে উত্তেজিত হইতে দেখিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ, আমি এখন যে দেবতার সেবা করি, তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্যের স্রষ্টা, সত্য ও জীবন্ত ঈশ্বর। তিনিই কেবল দেশকে অনাবৃষ্টি ও

দুর্ভিক্ষ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ। তিনি তোমাদিগের দেবতা-বৃন্দ হইতে বলবান। আমি আর ঐ নির্ব্বাক পুত্তলিকাগণকে ভয় করি না। যিনি জীবন্ত, সত্য ও সকলের অধিপতি, আমি সেই মঙ্গলময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব যেন তিনি আমাদিগের গ্রামকে সকল প্রকার অমঙ্গল হইতে রক্ষা করেন।" গ্রামবাসিগণ ফ্যানকে তাঁহাদিগের নেতা জ্ঞানে সম্ভ্রম করিতেন সুতরাং তাঁহার কথার বিশেষ প্রতিবাদ না করিয়া তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। কিন্তু "যদি কোন বিপদ ঘটে, তাহা হইলে প্রথমেই আপনাকে তাহার ফলভেগ করিতে হইবে" এই কথা বলিয়া তাঁহারা মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভীতি উৎপাদন করিতে বিস্মৃত হইতেন না।

বর্ষাসমাগমের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসিগণ প্রচুর জলের আশায় পার্ব্বত্য স্রোতস্বতী নিচয়ের দিকে সোৎসুক নেত্রে তাকাইয়া রহিলেন। ফ্যানের সৌভাগ্য বশতঃ সেই বৎসর গ্রামে অনাবৃষ্টি বা দুর্ভিক্ষ হইল না, কাজে কাজেই দেবতাগণ ও তাঁহাদিগের অনুচরবৃন্দ তাঁহাকে ভস্মীভূত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন না। গ্রামের সর্ব্ববিধ মঙ্গল ও উন্নতি দর্শন করিয়া ভক্ত ফ্যান হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি সেই মঙ্গলময়ের চরণে অর্পণ করিলেন এবং সমধিক উৎসাহ, বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত তাঁহার সমস্ত অভাব ও অভিযোগ প্রভুর নিকট উপস্থিত করিতে করিতে নবজীবনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ফ্যানের গৃহ-বেদীগুলিতে আর দেবতাগণের অধিকার নাই, তাঁহাদিগের তৃপ্তি-সাধনের জন্য আর পশুর রক্তে গৃহ প্রাঙ্গন কলুষিত হয় না, তাঁহারা চিরদিনের জন্য ফ্যানের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া

গিয়াছেন। ফ্যান অদম্য উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত স্বীয় গ্রামে যীশুর নামে পাপ-মোচন ঘোষণা করিতে লাগিলেন। স্বামীর সরলতা, বিশ্বাস, উদ্যম ও তাঁহার পরিবর্ত্তিত জীবন দর্শন করিয়া, ফ্যান পত্নী ও ক্রমে ক্রমে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ফ্যানের কার্য্যে সাহায্য করিবার নিমিত্ত সি কিছুদিনের জন্য তাঁহার গৃহে আসিয়া বাস করিলেন। দুইজন কন্‌ফুসীদলের নেতা যীশুর ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, যীশুই যে একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা, এই জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। সুতরাং চীনবাসীর নিকট এই সাক্ষ্যের প্রভাব কখনই সামান্য হইতে পারে না। গ্রামবাসিগণ ঘৃণাবিদ্বেষ পশ্চাতে ফেলিয়া, পণ্ডিত সি ও তাঁহার নবশিষ্য ফ্যানের মুখ-নির্গত যীশু-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত দলে দলে একত্র হইতে লাগিলেন। কয়েকদিবস ফ্যানের সহিত কার্য্য করিয়া সি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কালে ফ্যান-পত্নী এবং তাঁহার পরিবারস্থ আরও কয়েকজন প্রকাশ্যে প্রভুকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলেন।

ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাসে অক্ষয়ণীয় বর্ণে লিখিত প্রাচীন ভক্ত আব্রাহামের জীবন্ত বিশ্বাস যেমন পরবর্ত্তী বংশকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ঈশ্বরের বিশ্বস্ততায় বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল হইতে ইঙ্গিত করিতেছে, তদ্রূপ চৈনিক ভক্ত ফ্যানের বিশ্বাস খ্রীষ্টীয় চীন-সমাজকে বিমোহিত করিয়াছিল। সি গৃহে প্রস্থান করিলে পর ফ্যান একাকী কার্য্য করিতে লাগিলেন। অল্প দিন পরে তাঁহাকে পুনরায় যে অগ্নি পরীক্ষায় পতিত হইতে হইয়াছিল তাহাতে প্রভুর নিকট হইতে তিনি যদি বিশেষ বর লাভ না করিতেন, তাহা হইলে সেই পরীক্ষা-সঙ্কটে উত্তীর্ণ হওয়া তাঁহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব

হইত। দ্বিতীয় বার যখন ফ্যান মিশনরিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নগরে গমন করেন, সেই সময়ে এক দিন তাঁহার অবশিষ্ট দুই পুত্র ঘরের বাহিরে খেলা করিতেছিল। তাহারা কোন বিপদের আশঙ্কা না করিয়া মনের আনন্দে খেলা করিতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ এক ভীষণ কেন্দুয়া তাহাদিগের মধ্যে পতিত হইয়া বালকদ্বয়ের মধ্যে একটিকে লইয়া প্রস্থান করিল! এই ছয় মাস পূর্ব্বে ফ্যানের এক পুত্র তাঁহার অনুপস্থিতিতে কেন্দুয়ার কবলে পড়িয়া জীবন হারাইয়াছে, আজ আবার তাঁহার অনুপস্থিতিতেই সেই প্রকার হৃদয়-বিদারক ঘটনা ঘটিল! গ্রামবাসিগণ ভাবিতে লাগিলেন, গ্রামে অনাবৃষ্টি বা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় নাই বটে, কিন্তু ফ্যানের পুনঃ পুনঃ যেরূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহাতে তিনি যে দেবতাগণের ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ফ্যান গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুত্র শোকে অভিভূত হইয়া পত্নীর সহিত তীব্র রোদন করিতে লাগিলেন। এই বিপদের সময় এমন কেহ নাই যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করে; তাঁহারা সেই নিরুপায়ের উপায় প্রভুর দিকে কাতরভাবে দৃষ্টি করিলেন, ভক্ত-বৎসল প্রভু কাতর ভক্তের চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া স্বর্গীয় শান্তি ও আশ্বাসে তাঁহাদিগের হৃদয় পূর্ণ করিলেন। ফ্যান বুঝিতে পারিলেন, পাপ-পুরুষ, বিপদের উপর বিপদ, পরীক্ষার উপর পরীক্ষা, শোকের উপরে শোক স্তূপীকৃত করিয়া তাঁহাকে বিশ্বাসচ্যুত করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে, কিন্তু তিনি যীশুর শক্তিতে পাপ-পুরুষকে বজ্র-মুষ্টি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "শয়তান, তুমি মনে করিয়াছ, পুত্রশোকে আমাকে অধীর করিয়া যীশুর আশ্রয় হইতে আমাকে কাড়িয়া লইবে, কিন্তু যীশুর শক্তির নিকট তোমার ক্ষুদ্র শক্তি তৃণের ন্যায়

কোথায় উড়িয়া যাইবে।" শোক ও দুঃখে অধীর ও মুহ্যমান না হইয়া ফ্যান অধিকতর উৎসাহের সহিত প্রভুর কার্য্য করিবার জন্য ব্রতী হইলেন। তিনি তাঁহার গৃহে রাবিবারিক উপাসনার বন্দোবস্ত করিলেন। গ্রামবাসিগণের অনেকে এই উপাসনায় যোগ-দান করিতে লাগিলেন। মিশনারিগণও মধ্যে মধ্যে নগর হইতে আসিয়া ফ্যানের কার্য্যে সাহায্য করিতেন।

যতই দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, ততই দলে দলে শিক্ষার্থী ফ্যানের নিকট যীশুতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য সমাগত হইতে লাগিলেন; কিন্তু শিক্ষার্থীবৃন্দ সম্বন্ধে একটি মহা চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে অস্থির করিয়া তুলিল। শিক্ষার্থিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই অহিফেন-সেবী ছিলেন। যীশু ও অহিফেনের সেবা এক সঙ্গে করা যায় না, ইহা তাঁহারা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন; কিন্তু এই ভীষণ হলাহলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তাঁহারা ঘোর নিরাশায় পতিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, তবে বুঝিবা তাঁহারা যীশুর শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন না। শিক্ষার্থীদিগকে চিন্তিত দেখিয়া ফ্যানও চিন্তিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি একেবারে নিরাশ হয়েন নাই। নব বিশ্বাসীবৃন্দকে উৎসাহিত করিবার জন্য তিনি বলিলেন, "যীশু কি পতিতদিগকে উদ্ধার করিতে জগতে আসেন নাই? তিনি যদি প্রকৃতই পতিতপাবন বটেন, তাহা হইলে কি তোমাদিগের ন্যায় অহিফেন-সেবীকে উদ্ধার করিবার তাঁহার শক্তি নাই? তোমরা নিরাশ হইও না, তিনি নিশ্চয়ই একটি উপায় করিবেন।"

শিক্ষার্থীদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া ফ্যান উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। একবার ভাবিলেন

শিক্ষার্থীদিগকে সি এবং মিশনরিগণের গৃহে লইয়া গেলে হয়, কিন্তু আবার পরক্ষণেই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদিগের গৃহে অনেক শিক্ষার্থী অবস্থান করিতেছে, এমন অবস্থায় আরও কতকগুলি লোকের ভার তাঁহাদিগের উপর দেওয়া কোন মতে উচিত নহে। শিক্ষার্থিগণের অহিফেনের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায়ের জন্য প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে এক নূতন চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি স্থির করিলেন অহিফেনসেবী শিক্ষার্থিগণের মিশনরীদিগের নিকটে যাওয়া না হইতে পারে, কিন্তু একজন ডাক্তার মিশনরী তো কিছুদিন এখানে বাস করিয়া অহিফেন-ত্যাগের ঔষধ দিয়া তাহাদের চিকিৎসা করিতে পারেন? মিশনরী ড্রেকের সহিত ফ্যানের বেশ আলাপ হইয়াছিল। ড্রেক ফ্যানকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং ফ্যানও ড্রেককে যথোচিত সম্মান ও ভক্তি করিতেন। ফ্যানের গ্রামে আসিয়া সেখানে কিছুদিন বাস করিয়া, অহিফেন সেবিগণের চিকিৎসা করিবার প্রস্তাব ফ্যান ড্রেকের নিকট উপস্থিত করিবামাত্র সদাশয় ড্রেক একমাস ফ্যানের গৃহে বাস করিয়া অহিফেন-সেবিগণের চিকিৎসা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

ফ্যান নিজ ব্যয়ে বিশ জন অহিফেন-সেবীর চিকিৎসার জন্য স্বীয় গৃহে বন্দোবস্ত করিলেন এবং ড্রেককেও নিজের গৃহে অতিথি স্বরূপ রাখিলেন। প্রথমে দুই জন মাত্র লোক চিকিৎসার জন্য আপনাদিগকে ড্রেকের হস্তে সমর্পণ করিল, কিন্তু ক্রমে গ্রামের আরও সতের জন সাহস করিয়া ড্রেকের নিকট উপস্থিত হইল।

ফ্যান ও ড্রেক উভয়ে কঠোর পরিশ্রম করিয়া ইহাদিগের সেবা করিতে লাগিলেন এবং ঔষধের ফলের অপেক্ষায় রহিলেন।

একদিন রাত্রিতে সকলে নিদ্রিত আছে এমন সময়ে একজন শিক্ষার্থী ঘোর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। আর্ত্তনাদের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, তাহার ভয়ানক কষ্ট হইতেছে, সে আর কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেছে না। অবিলম্বে ফ্যান তাহার শয্যার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফ্যানকে দেখিয়া সে বলিল, "পণ্ডিত ফ্যান, আমার জন্য এখনি প্রভুর নিকট প্রার্থনা করুন, আমি আর কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেছি না।" ফ্যান তখন জানু অবনত করিয়া তাহার যন্ত্রণা উপশমের জন্য প্রার্থনা করিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার যন্ত্রণারও অবসান হইল এবং অবশিষ্ট রজনী সে সুনিদ্রায় অতিবাহিত করিল। পরদিন প্রত্যুষে এই ব্যক্তি, প্রভু যে তাহার জন্য কেমন আশ্চর্য্য কার্য্য সাধন করিয়াছেন সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়া বলিল, "ঔষধে কার্য্য হইতেছে বটে কিন্তু জীবন্ত প্রার্থনা ঔষধ অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ।"

দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অহিফেন-সেবন করিয়া যাহাদিগের শিরা প্রশিরা পর্য্যন্ত বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে, ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা তাহাদিগের সেই অভ্যাস পরিত্যাগ করান যে কতদূর কঠিন ও গুরুতর ব্যাপার, তাহা বর্ণনা করা যায় না। এই হলাহলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ-লাভ করিবার জন্য যে উনিশ জন ফ্যানের গৃহে ড্রেকের চিকিৎসাধীন ছিল তাহারা ক্রমেই ঔষধের উপকার বুঝিতে পারিল। ইহাদিগের চিত্ত-রঞ্জনের জন্য ফ্যান নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, কখনও বা গান করিতেন, আবার কখনও বা শাস্ত্র-পাঠ করিয়া প্রভুর অঙ্গীকার-বচনগুলি তাহাদিগকে শ্রবণ করাইতেন। এই প্রকারে একমাস কাল অতিবাহিত হইলে, দেখিতে পাওয়া গেল যে, সকলেই সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিয়াছে

এবং সকলেরই অহিফেন-সেবনেচ্ছা একেবারে বিদূরিত হইয়াছে। ভক্ত ড্রেক স্বীয় কার্য্যে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া প্রভুর নামের সহস্র সহস্র ধন্যবাদ করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, এবং শিক্ষার্থিগণও শরীর ও আত্মায় বল লাভ করিয়া প্রভুর শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হইবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

ড্রেক ও ফ্যানের যত্নে অনেকে অহিফেন-সেবন-অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে, এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দলে দলে লোক ফ্যানের নিকট আসিয়া তাঁহার গৃহে থাকিয়া চিকিৎসিত হইবার নিমিত্ত আবেদন করিতে লাগিল। পরোপকারী ফ্যানের গৃহ এক আশ্রমে পরিণত হইল এবং সদাশয় ড্রেক বিলাত হইতে ঔষধ আনাইয়া ফ্যানের সাহায্য করিতে লাগিলেন কিন্তু ক্রমে বিদেশীয়দিগের সাহায্য যতই কমিয়া আসিতে লাগিল ফ্যান ততই পরামর্শ ও সাহায্যের জন্য সিয়ের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন।

সি মধ্যে মধ্যে ফ্যানের আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে পরামর্শ প্রদান করিয়া তাঁহার কার্য্যে যে তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেন কেবল তাহাই নহে, ক্রমে সিয়ের উচ্চ খ্রীষ্টিয় জীবনের প্রভাব-স্রোত আশ্রমবাসী ও ফ্যানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া তাঁহাদিগকে আত্মিক জীবনের অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে শিখাইতে লাগিল।

আশ্রমের কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল, অনেকে ড্রেকের ঔষধের গুণে সম্পূর্ণরূপে অহিফেন-সেবনাভ্যাস পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়া প্রফুল্লাত্মায় স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। আশ্রমের জন্য যত ঔষধ প্রয়োজন হইত সমস্তই ড্রেক সরবরাহ

করিতেন, কিন্তু আশ্রম স্থাপনের একবৎসর পরে ঔষধ অভাবে একবার ফ্যানকে মহা বিপদে পতিত হইতে হইয়াছিল। কয়েকজন অহিফেন-সেবী ফ্যানের আশ্রমে চিকিৎসাধীন রহিয়াছে, তাহারা প্রায় আরাম হইয়া আসিয়াছে, আরও কিছু দিন ঔষধ সেবন করিলেই তাহারা সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিবে, এমন সময়ে ফ্যান দেখিতে পাইলেন সমস্ত ঔষধ প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। ফ্যান তাড়াতাড়ি ঔষধের জন্য ড্রেকের নিকট লোক প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রেরিত লোক যে সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিল, তাহা অবগত হইয়া তিনি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। ড্রেক ও মিশনরিগণ দীর্ঘকালের জন্য স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন! ফ্যান স্বয়ং চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, কে ঔষধ দিবে, আশ্রমের কার্য্য কি প্রকারে চলিবে, এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে সি আসিয়া ফ্যানের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ঔষধের অভাবে ফ্যান যে বিপদে পড়িয়াছেন, সে সম্বন্ধে সি কিছুই জানিতেন না। সিকে দেখিয়া ফ্যান সাহস পাইয়া বলিলেন, "জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতঃ, আমরা কর্দ্দমপূর্ণ গর্ত্তে পড়িয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছি কিন্তু উঠিতে পারিতেছি না, আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রভু ঠিক সময়েই আপনাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদিগকে উদ্ধার করিবার শীঘ্রই একটী ব্যবস্থা করুন।" ফ্যানের মুখে সমস্ত ব্যপার শুনিয়া সিও চিন্তিত হইলেন, কেননা দেশীয় ঔষধ সম্বন্ধে তাঁহার কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকিলেও তিনি ড্রেক-প্রদত্ত ঔষধ সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। সিয়ের চিন্তা হইল বটে কিন্তু তিনি একেবারে নিরাশ হইলেন না, তিনি ফ্যানকে আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ" তুমি যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছ তাহা ঈশ্বরের কার্য্য, তিনি কখনই তাঁহার কার্য্য নষ্ট হইতে দিবেন

না। যে ঔষধ অবশিষ্ট আছে তুমি তাহাই প্রদান কর। আমি বাড়ী গিয়া দেখি কি করা যাইতে পারে।"

ফ্যানের গ্রাম হইতে পশ্চিম চ্যাং কুড়ি মাইলের পথ, কুড়ি-মাইল-রাস্তা ফিরিয়া গিয়া সিকে ফ্যানের আশ্রমের জন্য কোন ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সি গৃহে ফিরিয়া যাইবার সময় ভাবিতে লাগিলেন দেশীয় ঔষধ সম্বন্ধে তাঁহার যেটুকু জ্ঞান আছে, তাহা এই সময়ে প্রায়োগ করিতে পারিলে ফ্যানের আশ্রমবাসি-গণের উপকার হইতে পারে। সি গৃহে উপস্থিত হইয়া উপবাস-পূর্ব্বক প্রার্থনা সহকারে প্রভুর নিকট অবনত জানু হইয়া ভিক্ষুকের ন্যায় বলিলেন, "প্রভো" তুমি জান, বন্ধু ফ্যান ঔষধাভাবে কেমন বিপদে পতিত হইয়াছে। যাহারা অহিফেন-দানবের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ফ্যানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহারা কি ঔষধাভাবে বিনষ্ট হইবে ? হে প্রভো, দয়া কর, যে সমস্ত উপকরণ দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিলে উপকার হইতে পারে সেই উপকরণগুলি আমাকে দেখাইয়া দাও, আমি যেন বটিকা প্রস্তুত করিয়া শীঘ্রই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ফানের সাহায্য করিতে পারি।" প্রার্থনা হইতে উঠিয়াই সি একখণ্ড কাগজে ব্যবস্থা-পত্র লিখিলেন এবং উপবাস অবস্থাতেই স্বীয় দেশীয় ভৈষজ্য-ভাণ্ডার হইতে কতকগুলি ঔষধ সংযোগে অনেকগুলি বটিকা প্রস্তুত করিলেন। প্রয়োজনমত বটিকা প্রস্তুত হইলেই সি ফ্যানের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বটিকা-গুলি ফ্যানের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন "এই ঔষধ ঈশ্বর প্রেরণ করিয়াছেন, তুমি ইহা আশ্রমবাসীদিগকে সেবন করাও, নিশ্চয় উপকার হইবে।"

ড্রেকের ঔষধে আশ্রমবাসিগণের যে পরিমাণে উপকার

হইয়াছিল, সিয়ের ঔষধেও সেই কার্য্য হইতেছে দেখিয়া ফ্যান ও সি কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি গদগদ চিত্তে সেই প্রার্থনা-শ্রবণকারী জীবন্ত প্রভুর মহানামের ধন্যবাদ ও প্রশংসা করিতে লাগিলেন! অহিফেন পরিত্যাগ করাইবার আশ্রমের কার্য্য যে ঔষধের বলে সুচারুরূপে এবং স্থায়ীভাবে চলিতে পারে, সি প্রভুর আশীর্ব্বাদে ঠিক সেই প্রকার ঔষধই আবিষ্কার করিয়াছেন। বিদেশীয়গণের ঔষধ ব্যয় সাপেক্ষ এবং সকল সময়ে পাওয়া না যাইতে পারে, কিন্তু সিয়ের ঔষধ দেশীয় উপকরণে প্রস্তুত, অল্প ব্যয়েই হইতে পারে এবং সকল সময়েই পাওয়া যাইতে পারে। ঔষধের জন্য আর বিদেশীয়-গণের প্রতি নির্ভর করিতে হইবে না ভাবিয়া ভক্তদ্বয়ের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

সি বলিলেন, "ভ্রাতঃ ফ্যান, বহুদিন ধরিয়া যে সমস্যার সমাধানের জন্য প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিতেছিলাম, আজ প্রভু দয়া করিয়া সেই মহা সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছেন,। খ্রীষ্ট-ভক্তগণ স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিয়া কি প্রকারে প্রভুর নাম ঘোষণা করিতে পারে, আমি সেই বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম, প্রভু আমাদিগকে যে ঔষধ প্রদান করিয়াছেন সেই ঔষধই আমাদিগের সমস্যার সমাধান কল্পে সাহায্য করিবে। আমরা নানা স্থানে অহিফেন-সেবন-ত্যাগ করাইবার আশ্রম স্থাপন করিয়া প্রত্যেক আশ্রমে আমাদিগের এই দেশীয় ঔষধসহ দুই চারিজন করিয়া খ্রীষ্টভক্তকে প্রেরণ করিব; তাহারা সেখানে থাকিয়া আশ্রমবাসিগণের নিকট সুসমাচারও প্রচার করিবে এবং আশ্রম হইতে যে আয় হইবে তাহাতে তাহাদিগের সংসার যাত্রাও অনায়াসে নির্ব্বাহ হইবে।"

চীনবাসীদিগের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে উদাসীন হইলেও অর্থব্যয় করিয়া অহিফেন-দানবের হস্ত হইতে মুক্তি-লাভ করিবার জন্য উৎসুক সুতরাং সি স্থানে স্থানে যে আশ্রম প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা যে প্রচুর আয় হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অষ্টম অধ্যায়।

জীবনের কার্য্য।

পরোপকার-সাধন-রত সি ও ফ্যানের অদম্য উৎসাহ ও যত্নের ফলে ফ্যান-টু-সুয়েনে স্থাপিত অহিফেন-সেবন-পরিহারিণী আশ্রমের কার্য্য, শত সহস্র বাধা-বিঘ্ন পদদলিত করিয়া প্রভুর মহা আশীর্ব্বাদে দ্রুত বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। সিয়ের ঔষধের অহিফেন-তৃষ্ণা-নিবারণী আশ্চর্য্য শক্তির সংবাদ চারি দিকে এমনি রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল যে, জীবন-ধ্বংস-কারী অহিফেন হলাহলের কবল হইতে পূর্ণ মুক্তি-লাভ করিবার মানসে দলে দলে লোক আশ্রমে প্রবেশ করিবার জন্য ফ্যানের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল; কিন্তু ক্ষুদ্র আশ্রমে এত লোকের স্থান সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, ফ্যান ও সি উভয়ে অন্যান্য স্থানেও আশ্রম-স্থাপনের কল্পনা করিতে লাগিলেন।

অহিফেন হলাহলে জর্জ্জরিত হইয়া চীনসাম্রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যে কি ঘোর আর্ত্তনাদ করিতেছিল, তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করিলেই পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

এই সময়ে নানা স্থানে যে অহিফেন-সেবন-পরিহারিণী আশ্রমের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পিশাচ-প্রকৃতি, অর্থ-গৃধ্নু, অহিফেন ব্যবসায়ী পাশ্চাত্য বণিক সম্প্রদায় সেইসময়ে সমগ্র চীন সাম্রাজ্যকে অহিফেন-পাশে এমনি আবদ্ধ করিয়াছিল যে, সেই মহাপাশ ছিন্ন করা চীনের শক্তিতে কুলাইয়া উঠিতেছিল না। স্থানে স্থানে চীনবাসিগণ অহিফেন-দলনে বদ্ধপরিকর হইতে যত্নবান হইলেও লোভী বণিকগণ অস্ত্রের ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগের পিশাচপ্রকৃতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিত!

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ভারতবর্ষ হইতে দৈনিক প্রত্যেক ঘণ্টায় অর্দ্ধ টন হিসাবে অর্থাৎ আঠার হাজার আউন্স অহিফেন বিদেশে রপ্তানি হইত এবং এই হলাহলের অধিকাংশই চীন-সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিত!! হাজার আউন্স অহিফেনে ত্রিশ হাজারেরও অধিক মনুষ্যের জীবন বিনষ্ট হইতে পারে! ঘণ্টায় যদি অর্দ্ধটন্ হিসাবে অহিফেন রপ্তানি হয় তাহা হইলে ২৪ ঘণ্টায় কি পরিমাণ অহিফেন ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইয়া ইহার অধিকাংশই চীন সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিত, পাঠক একবার কল্পনা করিয়া দেখুন! চীন-গভর্ণমেণ্ট এযাবৎ কাল অহিফেনের চাষ-সম্বন্ধে ঘোর কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু বিদেশীয় বণিকগণ হাজার হাজার বাক্স অহিফেন আমদানি করিয়া চীন-সাম্রাজ্যের প্রজাবৃন্দের শারীরিক সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে এবং তাহার উপরে স্বদেশের কোটী কোটী মুদ্রা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে ইহা দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট অহিফেনের আবাদ-সম্বন্ধে আইন শিথিল করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে সমস্ত জমীতে প্রচুর পরিমাণে গোধুম ও অন্যান্য ফসল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইত, আজ

সেই সমস্ত জমীতে অহিফেনের চাষ হইতেছে! কিছুদিন পূর্ব্বে যে সমস্ত গৃহস্থের গোলাঘর প্রচুর শস্যে পরিপূর্ণ ছিল, আজ অহিফেন দানব তাহাদিগকে পথের ভিক্ষুক করিয়াছে! কিছু দিন পূর্ব্বে যে গৃহে শান্তি-সুখ পূর্ণ পরিমাণে বিরাজ করিতেছিল, আজ সেই গৃহ হইতে ঘোর হাহাকার ও আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতেছে! পাঠক, চীনবাসীর এই মর্ম্মভেদী যাতনার কারণ কি বলিতে পারেন? ধর্ম্ম-জ্ঞান-বর্জ্জিত, পিশাচ-প্রকৃতি অর্থলোলুপ বিদেশীয় বণিকগণ কর্ত্তৃক আনীত অহিফেনই সমস্ত অশান্তি ও অনিষ্টের মূল। এই মহা বিষ নগর হইতে পল্লীতে পল্লীতে, পুরুষ হইতে স্ত্রীলোকেতে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া সমগ্র চীন-সাম্রাজ্যকে এক মহা শ্মশানে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছে! চীনবাসীর শোণিত এই মহাবিষে এমনি কলুষিত হইয়া গিয়াছে যে, নবজাত শিশু পর্য্যন্ত অহিফেনের আকাঙ্ক্ষা লইয়া জন্মগ্রহণ করে!!

অহিফেনের প্রবল পরাক্রম দর্শন করিয়া চীনবাসিগণ এই মহাশত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার জন্য নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিল কিন্তু এই ভীষণ বৈরীর মস্তক চূর্ণ করিতে কোন পরাক্রান্ত উপায় দেখিতে পাইল না। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া অবশেষে শিল্পীকুল, ব্যবসায়ীদল এবং চাষীলোক সকল এক যোগে তাহাদিগের ধর্ম্মাচার্য্যদিগের নিকট তাহাদিগের হীনাবস্থার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করিল। সেই আবেদন-পত্রটী এই মর্ম্মে লিখিত ছিল:—"বার্দ্ধক্যগ্রস্ত শিল্পী ও ব্যবসায়ী দল যে আমরা—আমরা আর আমাদিগের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিতেছি না। এই ভীষণ দারিদ্র্য, দুঃখ ও যন্ত্রণার একমাত্র কারণ অহিফেন। হে ধর্ম্মাচার্য্যবৃন্দ,

আমরা করযোড়ে আপনাদিগের নিকট এই ভিক্ষা করিতেছি, আপনারা একটি আইন করিয়া গ্রামে গ্রামে অহিফেন সেবন-নিবারণের একটি উপায় করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। বিদেশী বণিকগণ হাজার হাজার বাক্স অহিফেন এদেশে আমদানী করিয়া দেশ হইতে কোটী কোটী টাকা লইয়া যাইতেছে। যাহারা এই বিষ সেবন করে তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই লম্পট ও দ্যূত-ক্রীড়াসক্ত; সুতরাং এই পাপ প্রযুক্ত কত অর্থ অপব্যয় হইতেছে। দেশের অর্থ এই প্রকারে প্রচুর পরিমাণে অপব্যয় হওয়াতে ও বিদেশে চলিয়া যাওয়াতে আমরা আর জীবন ধারণোপযোগী কার্য্য খুঁজিয়া পাইতেছি না।

অতএব হে শিক্ষকগণ, আপনারা গ্রামে গ্রামে শিক্ষা প্রদান করুন যেন লোকে আর ঐ হলাহল সেবন না করে, এবং আপনারা রাজকর্ম্মচারীদিগকেও ইহার প্রতিবিধান করিতে অনুরোধ করুন। এই প্রকারে আপনারা আমাদিগের প্রতি দয়া করিলে দেশে পুনরায় অর্থাগম হইবে; ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হইবে, এবং গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই আপনাদিগের নিকটে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিবে।" পুরুষেরাই যে কেবল আচার্য্যগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাই নহে, স্ত্রীলোকেরাও অহিফেনের প্রকোপে ব্যতিব্যস্ত হইয়া নিম্নলিখিত নিবেদন প্রেরণ করিয়াছিল;—

"পত্নী ও মাতৃবর্গ যে আমরা—আমরা প্রকাশ্যে আপনাদিগের নিকটে এই নিবেদন করিতেছি, আমাদিগের দুর্দ্দশার আর অন্ত নাই, আপনারা আইন করিয়া গ্রামবাসীদিগের অহিফেন-সেবন রহিত করুন, নচেৎ পুনরায় সুখশান্তি লাভ করিবার আর উপায় নাই।

যৌবনকালে আমরা যখন আমাদিগের স্বামিগণের গৃহে গিয়াছিলাম, তখন আমাদিগকে বস্ত্রাভাবে শীতে এবং অন্নাভাবে ক্ষুধায় কষ্ট পাইতে হয় নাই, কিন্তু যে দিবস অবধি আমাদিগের স্বামী ও সন্তানগণ অহিফেন সেবন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিবসাবধি আমাদিগের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। আমাদিগের স্নেহের সন্তান-সন্ততিগণের আর একখানিও উত্তম বস্ত্র নাই; তাহাদিগের সমস্ত বস্ত্র এখন ন্যাকড়ায় পরিণত হইয়াছে, গৃহের সুন্দর সুন্দর আসবাব-পত্র দূরীভূত হইয়াছে, গৃহ এখন অহিফেন ধূমে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে যাহারা সম্মানের সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, এখন তাহারা পথের ভিক্ষুক হইয়াছে। ঘোর দুঃখে পতিত হইয়া দিবানিশি আমাদিগের চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতেছে এবং এমন এক বিন্দু জলও আমাদিগের চক্ষু হইতে পড়িতেছে না যাহা রক্ত-রঞ্জিত নহে।

হে মহামহিম আচার্য্যবৃন্দ, আপনারাই আমাদিগের গ্রামের একমাত্র আশা, আমরা আপনাদিগেরই মুখের দিকে তাকাইয়া আছি, আপনারা এই ব্যাপার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া অহিফেন-বিক্রয় স্থগিত করুন, যেন নর-নারী অকালে আর বিনষ্ট না হয়। আমাদিগকে এই দানবের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিলে সহস্র সহস্র পরিবারের আশীর্ব্বাদ আপনাদিগের মস্তকে বর্ষিত হইবে এবং সমগ্র চীনভূমিতে পুনরায় শান্তি, আনন্দ ও প্রাচুর্য্যের প্রবল ধারা প্রবাহিত হইবে।"

চীনবাসী নরনারী প্রাণের ব্যাকুলতায় অহিফেনের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য আবেদনের উপর আবেদন করিতে লাগিল; কিন্তু, পাঠক, কন্‌ফুসী শিক্ষকগণের এই দানব দলন করিবার

শক্তি আছে কি? চৈনিক ধর্ম্মাচার্য্যগণের এবং ম্যাণ্ডারিণগণের মধ্যে অনেকেই ঘোর অহিফেন-সেবী ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট হইতে অধিক কি আর প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? ইহা ব্যতীত বিদেশীয় বণিকগণ যত দিন পর্য্যন্ত অস্ত্রের ভয় দেখাইয়া চীন-বক্ষ এই মহা বিষে প্লাবিত করিতে চেষ্টা করিবেন ততদিন আর আইন কানুন করিয়া কি সুফলের আশা করা যাইতে পারে?

সি স্বয়ং অহিফেনের দাস ছিলেন, সুতরাং স্বদেশবাসী নরনারীকে যে এই ভয়ানক দানবের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? যীশুর শক্তির বলে তিনি এই অভ্যস্ত পাপের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন এবং যাহাতে তাঁহার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ও স্বদেশবাসী সকলে অহিফেন-বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সেই মহাপ্রভুরও পরিচয় প্রাপ্ত হন, তাহার নিমিত্ত তিনি মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ফ্যান-টু-সুয়েনে স্থাপিত আশ্রমের কার্য্য তাঁহাদিগকে অতিশয় সতর্কতার সহিত নির্ব্বাহ করিতে হইত, কারণ সেই সময়ে যদি আশ্রমের কোন প্রকার দুর্নাম রটনা হইত কিম্বা কোন অহিফেন-সেবী যদি আশ্রমে প্রবেশ করিয়া যত্নের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইত, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সমস্ত পরিশ্রম নিশ্চয়ই পণ্ড হইয়া যাইত এবং আশ্রমের দ্বারা যে মহাকার্য্য সাধিত হইয়াছে তাহা অনেক বৎসর পিছাইয়া পড়িত। কেবল যে ঔষধ সেবন করাইয়া দীর্ঘকাল-অভ্যস্ত, অস্থিমজ্জা-প্রবিষ্ট অহিফেন বিষ বর্জ্জন করান যাইতে পারে, সি তাহা বিশ্বাস করিতেন না, ঔষধ সেবনের সঙ্গে

সঙ্গে প্রার্থনা না করিলে কোন ফলই হইবে না ইহা তিনি স্বয়ং বলিতেন এবং যাহারা আশ্রমে প্রবেশ করিত তাহাদিগকেও বলিতেন। আশ্রম সম্বন্ধে যখনই কোন বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে, সেই সময়ে তিনি প্রভুর মুখের দিকে তাকাইয়া কাতর ভাবে প্রার্থনা করিয়া আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। সি এবং তাঁহার সহ-কর্ম্মচারিগণই যে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন তাহাই নহে; যাহারা আশ্রমে প্রবেশ করিতে চাহিত, তাহাদিগকে তাঁহারা প্রথমেই বলিতেন, "তোমরা যদি সেই জীবন্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনায় আমাদিগের সহিত যোগ প্রদান না কর, তাহা হইলে আমরা তোমাদিগের আরোগ্য লাভের দায়ীত্ব গ্রহণ করিতে পারিব না।"

এই প্রকারে সি আশ্রমবাসীদিগকে তাঁহার নিজের এবং ঔষধের শক্তি অপেক্ষা যীশুর শক্তির প্রতি অধিক নির্ভর করিতে প্ররোচিত করিয়া প্রার্থনার সার্থকতা সম্বন্ধে তাহাদের বিশ্বাস উদ্দীপ্ত করতঃ তাহাদিগের অনেককেই তিনি যীশুর পথে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই আশ্রমে যীশুর নামে সরল শিশুর ন্যায় প্রার্থনা যে কেমন আশ্চর্য্যভাবে কার্য্য করিতেছিল, নিম্ন-লিখিত ঘটনাটীর দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইবে।

একদিন তিন জন বৃদ্ধ নিকটবর্ত্তী কোন এক গ্রাম হইতে আসিয়া ফ্যান-টু-সুয়েনের আশ্রমে প্রবেশ করিবার মানস করিল। ইহাদিগের মধ্যে সকলাপেক্ষা যে ছোট তাহারই বয়স ৬০ বৎসর। ইহাদিগের বয়স অধিক দেখিয়া সি ইহাদিগকে প্রথমে আশ্রমে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু ইহাদিগের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া পরিশেষে ইহাদিগকে আশ্রমে স্থানদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আশ্রমে প্রবেশ করার পর দুই চার

দিন বেশ চলিল এবং বৃদ্ধগণও যীশুর কথা আনন্দের সহিত শুনিতে লাগিল, কিন্তু একদিন গভীর রাত্রিতে বৃদ্ধত্রয়ের মধ্যে একজন তাহার সঙ্গীদিগকে জাগরিত করিয়া বলিল, "ভাই, আমার বড়ই যন্ত্রণা হইতেছে, তোমরা পণ্ডিত সিকে জাগাইয়া আমার যন্ত্রণা উপশম করিবার জন্য কিছু করিতে বল।" যন্ত্রনা-কাতর বৃদ্ধের কথা শুনিয়া তাহার সঙ্গী দুই জনে বলিল, "তাঁহাকে জাগাইবার প্রয়োজন কি ? ঔষধে তোমার কিছু হইবে না। এস আমরা হাঁটু গাড়িয়া প্রার্থনা করি।" ঘোর পৌত্তলিকতা, প্রেত-পূজা এবং নানা প্রকার কুসংস্কারের আবাসভূমি চীন-সাম্রাজ্যের বক্ষস্থিত ফ্যান-টু-সুয়েন পল্লী হইতে রজনীর গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া যে প্রার্থনার আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়াছিল তাহা কি সেই দয়াময়ের সিংহাসন স্পর্শ করিয়াছিল ? করুণাময় যীশু কি সেই পৌত্তলিকতা ও প্রেত-পূজার ক্রোড়ে চিরকাল বর্দ্ধিত ও লালিত পালিত বৃদ্ধের সরল শিশুর ন্যায় প্রার্থনা শুনিয়া তাহার গাত্রে হস্ত বুলাইয়া দিয়া তাহার যন্ত্রণার উপশম করিয়াছিলেন ? ইহারা যীশুর পরিচয় কিছুই জানিত না, সবে তিন চারি দিন হইল সিয়ের মুখে যীশুর কথা শুনিয়া এবং যীশু নামে প্রার্থনার প্রত্যক্ষ ফল দর্শন করিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল যে, তাহারাও যীশুর নামে প্রার্থনা করিলে যীশু তাহাদিগকে উত্তর প্রদান করিবেন। সরল বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হইয়া যন্ত্রনাগ্রস্ত বৃদ্ধ যীশুর নিকট প্রার্থনা করিল, "হে যীশু আমায় সাহায্য কর। আমায় রক্ষা কর। এখনি আমাকে রক্ষা কর।" কয়েক মিনিট পরেই বৃদ্ধের যাতনার অবসান হইয়াছিল, তাহার আর্ত্তনাদ আর শুনিতে পাওয়া যায় নাই, সে নিদ্রার ক্রোড়ে শান্তিতে রজনী অতিবাহিত করিয়াছিল। বৃদ্ধকে শান্তিতে নিদ্রা যাইতে দেখিয়া অপর বৃদ্ধদ্বয়

বলাবলি করিতে লাগিল "নিশ্চয় যীশু এখানে উপস্থিত আছেন"। এই বলিয়া তাহারাও ঘুমাইয়া পড়িল।

পর দিন প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যাহার সহিত তাহাদিগের সাক্ষাৎ হইল, তাহাকেই তাহারা বলিতে লাগিল "হাঁ যীশু নিশ্চয়ই সত্য, তিনি প্রার্থনার উত্তর প্রদান করেন, আমরা ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।" যীশুর নিকট প্রার্থনা করিয়া তাহার প্রত্যক্ষ উত্তর পাইয়া মহানন্দে তাহাদিগের হৃদয় উথলিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই আনন্দের ধারা প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া অপর অনেকের প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছিল, কেননা ঈদৃশ জীবন্ত সাক্ষ্যের প্রভাব কখনই বৃথা হইতে পারে না।

ফ্যান-টু সুয়েন আশ্রমে অবস্থানকালীন অনেকের মন পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং যীশুর নামে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতে ইহাঁরা চৈনিক খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর এক একটি স্তম্ভস্বরূপ হইয়াছিলেন। এই শ্রেণীর ভক্তবৃন্দের মধ্যে সোং একজন। ইনি যীশুর প্রেমে এমনিই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে ইহাঁর জীবনে যীশুকে প্রতিভাত দেখিয়া শত শত চীনবাসী যীশুকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া অনন্তজীবনের অধিকারী হইয়াছিল। লিউ ইহাঁদিগের মধ্যে আর একজন। ইনি হুং টুং মণ্ডলীর ডিকন নামে প্রসিদ্ধ। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ভীষণ বক্সার বিদ্রোহের কালে এই চৈনিক খ্রীষ্ট-সেবক নানা প্রকারে মিশনরীদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি স্বীয় জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া মিশনরীদিগের উদ্ধার সাধনের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া মিষ্টার ড্রিয়ার লিখিয়াছিলেন, "ঘোর বিপদ ও পরীক্ষাপূর্ণ, ৪৫ মাইল অতি দুরূহ রাস্তা আমাদিগের সঙ্গে আসিয়া

এই দেশীয় ভক্তগণ আমাদিগের যে মহোপকার সাধন করিয়াছেন, সেই ঋণ আমরা কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না।"

খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে লিউ অতি স্বেচ্ছাচারী, অহিফেন-সেবী এবং দ্যূত-ক্রীড়াসক্ত ছিলেন। লিউ-পত্নী চিররুগ্না ছিলেন এবং স্বামীর পাপাচার প্রযুক্ত তাঁহার জীবনে কণামাত্র সুখ ছিল না। পুত্র-সন্তান চীন রমণীর সান্ত্বনার একটি কারণ, কিন্তু লিউ-পত্নীর ভাগ্যে তাহাও ঘটে নাই। লিউ পাপের সেবায় বিভোর, দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যখন ছুটিতেছিলেন সেই সময়ে ফ্যান-টু-সুয়েন আশ্রমে যে সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইতেছিল তাহা তাঁহার কর্ণগোচর হওয়ামাত্র আনন্দিত হওয়া দূরে থাকুক তিনি ভীষণ ক্রোধ ও ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "কি! বিদেশীয় প্রেতদিগের ধর্ম্ম আমাদিগের অঞ্চলেও উপস্থিত হইয়া সর্ব্বনাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে?" ইহার পর তিনি যখন একদিন শুনিতে পাইলেন চ্যাং নামক তাঁহার একজন পরম বন্ধু, জাতীয় ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া শ্বেত প্রেতদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার আর ক্রোধের সীমা রহিল না। কিছুদিন পরে চ্যাং স্বয়ং লিউএর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। চ্যাং এর অহিফেন-সেবন বাসনা দূর হইয়াছে, হৃদয়ে আনন্দ-শান্তি বিরাজ করিতেছে, যীশুর আশীর্ব্বাদে চ্যাং সম্পূর্ণ নূতন মনুষ্য হইয়াছেন। চ্যাং স্বীয় বন্ধুর নিকটে পরিবর্ত্তনের কারণ বর্ণনা করিতে করিতে বলিলেন, "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতঃ, আপনিও অহিফেন সেবন ত্যাগ করিতে চেষ্টা এবং স্বীয় পাপের জন্য অনুতাপ করুন না কেন?" চ্যাংএর কথা শুনিয়া লিউ অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রোষকষায়িতলোচনে বলিলেন, "কি! নিজে বিদেশীয় শয়তানগণ কর্ত্তৃক মুগ্ধ হইয়া আমাকে

আবার জালে ফেলিতে আসিয়াছ ?" এই বলিয়া লিউ, চ্যাংকে স্বীয় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু চ্যাং নিরুৎসাহ বা ভীত না হইয়া দ্বিতীয়বার বন্ধুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এইবার লিউ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া চ্যাংকে অপমান করিয়া তাঁহার গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন !

চ্যাংকে গৃহ হইতে অপমান করিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়ার পর লিউএর বিবেক তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল, লিউ এক দিন তাঁহার পত্নীকে বলিলেন, "চ্যাংকে আমাদের বাড়ী হ'তে তাড়িয়ে দিয়ে আমি বড় অন্যায় কাজ করেছি। আমার পাপের ভার আমি সহ্য করতে পারছি না। আমি আমার হিতৈষী বন্ধুকে বিধর্ম্মীবলে অপমান করেছি বটে, কিন্তু যদি আমি তার মত হতে পারতাম তাহলে আমার যথা সর্ব্বস্ব দিয়েও হতাম। আহা ! সে আর আফিং খেতে চায় না, তার মনে কেমন শান্তি বিরাজ করছে। তার অবস্থা হতে আমাদের অবস্থা কত বিভিন্ন। তুমি চিররুগ্না, তোমার জীবনে সুখ নাই, আর আমি আফিং খেয়ে নিজের সর্ব্বনাশ করেছি ! চ্যাং সে দিন কি এক জাগ্রত ঈশ্বরের কথা বলছিল। আমার মত পাপীকেও সেই ঈশ্বর উদ্ধার করতে পারেন, এমন কথাও কি সে বলে নাই ?" স্বামীর কথা শুনিয়া সেই দুঃখিনী রমণী বলিলেন, "যদি কোন জীবন্ত ঈশ্বর থাকেন তাহলে নিশ্চয় তিনি আমাদের রক্ষা করতে পারেন। জীবন্ত দেবতা ছাড়া আর কারও আমাদের মত পাপীকে রক্ষা করবার শক্তি নাই। কিন্তু তোমার বন্ধু চ্যাংকে তুমি যে রকম অপমান করে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দিয়েছ, তিনি কি আবার তোমার কাছে আসবেন ?"

লিউ বলিলেন, "চ্যাংএর ঈশ্বর যদি জাগ্রত এবং পাপীকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক হন তাহলে আমার মন বলছে, চ্যাং নিশ্চয়ই আবার আমার কাছে আসবেন। এবার চ্যাং এলে আমি মন দিয়ে তাঁর কথা শুনব।"

এদিকে চ্যাং লিউএর গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া তাঁহার বন্ধুর মন পরিবর্ত্তনের জন্য কাতরভাবে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিতে ছিলেন। প্রভুর আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া চ্যাং আর একবার তাঁহার বন্ধুর সম্মুখীন হইবার সংকল্প করিলেন। তৃতীয় বার চ্যাং লিউয়ের গৃহে উপস্থিত হইলে লিউ যেরূপ বন্ধু-ভাবে তাঁহাকে সেইবার গ্রহণ করিলেন, তাহাতে চ্যাং আশ্চর্য্য হইলেন।

চা পানান্তে লিউ চ্যাংকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই চ্যাং তুমি অহিফেন-সেবনের অভ্যাস কি প্রকারে ত্যাগ করিলে?"

চ্যাং বলিলেন, "আপনি আমার কোন কথা শুনিবেনই না, তবে আর আপনার কাছে কি বলিব?"

লিউ বলিলেন, "ভাই, আমি এখন তোমার সমস্ত কথা শুনিতে ও সেই অনুযায়ী কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি। তুমি আমার নিকটে সব খুলিয়া বল।" চ্যাং বলিলেন, "আপনি যদি সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তবে আপনার পাপের জন্য অনুতাপ করুন এবং আপনার গৃহের কাষ্ঠ-পুত্তলিকাগুলি দূর করিয়া ফেলুন। যদি যীশুর শক্তি প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে চান, তবে আমার সঙ্গে ফ্যান-টু-সুয়েন আশ্রমে চলুন।"

লিউ চ্যাংএর প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলে ভক্ত চ্যাং প্রভুর ধন্যবাদ করিতে করিতে তাঁহাকে ফ্যান-টু-সুয়েন আশ্রমে লইয়া চলিলেন। লিউ অহিফেন-সেবন এবং দ্যূত ক্রীড়ায় এমনি প্রসিদ্ধি

লাভ করিয়াছিলেন যে তাঁহার নাম অনেক দূর পর্য্যন্ত রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। আশ্রমের অধ্যক্ষ, লিউ এর ন্যায় বিখ্যাত অহিফেন-সেবী এবং দ্যূত-ক্রীড়াসক্তকে আশ্রমে পাইয়া পরম পুলকিত চিত্তে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। লিউ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া যেন এক নূতন রাজ্যে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রতি খ্রীষ্টীয়ানগণের সদয় ব্যবহার দেখিয়া তিনি মোহিত ও আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি স্বীয় জীবনের সহিত তাঁহাদিগের জীবনের তুলনা করিয়া কত প্রভেদ দেখিতে পাইলেন।

তাঁহার মুখ দিয়া সদা সর্ব্বদা যেমন শপথ-বাক্য ও বচসা নির্গত হয়, তেমনি তাঁহাদিগের মুখ হইতে সর্ব্বদা গীত ও প্রার্থনার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে! তাঁহারা কেমন প্রফুল্ল, তাঁহারা এই প্রফুল্লতা কোথা হইতে পাইলেন? তাঁহারা মদ্যপান করেন না বা তাস খেলা করেন না। তাঁহারা অভিনয় দর্শন করিতে যান না কিম্বা বিলাসিতায় বৃথা অর্থব্যয় করেন না। তাঁহার ন্যায় তাঁহারাও শারীরিক কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন—তবু তাঁহারা যে কেন এত সুখী ও প্রফুল্ল তিনি তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাইলেন না। তাঁহারা এত সুখী যে, তাঁহারা কখনও বিবাদ করেন না বা তাঁহাদিগের ভার্য্যাদিগকে কখনও প্রহার করেন না! স্ত্রীলোকেরা কেমন শান্তভাবে কাজকর্ম্ম করিতেছে, তাহাদিগকেও দেখিয়া বোধ হইতেছে তাহারাও যেন মহাসুখী। তাঁহাদিগের ব্যবহারেও যেন কেমন এক আশ্চর্য্য কোমলতা ও মধুরতা বিরাজ করিতেছে। দিন নাই রাত নাই তাঁহার যখন যাহা প্রয়োজন হইতেছে, তাঁহারা তাহাই হৃষ্ট চিত্তে যোগাইতেছেন। রাত্রিতে প্রয়োজন হইলেও তাঁহারা বিনা বচসায় তাঁহার জন্য চা ও খাদ্য

প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন। ক্লান্তি ও বচসা যেন তাঁহাদিগের নিকট হইতে প্রস্থান করিয়াছে। তাঁহারা আবার তাঁহার যন্ত্রণা উপশমের জন্য তাঁহার শর্য্যাপার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া তাঁহাদিগের ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন এবং তাঁহাদিগের সেই আশ্চর্য্য ঈশ্বর তাঁহাদিগের ডাকও শুনিতেছেন। লিউ ভাবিতে লাগিলেন চক্ষুর অগোচর সেই ঈশ্বর কে? দিনের পর দিন যতই অতিবাহিত হইতে লাগিল, ততই লিউএরও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তাঁহার অহিফেন-সেবন-ইচ্ছা ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিল, তাঁহার দুর্ব্বল শরীর ক্রমে বল সঞ্চয় করিতে লাগিল এবং শারীরিক গ্লানি তিরোহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুসমাচারের প্রতি তাঁহার প্রীতি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। লিউএর শরীরও সবল হইয়াছে, যীশুর প্রতিও বিশ্বাস বাড়িয়াছে তবুও তাঁহার মনে যেন সুখ নাই! তাঁহাকে বিমর্ষ দেখিয়া আশ্রমের অধ্যক্ষ এক দিবস তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতঃ, আপনাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে আপনার মনে যেন সুখ নাই। আপনি কেন এত দুঃখিত ও চিন্তিত?"

লিউ বলিলেন, "আমার পত্নীর পীড়াই আমার মনকে উদ্বিগ্ন করিয়াছে। আমি আপনাদিগের সেবা ও যত্নে দিন দিন আরোগ্য-লাভ করিতেছি এবং আশা করিতেছি শীঘ্রই সম্পূর্ণ সুস্থতালাভ করিতে পারিব কিন্তু আমার দুঃখিনী স্ত্রী যে আমারই মহাপাপ প্রযুক্ত কত দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, সে পীড়ায় একাকী কত কষ্ট পাইতেছে ভাবিয়া আমার মন অস্থির হইয়াছে। আজ কত দিন হইল গৃহ ছাড়িয়া আসিয়াছি, জানি না সে মরিয়াছে না জীবিতা আছে।" আশ্রমাধ্যক্ষ লিউএর কথা শুনিয়া বলিলেন,

"আপনি এত দিন আমাদিগকে এ কথা বলেন নাই কেন ? আসুন এখনি আমরা আমাদিগের স্বর্গস্থ পিতার নিকট তাঁহার সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করি, তৎপরে আপনি আর একটু সুস্থ হইলেই আমরা সকলে গিয়া দেখিব আপনার পত্নীর জন্য কিছু করা যাইতে পারে কি না।"

প্রত্যহ আশ্রমবাসী খ্রীষ্ট-ভক্তগণ সেই অপরিচিতা রমণীর জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং যীশু যেমন নিকটের প্রার্থনা শ্রবণ করেন তেমনি তিনি দূরেরও প্রার্থনা শ্রবণ করেন—এই ভাব তাঁহারা লিউএর হৃদয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিতে লাগিলেন।

এদিকে লিউ-পত্নী ভাবিতে লাগিলেন অনেক দিন তাঁহার স্বামী ঘর ছাড়িয়া গিয়াছেন, না জানি তিনি কেমন আছেন। লিউ স্বেচ্ছাচারী দুর্বৃত্ত হইলেও তাঁহার পত্নী তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি শুনিতে পাইতেন তাহার স্বামী ক্রমে সুস্থতালাভ করিতেছেন। এই সংবাদ শুনিয়াই হউক বা বলবান হইবার প্রবল ইচ্ছা প্রযুক্তই হউক তিনি ক্রমেই একটু করিয়া সুস্থতালাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামী যেন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাতে এবং গৃহে যাহা কিছু আছে সমস্তেই এক প্রফুল্লতা ও জীবন্ত ভাব দেখিতে পান, তাহার জন্য তিনি যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিলেন।

লিউ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া আশ্রমাধ্যক্ষ ও অন্যান্য ভক্তগণসহ তাঁহার গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি গৃহে কোন পরিবর্ত্তনের আশা না করিয়া উঠানে প্রবেশ করিয়াই সঙ্গী বন্ধুগণকে বলিলেন, "আমার গৃহে আপনাদিগকে স্থান দিতে আমার লজ্জা বোধ হইতেছে, ভাই সকল, আপনারা আমার এই সামান্য গৃহ

দেখিয়া উপহাস করিবেন না।" এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে তাঁহার স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলে লিউ তাঁহাকে দেখিয়া মহা আশ্চর্য্য হইলেন। লিউ স্বীয় পত্নীর মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে তিনি ভাল আছেন এবং যখন তাঁহার পত্নী সহস্তে চা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, যে কার্য্য তিনি অনেক বৎসরাবধি রোগ প্রযুক্ত স্বয়ং করিতে পারেন নাই, তখন তাঁহার আর আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না। লিউপত্নীর সুস্থতা ও প্রফুল্লতার সহিত আশ্রমবাসী ভক্তগণের প্রার্থনার যে গভীর সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা ভক্তগণ বুঝিতে পারিয়া প্রভুর মহা নামের ধন্যবাদ করিলেন।

লিউএর ন্যায় স্বেচ্ছাচারীর পরিবর্ত্তন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সিয়ের হৃদয় গভীর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। লিউ, সিএর ন্যায় তেজস্বী খ্রীষ্টভক্তের সহবাসে দিন দিন অনুগ্রহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। লিউ-পত্নীও স্বামীর ন্যায় প্রভুকে বিশ্বাস করিয়া অপার আনন্দ ও শক্তির অধিকারিণী হইলেন। এই চৈনিক দম্পতি প্রভুর কৃপাতে এত অধিক সুখী হইয়াছিলেন যে এক সময়ে তাঁহারা তাঁহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত অতীত অবস্থার তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন "তাহারা দুই জন মৃতদিগের মধ্য হইতে উত্থিত ব্যক্তিদ্বয়ের ন্যায়।" এই ভক্ত পরিবারের ক্ষুদ্র গৃহ হইতে আশা ও গভীর আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইয়া অনেক মুহ্যমান ও শুষ্ক হৃদয়ে যীশু-প্রেমের মহা উৎস উৎসারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সি তাঁহার সহবিশ্বাসী ভ্রাতৃগণের সহিত লিউএর গৃহে মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া শাস্ত্র-পাঠ ও প্রার্থনাদি করিতেন। এক দিন সি লিউ-পত্নীর হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনা শুনিয়া

তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি অধ্যাত্ম্য জীবনের অনেক উচ্চে উঠিয়াছেন এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। যতই লিউ ও তাঁহার পত্নী ধর্ম্ম-জীবনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই প্রভুর জন্য কার্য্য করিবার স্পৃহা তাঁহাদিগের বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা প্রভুর কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য সি তাঁহাদিগের গ্রামেও এক আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। এই আশ্রমের এবং জনহিতকর অন্যান্য নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া লিউ চৈনিক খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর মধ্যে প্রতিপত্তি ও যশ লাভ এবং সকলের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। লিউ-পত্নীও যখন বার্দ্ধক্য ও শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত বাড়ী বাড়ী গিয়া আর প্রভুর কার্য্য করিতে পারিতেন না, তখন বাড়ীতেই পাড়ার স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতেন। এই ধর্ম্ম-প্রাণা রমণী অনন্ত-বিশ্রাম-স্থানে প্রবেশ করিয়া আজ প্রভুর চরণতলে উপবেশন করত সম্মুখাসম্মুখি তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণের পিপাসা মিটাইতেছেন এবং এই মর্ত্ত্যভুবনে তাঁহার খ্রীষ্টীয় জীবনের যে প্রভাব তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা চীন, ভারত ও জাপানবাসী ভক্তবৃন্দকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিতেছে।

এই প্রকারে নানা স্থানে আশ্রম স্থাপন করিয়া প্রভুর রাজ্য বৃদ্ধি করা ভক্ত সিয়ের জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। সি এই সময়ের কার্য্য-সম্বন্ধে বলেন, "এই সময়ে অর্থাৎ প্রভুতে বিশ্বাস করিবার চারি বৎসর পরে প্রভু আমাকে আশ্রমের কার্য্য পরিদর্শন, প্রেতদমন, ঔষধ-বিতরণ, রোগীর শয্যার নিকট প্রার্থনা করণ প্রভৃতি কার্য্যে ব্যবহার করিতেছিলেন।"

নবম অধ্যায়।

কার্য্যের বিস্তৃতি ও ঔশী আনুকূল্য।

সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, শত শত প্রতিকূল ঘটনারাজী বিঘ্ন প্রদান করিলেও পরিণামে যে জয়যুক্ত হওয়া যায়, ভক্ত সি অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থাপুঞ্জের সংঘর্ষণে এই অমূল্য জ্ঞান লাভ করিয়া কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অহিফেন হলাহলে জর্জ্জরিতদেহ চীনবাসী নরনারী ঘোর আর্ত্তনাদ করিতেছিল; তাহাদিগের কাতর ক্রন্দনে মনুষ্যের হৃদয় বিগলিত হইল না, তাহারা মনে করিতেছিল তাহাদের উদ্ধারের আর বুঝি উপায় নাই। যিনি ক্রোধে ধীর ও অনুগ্রহে মহান, তিনি কখনও পাপীর ক্রন্দনে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন না, পাপী শত অপরাধী হইলেও তিনি তাঁহার করুণার হস্ত বাড়াইয়া দিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে বিরত হন না। ভক্ত সি উপবাস সহকারে প্রার্থনা করিয়া অহিফেন দলনোপযোগী ঔষধের জন্য প্রভুর দ্বারস্থ হইয়াছিলেন, ভক্তবৎসল প্রভুও উপযুক্ত ঔষধ প্রদান করিয়া, চীনবাসীকে অহিফেন-দানবের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

এই প্রকার ঔষধের আশায় চীনবাসী ঔৎসুক্য সহকারে অপেক্ষা করিতেছিল, সুতরাং সি ও ফ্যান কর্ত্তৃক নানাস্থানে স্থাপিত আশ্রমের কার্য্য যে দ্রুতবেগে বিস্তৃত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। সিয়ের ঔষধের আশ্চর্য্য শক্তির সংবাদ বিদ্যুৎবেগে

চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, এবং নানা স্থান হইতে অহিফেন-পীড়িত যুবক, বৃদ্ধ প্রভৃতি দলে দলে সপু ও ফ্যানাটুস্থয়েন আশ্রমে আশ্রয় লাভ করিয়া সুস্থ ও সবল হইতে লাগিল। আশ্রমবাসী-দিগের মধ্যে অনেকে সি, ফ্যান এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দের প্রার্থনাশীলতা, আশ্চর্য্য ত্যাগস্বীকার, স্বদেশবাসীর প্রতি তাঁহা-দিগের প্রীতি ও সহানুভূতি প্রভৃতি স্বর্গীয় গুণ দর্শনে মোহিত হইয়া খ্রীষ্টের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই নব শিষ্যবর্গের মধ্যে অনেকেই অবস্থাপন্ন ছিলেন; সুতরাং খ্রীষ্ট ও সিয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ ইহাঁরা স্ব স্ব গ্রামে আশ্রম স্থাপন করিয়া পল্লীবাসিগণের হিতসাধনার্থে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। সাধু সংকল্প-প্রণোদিত এই ভক্তবৃন্দের সাহায্যের জন্য সি কতকগুলি খ্রীষ্ট-প্রেমে-উত্তপ্ত, বিশ্বাসী, বীর যুবকের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, এবং অনেকেই প্রভুর জন্য কার্য্য করিবার নিমিত্ত আপনাদিগকে অর্পণ করিয়াছিলেন।

জগৎ অতি বিচিত্র স্থান! এখানে প্রতি পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে প্রত্যেক সাধুকার্য্যে অগ্রসর হইতে হয়। প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সংঘর্ষে যদি পরাজয় হইল, তাহা হইলেই বহু দিনের পরিশ্রম, অর্থ-ব্যয় প্রভৃতি সমস্তই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। সাধু কার্য্য-বিধ্বংসকারী এই মহা শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র অস্ত্র প্রার্থনা ও বিশ্বাস। এই মহা বজ্রের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইলে শত্রু পক্ষ কিছুই করিতে পারে না। সি, স্বদেশবাসী জনবৃন্দের ঐহিক ও পারত্রিক হীনাবস্থা দর্শন করিয়া তাহাদিগকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে আনয়ন করিবার জন্য স্বীয় অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি, মান ও সম্ভ্রম সমস্তই অর্পণ

করিয়াছিলেন ; কিন্তু কতকগুলি জাগতিকমনা, স্বার্থপর ব্যক্তি সিয়ের সাধু উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া মনে করিয়াছিল, সি ও ফ্যান আশ্রম স্থাপন করিয়া মহালাভবান হইতেছেন, তাহারাও যদি আশ্রম স্থাপন করে তাহা হইলে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। ইহারা ঔষধ-নির্ম্মাণের কৌশল জানিত না। তাহারা স্থির করিল সিয়ের নিকট হইতে ঔষধ ক্রয় করিয়া আনিয়া আশ্রমের কার্য্য সম্পন্ন করিবে! দুষ্ট বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া তাহারা এই প্রকার সংকল্প করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারে নাই যে, সি ও ফ্যান-প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের মূলদেশে কত প্রার্থনা, কত ত্যাগস্বীকার রহিয়াছে!

এই প্রকারে সাত আট জন লোক একপরামর্শ হইয়া এক নূতন আশ্রম স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইল। ইহাদিগের মধ্যে কাহারও আর্থিক অবস্থা তাদৃশ স্বচ্ছল ছিল না যে, আশ্রম স্থাপনোপযোগী অর্থের সংস্থান করিতে পারে, সুতরাং তাহাদিগকে ঋণ করিয়া আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হইয়াছিল। আশ্রমের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজনীয় সেই সমস্ত উপকরণাদি ঠিক করিয়া তাহারা ঔষধ ক্রয় করিবার নিমিত্ত ফ্যানের নিকট গমন করিল। আশ্রমে ব্যবহারের জন্য ফ্যানের নিকট যথেষ্ট ঔষধ থাকিত কিন্তু সেই ঔষধ বিক্রয় করিবার অধিকার তাঁহার ছিল না। আগন্তুকদিগের অভিসন্ধি কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়া, ফ্যান তাহাদিগকে সিয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ইহারা সিয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজেদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, সি অত্যন্ত বিরক্তি ও ক্রোধ-ব্যঞ্জক স্বরে তাহাদিগকে বলিলেন, "কি! ঈশ্বর দয়া করিয়া যে ঔষধ মানবাত্মার উদ্ধারের জন্য আমাকে

প্রদান করিয়াছেন, আমি কি তাহা ব্যবসা বা অর্থাগমের উপায়স্বরূপ মনে করিতে পারি? এরূপ করিলে নিশ্চয়ই এই সাধু কার্য্যের বিস্তৃতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। তোমরা অমূল্যনিধি প্রদান করিলেও আমি তোমাদিগের নিকট এই ঔষধ বিক্রয় করিতে পারি না।"

সিয়ের এতাদৃশ তেজঃ-সম্পন্ন বচন শ্রবণ করিয়া, সপ্ত আগন্তুকবর্গের মধ্যে পাঁচ জন ক্রোধ ও অপমানে উন্মত্ত প্রায় হইয়া সিকে অভিসম্পাৎ করিতে করিতে স্ব স্ব গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিল; কিন্তু অবশিষ্ট দুই জন সিয়ের বাক্যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া, তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে চালিত ও ব্যবহৃত হইবার জন্য স্বীকৃত হইল। সিয়ের মধুর ব্যবহারে ইহাদিগের জীবনে ঘোর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল এবং আশ্রমের কার্য্যে ইহারা এতদূর বিশ্বস্ততা ও বাধ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিল যে, সি ইহাদিগকে পরিণামে টিসা ও সেং নামক স্থানে স্থাপিত নূতন আশ্রমের ভার প্রদান করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরের দান লইয়া যাহারা ব্যবসা করিবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছিল, তাহারা আশাহত হইয়া, সি ও আশ্রমের বিরুদ্ধে নানা প্রকার কুৎসা রটনা করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা মনে করিয়াছিল, পাপ-পুরুষকে সহায় করিয়া তাহারা সি ও আশ্রমের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অসত্য কথা প্রচার করিয়া, তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিয়া, তাঁহার প্রতিপত্তি নষ্ট করিতে পারিবে কিন্তু সি যে কাহার বলে নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্যের গুরুভার বহন করিতেছিলেন, তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ ও অদূরদর্শী বলিয়া তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। প্রবল তরঙ্গের মুখে সামান্য তৃণ খণ্ড

পতিত হইলে যেরূপ হয়, এই বিদ্বেষিগণের হিংসা, দ্বেষ, কুৎসা প্রভৃতি তদ্রূপ কোথায় তলাইয়া গেল, আর ভক্ত সি প্রভুর কৃপায় জনহিতকর কার্য্যের দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কোন জনহিতকর কার্য্যের মূলে স্বার্থপরতা, ও জাগতিকতা বিরাজিত দেখিলে ধর্ম্মপ্রাণ সিয়ের হৃদয়ে ব্যাথা লাগিত। খ্রীষ্টের নামে পরিচিত হইয়াও যখন কেহ পরনিন্দা, হিংসা, দ্বেষ, দলাদলি প্রভৃতির উত্তাল তরঙ্গে উঠিত ও পড়িত তখন তাঁহার হৃদয়ে অধিকতর আঘাত লাগিত; কিন্তু তিনি ইহাদিগের সম্বন্ধে কখনই নিরাশ হইতেন না। মহাপ্রেমী প্রভু যীশুর নিঃস্বার্থ প্রেম সিয়ের হৃদয়ে প্রেমের এক মহা উৎস উৎসারিত করিয়াছিল, সেই প্রেমের আবেশে তিনি এতই বিভোর হইয়া থাকিতেন যে, সহপাপী শত অপরাধে অপরাধী হইলেও তাঁহার সহানুভূতিতে সে কখনও বঞ্চিত হইত না। নূতন বিশ্বাসীবর্গের মধ্যে অনেকেই পশ্চিম চ্যাংএ, তাঁহার গৃহেই অবস্থিতি করিত। তাঁহার গৃহ একটি প্রকাণ্ড আশ্রমে পরিণত হইয়াছিল। সি স্বয়ং যেমন পরিশ্রমী ছিলেন, আশ্রমবাসিগণকেও তদ্রূপ করিয়া তুলিয়াছিলেন। পরিশ্রম-কাতর আরাম-প্রিয় ব্যক্তি সিয়ের গৃহে অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন, "যে পরিশ্রম করিবে না, সে আহারও না করুক।"

সি স্বয়ং কাহাকেও স্বীয় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন না, কিন্তু যাহারা মনে করিত সিয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলে বিনা বা অল্পায়াসে অন্নের সংস্থান হইবে, সুখে দিনপাত হইবে, তাহারা পরিণামে আপনাদিগের ভ্রান্তি দেখিতে পাইয়া আপনাআপনিই চলিয়া যাইতে বাধ্য হইত।

পশ্চিম চ্যাং আশ্রমের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হইত, আশ্রমবাসিগণই তাহার সমস্ত ব্যবস্থা করিত। কেহ বা গোধূম চূর্ণ করিত, কেহ বা জল আনিত, কেহ বা সূতা কাটিত, কেহ বা কাপড় বুনিত, কেহ বা সেলাই করিত, কেহ বা সূত্রধরের কার্য্য করিত, কেহ বা ঔষধ-প্রস্তুত-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, এই প্রকারে নানা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ভক্তগণ কি ক্ষুদ্র কি মহৎ প্রত্যেক কার্য্যকে প্রভুর উদ্দেশ্যে সৎ করিয়া তুলিত এবং প্রত্যেক কার্য্যকে প্রভুর গৌরবজনক মনে করিয়া সিয়ের মেষদল ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ক্রমে সিয়ের গৃহে অতিথির সংখ্যা এত অধিক হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহাদিগের অবস্থানের জন্য তাঁহাকে অনেকগুলি নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। সি স্বীয় গৃহে একটি উপাসনালয়ও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই আশ্রমের জন্য সিকে যেমন শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইত, তেমনি মানসিক পরিশ্রমও করিতে হইত। পতিপ্রাণা সি-পত্নী ও তাঁহার ভগ্নী সিয়ের হস্ত হইতে সাংসারিক ও পারিবারিক সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া সিয়ের পরিশ্রম অনেক পরিমাণে লাঘব করিয়াছিলেন। ঔষধ-প্রস্তুত কার্য্যেও ইহাঁরা সিকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। আশ্রমের সমস্ত কার্য্যের মধ্যে অহিফেন-সংহারিণী বটীকা-নির্ম্মাণের কার্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হইত। ঔষধ-নির্ম্মাণ-কৌশল, সি অনেককে শিখাইয়াছিলেন, এবং ইহাঁরা সিকে এ বিষয়ে সাহায্য করিলেও তিনি বটীকা-নির্ম্মাণ-বিষয়ে কাহারও উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিতেন না। ঔষধের সমস্ত উপাদানগুলি প্রস্তুত হইলে বটীকা-নির্ম্মাণের দিবস সি উপবাস করিতেন এবং প্রার্থনা সহকারে বটীকা-

নির্ম্মাণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। এই প্রকারে বটীকা-নির্ম্মাণের প্রত্যেক দিন সি উপবাস করিতেন এবং কাতর প্রার্থনায় সেই দিবস অতিবাহিত করিতেন। উপবাসের দিবস সায়ংকালে তিনি এক এক বার এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেন যে, তিনি দাঁড়াইতে পারিতেন না। শারীরিক দুর্ব্বলতার প্রতি জয়-লাভ করিবার জন্য তিনি নির্জ্জন স্থানে অবনত-জানু হইয়া বলিতেন, "হে প্রভো, এতো তোমরাই কাজ, তুমি তোমার এ দুর্ব্বল দাসের শরীরে তোমার শক্তি সঞ্চারিত করিয়া বলবান করিয়া তোল।" কেহ ক্ষুধার সময়ে খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিলে এবং কঠোর পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করিলে তাহাকে যেমন প্রফুল্ল ও সতেজ দেখায় তদ্রূপ উপবাসে ক্লান্ত দেহ সিকে প্রার্থনার পর নূতন তেজ ও নূতন বলে পূর্ণ দেখা যাইত।

অহিফেন-ত্যাগ করণাভিপ্রায়ে যাহারা আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিত, তাহাদিগের নিকট হইতে সি অবস্থানুসারে দেড় টাকা হইতে প্রায় পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত ফি গ্রহণ করিতেন,কিন্তু যাহারা কিছুই দিতে পারিত না সি তাহাদিগকেও গ্রহণ করিতেন এবং নিজের গৃহে তাহাদিগকে রাখিয়া আরাম না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগের যত্ন করিতেন। এই সামান্য ব্যয়ে আশ্রমে প্রবেশার্থিগণ যতদিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে অহিফেনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি না পাইত, ততদিন তাহারা তাহাদিগের যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই আশ্রম হইতে প্রাপ্ত হইত। প্রবেশার্থিগণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ হইতে আশ্রমের জন্য ব্যয়িত হইয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হইত, তাহা, অন্য কোন দিকে ব্যয়ের অকুলান হইলে সেই দিকে ব্যয়িত হইত।

সি স্বীয় কার্য্যের জন্য যাহার তাহার নিকট হইতে সহজে অর্থ গ্রহণ করিতেন না। যদি তিনি বুঝিতে পারিতেন, দাতা হৃষ্ট চিত্তে দান করেন নাই, তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই তিনি সে অর্থ ফিরাইয়া দিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন নাম ক্রয় করিবার জন্য কিম্বা অন্য কোন স্বার্থ-জড়িত উদ্দেশ্যে যে দান করে তাহার প্রদত্ত অর্থে ঈশ্বরের কার্য্য কখনই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না।

তিনি বলিতেন, "ঈশ্বরের কার্য্যে দান সাধু ইচ্ছা-প্রণোদিত ও পবিত্র হৃদয়োদ্ভূত হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে সেই দান ঈশ্বরের গ্রাহ্য ও আশীষযুক্ত হয় না।" তিনি ইহাও বলিতেন, অর্থাভাব প্রযুক্ত কোন ভাল কাজ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বার্থ-দূষিত, ঐশী-আশীর্ব্বাদ-শূন্য অর্থের দ্বারা আরও অধিকতর ক্ষতি হইতে পারে।"

অর্থ-গ্রহণ-সম্বন্ধে সি কেমন সতর্কতা অবলম্বন করিতেন নিম্ন-লিখিত ঘটনা হইতে সহজে তাহা অনুমিত হইতে পারে। টি সুই-নামক একজন নামধারী খ্রীষ্টীয়ান প্রস্তরের ব্যবসা করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল। এই ব্যক্তি ধর্ম্ম-কার্য্যের জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিত না। ইহার অখ্রীষ্টীয় ব্যবহারে দরিদ্র খ্রীষ্ট-ভক্তগণ মহা বিঘ্ন প্রাপ্ত হইত। টি সুই মনে করিয়াছিল অর্থোপার্জ্জন করাই বুঝি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, কিন্তু অর্থ যে তাহার সঙ্গে যাইবে না, এই দিব্যজ্ঞান সে লাভ করিতে পারে নাই। কিছু দিন পরে টি সুই কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া প্রায় মরণাপন্ন হইয়া পড়ে। জীবন-সঙ্কটে পড়িয়া এই অর্থ-পিশাচ সিকে ডাকাইয়া পাঠায় এবং তিনি উপস্থিত হইলে বলে, "ভ্রাতঃ সি, আমার নিমিত্ত আপনি প্রার্থনা করুন, আমি যদি এই পীড়া-সঙ্কটে

এ যাত্রা রক্ষা পাই তাহা হইলে আমি প্রভুর কার্য্যের জন্য দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিব।"

সি বলিলেন, "তুমি কি মনে করিতেছ প্রভুকে ঘুষ দিয়া তুমি অর্থের দ্বারা জীবন ক্রয় করিবে? এখন টাকা দান করিবার কথা ছাড়িয়া দিয়া সরলভাবে স্বীয় পাপ স্বীকার কর, আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করিতেছি"। জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ দেখিয়া টি সুই কাতরভাবে অনুতপ্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল, এবং সিও তাহার জন্য প্রভুর চরণ ধরিয়াছিলেন। প্রভুর আশীর্ব্বাদে টি সুই পুনরায় সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিয়াছিল কিন্তু প্রভুর কার্য্যের জন্য সে যে দশ সহস্র মুদ্রা দান করিতে চাহিয়াছিল, তাহা কেবল তাহার বাক্যমাত্রে পরিণত হইয়াছিল!

টি সুই মনে করিয়াছিল সে সিকে খুব ঠকাইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কিছু দিন যাইতে না যাইতে সেই পূর্ব্বব্যাধি দ্বিগুণতর পরাক্রমের সহিত তাহাকে পুনরায় আক্রমণ করিল! টি সুই পুনরায় সিকে ডাকাইয়া পাঠাইল এবং তিনি উপস্থিত হইলেই সর্ব্বাগ্রে সে তাহার পূর্ব্ব অঙ্গীকৃত অর্থাপেক্ষা অধিক টাকার এক খানিব্যাঙ্ক নোট তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া বলিল "ভ্রাতঃ, এই বার রক্ষা কর, আমার অপরাধ আমি বুঝিতে পারিয়াছি।" কিন্তু সি তাহার অবস্থা দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে সেই চেক তাহার হস্তে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি বিলম্বে তোমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছ, যাহা হউক, পাপেরক্ষমার জন্য প্রভু যীশুর নামে ক্রন্দন কর, তিনি তোমার পাপ ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু আমি তোমার এই অর্থ গ্রহণ করিতে পারি না!"

এই ঘটনার দুই তিন দিন পরে টি সুই চিরনিদ্রাগত হয় এবং বহু কষ্টে সঞ্চিত তাহার প্রাণসম অর্থ পরিশেষে তাহার বিধবার হস্তে পতিত হইলে সে কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহা নিঃশেষ করিয়া ফেলে। যাঁহারা অর্থ-প্রিয় অথচ প্রভুকেও ভাল বাসিতে চান, তাঁহারা এই ঘটনা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করুন এবং সাবধান হউন।

সিকে সর্ব্ব বিষয়ে মুক্ত হস্ত দেখিয়া তাঁহার বিদেশীয় বন্ধুগণ তাঁহাকে ব্যয় সঙ্কোচ করিবার জন্য অনেকবার অনুরোধ করেন। এই বন্ধুগণ তাঁহাকে বলিতেন যে, তাঁহারা অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন এবং অনেক মণ্ডলী দর্শন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার মত না বুঝিয়া এত অধিক অর্থ-ব্যয় করিতে কাহাকেও কোথাও দেখেন নাই।

বন্ধুবর্গের অভিযোগে সি বিরক্ত না হইয়া বলিতেন, "অন্য স্থানের নিয়মাদি আমি কিছুই জানি না, কিন্তু আমার গৃহ, আমার আশ্রম ও আমার মণ্ডলী-সম্বন্ধে আমি এই বলিতে পারি যে, আমার নিকট কোন দুঃখী অভাবগ্রস্ত ভ্রাতা আসিলে আমি কখনই তাহাকে রিক্ত হস্তে শুষ্ক উপদেশ দিয়া বিদায় করিয়া দিতে পারি না। আমার ভ্রাতার ব্যাথায় আমার হৃদয়ে ব্যাথা লাগে। আমি কাহারও কষ্ট দেখিতে পারি না।"

সি প্রায়ই নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করিতেন কিন্তু ইহার জন্য অনেক সময়ে তাঁহাকে কষ্টে পড়িতে হইত। সি তাঁহার পাশ্চাত্য বন্ধুবর্গের উপদেশ অনুসারে স্বীয় বিস্তৃত কার্য্যের কিছুই সঙ্কোচ না করার দরুণ বৎসরের শেষে হিসাব কালে দেখিতে পাইলেন তাঁহার আয় অপেক্ষা কয়েক সহস্র মুদ্রা অধিক খরচ হইয়াছে।

ঋণ করাকে তিনি পাপ মনে করিতেন সুতরাং ঋণ করিয়া এই মুদ্রা পরিশোধ করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে আদৌ হয় নাই। প্রেরিত পৌলের ন্যায় তিনিও বলিতেন, "কাহারও কিছু ধারিও না।" এই অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থের এক তৃতীয়াংশ তিনি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু অবশিষ্ট দুই অংশ কি প্রকারে সংগৃহীত হইবে তাহার কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার পৌত্তলিক আত্মীয়গণ মনে করিতে লাগিলেন, পরিণামে হয়তো তাঁহার অতিরিক্ত ব্যয়ের দরুণ তাঁহাদিগকেও বিপদে পতিত হইতে হইবে। সকলেই চিন্তিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সি অতিরিক্ত চিন্তার দ্বারা হৃদয়কে অবসন্ন হইতে না দিয়া যিনি চিন্তাহারী, লজ্জা-নিবারণ তাঁহারই দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার সকল অভাব ও অভিযোগ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে দেখা গেল সি অতি আশ্চর্য্যরূপে এই অর্থ-সঙ্কটে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। সেই ঘটনাটী এই,—রাজধানী হইতে প্রকাশিত কতকগুলি বিজ্ঞাপন এই মর্ম্মে তাঁহার গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল যে, খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম সম্বন্ধে গদ্য কিম্বা পদ্যে চৈনিক পণ্ডিতবর্গের মধ্যে যাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে তাঁহাকে পঞ্চাশ আউন্স রৌপ্য প্রদত্ত হইবে। বিজ্ঞাপনে ইহাও লিখিত ছিল যে, রচনা কবিতায় হইলে সমধিক আদরণীয় বিবেচিত হইবে। সি কবিতা রচনায় পটু ছিলেন। তিনি এই বিজ্ঞাপন প্রাপ্ত হইয়া উৎসাহ সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "প্রভুতো আমার প্রার্থনার উত্তর দিয়াছেন, এই পুরস্কার নিশ্চয়ই আমার হইবে।"

সাহস, বিশ্বাস ও প্রার্থনার প্রতি নির্ভর করিয়া সি কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া লেখনী-মুখে অধিষ্ঠিত

হইতে লাগিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই রচনা শেষ করিয়া সি তাহা রাজধানীর পাশ্চাত্য মিশনরীবর্গের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই যখন অঙ্গীকৃত পুরস্কার তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহার রচনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। এই পুরস্কার-লব্ধ অর্থে সিয়ের সম্বৎসর মধ্যে যাহা অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছিল তাহা পরিশোধ হইয়াও তাঁহার হস্তে কিছু উদ্বৃত্ত ছিল, এবং তদ্দারা তিনি প্রভুকে ধন্যবাদ করিয়া নূতন উদ্যমের সহিত নূতন বৎসরের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। চৈনিক মুদ্রার মূল্য আমাদিগের দেশীয় মুদ্রার মূল্যাপেক্ষা অনেক কম।

সিয়ের কার্য্য-ক্ষেত্র যতই বিস্তৃত হইতে লাগিল, দায়িত্ব যতই বাড়িতে লাগিল, ততই তিনি প্রার্থনার অধিক আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বুঝিতে পারিলেন চাও চেং নগর তাঁহার হৃদয়ে এক বোঝা স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। তিনি যতই সেই নগরের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই পল্লিবাসিগণের পারমার্থিক অবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইতে লাগিল। চাওচেং নগরের চিন্তা তিনি হৃদয় হইতে দূরীভূত করিতে প্রয়াস পাইলেন কিন্তু চাওচেং তাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করিল না। চাওচেংএ আশ্রম স্থাপন করিতে হইলে কিছু অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু অর্থাগমের কোনই সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেন না।

সি একদিন বিষণ্ণ মনে বসিয়া আছেন এমন সময়ে তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী যেন বাজিয়া উঠিল, কে যেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার হস্তে ওগুলি কি রহিয়াছে?" সি বলিলেন,

"প্রভো, কতকগুলি অহিফেন-সংহারিণী বটীকা মাত্র।" পুনরায় তিনি হৃদয়াভ্যন্তরে শুনিতে পাইলেন, "আমার আশীর্ব্বাদসহ ঐ বটীকা কি তোমার নূতন কার্য্যের সাহায্যের পক্ষে যথেষ্ট নহে?" হৃদয়াভ্যন্তরে হৃদয়রাজের অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া সিয়ের প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তাঁহার নিকট যেন এক নূতন রাজ্য প্রকাশিত হইল। তিনি অনতিবিলম্বে আশ্রমস্থ সহভক্তগণকে সমবেত করিয়া তাঁহার নব আদেশের ব্যাপার বিবৃত করিলে পর বলিলেন, "যদি কোন ভক্তের প্রাণ চাওচেং নিবাসীবৃন্দের জন্য কাঁদিয়া থাকে, তবে প্রস্তুত হও। আমার নিকট অর্থ নাই, কিন্তু আমি তিন সহস্র বটীকা প্রদান করিতে পারি; যদি কেহ প্রভুতে নির্ভর করিয়া এই তিন সহস্র মাত্র বটীকা সম্বল করিয়া চাওচেং নগরে গিয়া তন্নিবাসী কঠোর-হৃদয় মানবদিগকে অহিফেনের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া প্রভুর পথে আনয়ন করিতে পার, তবে নিশ্চয়ই প্রভুর আশীর্ব্বাদের ভাগী হইবে।" সিয়ের কথা শুনিয়া সিং ও চেং নামক দুই জন খ্রীষ্ট-প্রাণ যুবকের প্রাণ প্রভুর জন্য সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াও কার্য্য করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। চাওচেং নগরে গিয়া যাঁহারা প্রভুর কার্য্যে ব্রতী হইবেন তাঁহাদিগকে কত ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে, কত অপমান ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে সমস্ত বিষয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ার পরও যখন সি দেখিলেন যীশু প্রেমোন্মত্ত ভ্রাতৃদ্বয় চাওচেংনগরে যাইতে পশ্চাৎ-পদ নহেন তখন তিনি মহানন্দে প্রভুর ধন্যবাদ করিয়া বিশেষরূপে তাঁহাদিগকে তাঁহারি হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহাদিগের যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সিং ও চেং তাঁহাদিগের বিছানাপত্র, পুস্তকাদি, ঔষধ এবং কিছু খাদ্য

দ্রব্য সঙ্গে লইয়া প্রভুর আদেশে চাওচেংএর পাপের দুর্গ চূর্ণ করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। ইহাঁদিগের সঙ্গে তিন সহস্র বটীকা ভিন্ন এক কপর্দ্দকও সম্বল ছিল না। জীবন্ত বিশ্বাস ও প্রার্থনারূপ অভেদ্য বর্ম্ম পরিহিত হইয়া বীর যুবকদ্বয় পাপ-পুরুষের সহিত মহাসমরে প্রবৃত্ত হইতে চলিলেন।

পশ্চিম চ্যাং পল্লী ও চাওচেংএর মধ্যে কয়েকটী আশ্রম ইতোপূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়াছিল। বীর-ভক্তদ্বয় এক একটী আশ্রমে দুই একদিন অতিবাহিত করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আশ্রমবাসিগণ তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া মহা বিস্ময় সহকারে একবাক্যে বলিতে লাগিলেন, "চাওচেংনিবাসি-গণ অত্যন্ত বর্ব্বর-প্রকৃতি এবং খ্রীষ্ট-ধর্ম্মকে বিদেশীয়গণের ধর্ম্ম মনে করিয়া খ্রীষ্টীয়ানদিগের প্রতি তাহারা ভয়ানক ঘৃণা পোষণ করিয়া থাকে। আপনারা খ্রীষ্টীয়ান, তাহারা এ কথা জানিতে পারিলেই আপনাদিগকে নগরে প্রবেশ করিতেই দিবে না! তাহা ব্যতীত আপনাদিগের নিকট কোন সম্বল নাই, আপনারা বাড়ী ভাড়াই বা কি প্রকারে করিবেন?" এই প্রকারে তাঁহারা নানা স্থানে নানা প্রকার নিরাশা ও নিরুৎসাহব্যঞ্জক বচন শ্রবণ করিয়াও আশাহত না হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং অবশেষে নগরের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে এক গ্রামে একজন তত্ত্বজিজ্ঞাসু বাস করিতেন। ভক্তদ্বয় নগরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে দুই দিবস ইহাঁর গৃহে অবস্থিতি করিয়া প্রার্থনায় অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিলেন।

প্রভুর উপর যাহারা সমস্ত ভার প্রদান করে প্রভু কখনই তাহাদিগকে লজ্জিত হইতে দেন না। এদিকে তিনি তাঁহার

যুবক দাসদ্বয়ের জন্য কার্য্য করিতেছিলেন। সিয়ের আশ্রমের কথা সমগ্র চীন-সাম্রাজ্যময় ধীরে ধীরে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং চাওচেং নিবাসিগণ যে আশ্রমে আশ্চর্য্য কার্য্যের বিষয় ইহার পূর্ব্বেই কিছু শুনিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই, এমন কি সিং ও চেং যে চাওচেংএ আশ্রম স্থাপন করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন এই ভক্তদ্বয়ের জ্ঞানের অগোচরে তাহাও অনেকে জানিতে পারিয়াছিলেন।

ভক্ত সিং ও চেং প্রার্থনায় নিযুক্ত আছেন এমন সময়ে তাঁহাদিগের বন্ধু আসিয়া তাঁহাদিগকে সংবাদ প্রদান করিলেন যে নগরাগত দুই জন ভদ্রলোক তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সিং ও চেং আগন্তুক ভদ্রলোকদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারা অতি সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন। অভিবাদন আদান-প্রদানের পর তাঁহারা বলিলেন, "মহোদয়গণ, আমরা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি যে, বিদেশীয় মাদক অহিফেনের কবল হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগের নগরে এক ধর্ম্মাশ্রম স্থাপন করিতে আপনাদিগের আগমন হইয়াছে।" সিং ও চেং অতি বিনয় সহকারে নিবেদন করিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদিগের সেবা করিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহারা যদি কৃপা করিয়া নগরাভ্যন্তরে তাঁহাদিগকে থাকিবার স্থান প্রদান করেন।

সিং ও চেংএর কথার উত্তরে আগন্তুকদ্বয় বলিলেন, "তাহার জন্য আপনাদিগকে কোন চিন্তা করিতে হইবে না, আমরা আশ্রমের জন্য গৃহাদি সমস্ত ঠিক করিয়া দিব। আপনাদের কৃপায় যদি আমাদিগের অহিফেন-তৃষ্ণা নিবারণ হয় তাহা হইলে আমরা চিরবাধিত হইব।" আগন্তুকদ্বয় আরও বলিলেন যে,

আশ্রমের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে এক্ষণে তাহা তাঁহারা প্রদান করিবেন, এবং যখন আশ্রম হইতে যথেষ্ট আয় হইবে তখন তাঁহাদিগকে সেই অর্থ প্রত্যার্পণ করিলেই চলিবে।

কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই নাগরীকগণের নিকট হইতে এত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া সিং ও চেং প্রীতি, ভক্তি, ও কৃতজ্ঞতার অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে দয়াময় প্রভুর চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা এইরূপ অযাচিত করুণাপ্রাপ্ত হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ভক্ত-বৎসল প্রভু বাস্তবিকই লজ্জা-নিবারণ! আগন্তুকদ্বয় আশ্রম স্থাপনোপযোগী গৃহাদি স্থির করিয়া, মহা সম্মানের সহিত তাঁহাদিগকে নগরে লইয়া গেলেন, এবং গন্তব্যস্থানে উপনীত হইয়া তাঁহারা আবশ্যকীয় দ্রব্যে সজ্জিত গৃহ, যথেষ্ট আহারীয় দ্রব্য প্রভৃতি যাহা কিছু প্রয়োজনীয় সমস্তই প্রস্তুত দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। অনতিবিলম্বে আশ্রমের কার্য্য আরম্ভ হইল এবং দলে দলে লোক চিকিৎসিত হইবার জন্য সিং ও চেংএর আশ্রয় গ্রহণ করিল। ছয় মাস কাল অতিবাহিত হইতে না হইতে সি-প্রতিষ্ঠিত আশ্রমগুলির মধ্যে চাওচেং আশ্রম কার্য্য-কুশলতায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। আশ্রমবাসিগণের মধ্যে অনেকেই ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছিল। অল্প দিনের মধ্যে এই চাওচেং নগরী খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম বিস্তারের কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। যে নগরীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে খ্রীষ্টভক্তগণ নানা প্রকার প্রমাদ গণনা করিয়াছিলেন, আজ সেই নগরী ত্রাণকর্ত্তার মহিমা-গীতে মুখরিত হইতেছে! আজ চাওচেং বক্ষস্থিত উপাসনা-মন্দিরে শত শত খ্রীষ্ট-ভক্ত একত্রিত হইয়া পাপ-পুরুষের চীন-সাম্রাজ্যস্থিত

প্রাচীন দুর্গকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার জন্য কাতর নিবেদন করিতেছেন। কি পরিবর্ত্তন! প্রভুর শক্তির কি আশ্চর্য্য কার্য্য!

চাওচেং আশ্রমের কৃতকার্য্যতা দর্শনে সি মহা উৎসাহিত হইয়া স্বীয় গ্রাম ও চাওচেংএর মধ্যবর্ত্তী চল্লিশ মাইলের মধ্যে আটটি আশ্রম স্থাপন করিয়া প্রভুর মহা নাম গৌরবান্বিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চাওচেং নগরে আশ্রম স্থাপন করিয়া সি অন্যান্য-নগরী সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। একটির পর আর একটি নগরী, ক্রমে ক্রমে সমগ্র চীন-ভূমীর শ্রেষ্ঠ স্থানগুলি প্রভুর নামে জয় করিবার জন্য সিয়ের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এইবার সৌন্দর্য্যশালিনী, লোকাকীর্ণা হোচাও নগরীর চিন্তা আসিয়া সিয়ের হৃদয় অধিকার করিল। কয়েক মাস ধরিয়া এই নগরীতে এক আশ্রম স্থাপনের জন্য সি চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু যথেষ্ট অর্থের অভাবে তাঁহার ঐ বাসনা পূর্ণ হইতেছে না। প্রত্যহ তিনি পারিবারিক উপাসনা-কালে বিশেষ করিয়া এই নগরীর জন্য প্রার্থনা করিতেন।

একদিন উপাসনার পর তাঁহার পত্নী বলিলেন, "আমরা হোচাও নগরীর জন্য তো অনেকদিন ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু এখন কি সেখানে কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই? অন্যান্য স্থানে লোক প্রেরণ করিয়া যেমন আশ্রম স্থাপন করা হইয়াছে সেখানেও তো সেইরূপ করিলে হয়!" পত্নীর কথা শুনিয়া সি বলিলেন, "আমার তো খুব ইচ্ছা সেখানে প্রভুর কার্য্য আরম্ভ হয়, কিন্তু অর্থের অভাবে আমার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতেছে না।" সি-পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত টাকা হইলে কার্য্যারম্ভ হইতে পারে?"

সি বলিলেন, "আমাদের অন্ততঃ ত্রিশ হাজার মুদ্রার প্রয়োজন।"

"অনেকগুলি টাকার প্রয়োজন দেখিতেছি" এই বলিয়া সি-পত্নী কার্য্যান্তরে গমন করিলেন, কিন্তু হোচাওএর চিন্তা তাঁহাকে মহা ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

পরদিবস প্রাতঃকালে নিয়মিত উপাসনার পর সি-পত্নী একটী ছোট পুটুলি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন, "প্রভু আমাদের প্রার্থনার উত্তর প্রদান করিয়াছেন।" সি পুটুলিটি খুলিয়া দেখিলেন চীন মহিলাবৃন্দ যে সমস্ত অলঙ্কার অতি যত্ন সহকারে রক্ষা করিয়া থাকেন ঐ পুঁটুলিতে তাহার সমস্তই রহিয়াছে! সি বিবাহের সময় স্বীয় পত্নীকে যে সমস্ত অলঙ্কার প্রদান করিয়াছিলেন আজ সেই সমস্ত অলঙ্কার প্রভুর সেবার জন্য তিনি অর্পণ করিয়াছেন। সি অশ্রুপূর্ণলোচনে পত্নীর দিকে তাকাইয়া দেখিলেন তাঁহার অঙ্গে আর একখানিও আভরণ নাই, এমন কি মাথার রৌপ্যের পিনগুলি পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছেন! চীনমহিলাগণ যে সমস্ত আভরণের জন্য স্বামীকে ত্যক্ত বিরক্ত করে সি-পত্নী আজ স্বইচ্ছায় প্রভুর জন্য সেই সমস্ত হইতে বঞ্চিতা হইলেন। তিনি স্বামীর অশ্রুপূর্ণলোচনের দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া বলিলেন, "এগুলি না হলে আমার বেশ চলিবে, হোচাওবাসীদিগকে এখন সুসমাচার প্রদান করিবার বন্দোবস্ত কর।"

সি ও তাঁহার পত্নীর আশ্চর্য্য ত্যাগস্বীকার এবং তাঁহাদিগের সহকর্ম্মচারীবর্গের অদম্য উৎসাহে কয়েক বৎসরের মধ্যে আরও তেইশটি নূতন আশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল, এবং প্রত্যেক আশ্রমস্থ পাপদগ্ধ চীনবাসীর হৃদয়ে যীশু প্রদত্ত শান্তির ধারা প্রবাহিত করিয়া

ভক্তবৃন্দের ত্যাগ স্বীকার সার্থক করিয়াছিল। পাঠকবর্গের নিকট স্থানগুলির নাম বড় মধুর বলিয়া বোধ হইবে না জ্ঞানে সে গুলি পরিত্যক্ত হইল।

দশম অধ্যায়।

পাশ্চাত্য বন্ধুলাভ।

সি যে উপাদানে গঠিত, এবং তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা যে প্রকার, তাহাতে তাঁহাকে স্বাধীনতার উপাসক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নানা ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে সিয়ের জীবনের জীবন্ত চিত্র আমরা স্পষ্ট-রূপে দেখিতে পাই। সিয়ের চরিত্র-মধ্যে যাহারা প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাহারাই তাঁহাকে সময়ে সময়ে স্বেচ্ছাচারী, ক্ষমতাপ্রিয় প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত করিত, কিন্তু যাহারা নিরপেক্ষভাবে সি চরিত্র আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছে, তাঁহার ঐ স্বাধীনতা-প্রিয়তার মধ্যে যীশুর ইচ্ছাকে ওতপ্রোতভাবে লুক্কায়িত দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে একজন মহাপুরুষ বলিয়া সম্মান করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

সি যে কার্য্যকে ঐশিক আদেশ ও ইঙ্গিত-সম্ভূত বলিয়া বুঝিতে পারিতেন, তাহা সম্পাদন করিতে প্রাণপণ করিতেন এবং ঈদৃশ কার্য্যে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। অনেকে মনে করিতেন, সি কোন কার্য্যেই কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না, তিনি নিজে যাহা ভাল বুঝিতেন তাহাই সর্ব্বদা করিতেন। এই প্রকার ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই সিয়ের প্রকৃত চরিত্র-সম্বন্ধে ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন।

দেশীয় ভক্তবৃন্দ এবং বৈদেশীক মিশনরিগণ এই উভয়দলই সিয়ের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এবং এই উভয়-দলই যেমন আবশ্যকীয় কোন বিষয়ে সিয়ের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন তেমনি তিনিও তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। উন্নতমনা, উদারচরিত্র মহাত্মা ডেভিড হিলের চরণতলে উপবেশন করিয়া সি খ্রীষ্টধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মূলশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। এবং এই মহাত্মার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। যে সমস্ত পাশ্চাত্য মিশনরীবৃন্দের জীবনে সি তাঁহার খ্রীষ্টীয় আদর্শ ডেভিড হিলের চরিত্র প্রতিফলিত দেখিতে পাইতেন, তিনি তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। যে সমস্ত পাশ্চাত্য মিশনরী সিয়ের চরিত্র সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত এক যোগে যুক্ত হইয়া সি প্রভুর ক্ষেত্রে প্রফুল্লচিত্তে কার্য্য করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য মিশনরীবর্গ দক্ষিণ সান্‌সির রাজধানী পিং ইয়াং নগরে মিশন স্থাপন করিয়া প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সান্‌সি অঞ্চলস্থ অনেক পৌত্তলিক, প্রেতবিশ্বাসী নর-নারী বৈদেশীকগণের শিক্ষা-গুণে আকৃষ্ট হইয়া যীশুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সময়ে সান্‌সি বক্ষে ভক্তগণ যে ধর্ম্মবীজ বপন করিয়াছিলেন, কালে তাহা প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়া পাপ-দগ্ধ নর-নারীর মস্তকে যীশু প্রদত্ত মহাশান্তির সুশীতল ছায়া বিতরণ করিয়াছিল। সান্‌সি অঞ্চলস্থ ভক্তগণ বৈদেশীক মিশনরিগণের তত্ত্বাবধারণে ধর্ম্মজীবনের পথে বেশ অগ্রসর হইতেছিলেন। এমন সময়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের আদেশ মতে মিশনরীবর্গকে সান্‌সি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতে

হইয়াছিল। মিশনরিগণ যে কবে পুনরায় পিং ইয়াংএ প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন সে সম্বন্ধে নিশ্চয়তা কিছুই ছিল না।

এই সময়ে সিয়ের কার্য্য খুব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। নানা স্থানে স্থাপিত আশ্রমের তত্ত্বাবধারণ, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুদিগকে শিক্ষা দেওন, নূতন শিষ্যবর্গের কাজকর্ম্মের বন্দোবস্ত করণ ইত্যাদি বহুবিধ জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় সিয়ের আর নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না। এই প্রকার নানা কার্য্যের গুরুভার তাঁহার স্কন্ধে ন্যস্ত থাকা সত্ত্বেও যখন সি শুনিতে পাইলেন সান্‌সি অঞ্চলস্থ ভ্রাতৃবৃন্দ পালকের অভাবে অধ্যাত্ম অন্নে বঞ্চিত হইতেছেন, তখন তাঁহার প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সম-বিশ্বাসী ভ্রাতৃগণের অভাবমোচনের জন্য স্বীয় পরিশ্রমাধিক্যের দিকে দিক্‌পাত না করিয়া সি মনোযোগী হইলেন।

এই মণ্ডলী-পরিদর্শন-কার্য্যে সোং ও অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দ সিয়ের সাহায্য করিয়াছিলেন। যত দিন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য মিশনরীবৃন্দ সান্‌সির ভার গ্রহণ করিতে পারেন নাই, ততদিন পর্য্যন্ত সি অদম্য উৎসাহের সহিত ভ্রাতৃগণকে আধ্যাত্মিক অন্নপ্রদান করিয়া তাঁহাদিগের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে সি সংবাদ পাইলেন যে বিলাত হইতে চারিজন সুশিক্ষিত যুবক চীনদেশে কার্য্যকারী একজন প্রাচীন ভক্তের সহিত সান্‌সি অঞ্চলে কার্য্য করিবার জন্য আগমন করিতেছেন। এই সংবাদে সিয়ের এবং পশ্চিম চ্যাং নিবাসী অন্যান্য ভক্তবৃন্দের হৃদয় অতিমাত্র উল্লাসিত হইয়াছিল এবং সকলেই আগ্রহের সহিত তাঁহাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সি এবং অন্যান্য ভক্তগণ যেমন এই বৈদেশিক

ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তদ্রূপ এই পাশ্চাত্য যুবকগণও সি ও তাঁহার সহকর্ম্মচারীবৃন্দের সহিত পরিচিত হইবার জন্য উৎসুক ছিলেন। সিয়ের স্বার্থশূন্য, উন্নত জীবনের কাহিনী বিলাতের অনেকেরই কর্ণগোচর হইয়াছিল। সুতরাং ঈদৃশ ভক্তকে দর্শন করিবার ইচ্ছা যে চীন-সাম্রাজ্যে প্রভুর বার্ত্তা ঘোষণাকারী নবীন পাশ্চাত্য যুবকগণের হৃদয়ে উত্থিত হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

চীন-সম্রাজ্যের নানা স্থানে প্রভুর কার্য্য করিবার মানসে ১৮৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কেম্ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী সাত জন যুবক স্বদেশ ও আত্মীয়-স্বজনের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পোতারোহণে চীনাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। এই যীশুপ্রেমী স্বার্থত্যাগী যুবকবৃন্দ যখন বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধিতে ভূষিত হইয়াও জগতের মান, সম্ভ্রম, অর্থ-বিত্তের প্রতি দৃকপাত না করিয়া সামান্য অর্থ গ্রহণ করিয়া যীশুর জন্য কার্য্য করিতে আপনাদিগকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তখন অনেকেই তাঁহাদিগকে উন্মাদ, বিকৃত-মস্তিষ্ক বলিয়া উপহাস করিয়াছিল! এক শ্রেণীর লোক যেমন তাঁহাদিগকে জগতের লাভ পদদলিত করিতে দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছিল, তেমনি অপর আর এক শ্রেণীর লোক তাঁহাদিগের আশ্চর্য্য ত্যাগস্বীকারের কাহিনী শ্রবণ করিয়া পৌত্তলিক জাতি সমূহের মধ্যে যীশুর পবিত্র নাম ঘোষণা করিবার এক অভূতপূর্ব্ব উদ্যমে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

যে সাত জন যুবক চীনদেশে কার্য্য করিবার জন্য স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে ষ্ট্যানলি স্মিথ, ক্যাসেলস্, মনটেগ বুচাম্প এবং হোষ্ট, পিং ইয়াংএ অবস্থিতি করিয়া দক্ষিণ

সান্‌সি অঞ্চলে কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। চ্যায়না-ইনল্যাণ্ড-মিশনের প্রাচীন সভ্য, বেলার মহোদয় এই নব্য যুবকদলের অগ্রণী স্বরূপ হইয়া ইহাঁদিগকে নানা স্থানে লইয়া যাইবার এবং চৈনিক ভক্তবৃন্দের সহিত পরিচিত করিয়া দিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই যুবক চারিজনের মধ্যে ক্যাসেল্‌স্ পশ্চিম চীনের বিশপের পদে এবং হোষ্ট চ্যায়না-ইনল্যাণ্ড-মিশনের ডিরেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কার্য্য করিতেছেন।

যথা সময়ে এই যুবকদল পিং ইয়াং নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সিয়ের সহিত সাক্ষাৎ করণাভিলাষে পশ্চিম চ্যাং অভিমুখে যাত্রা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। চীন-ভূমিতে পদার্পণ করিয়াই যুবকগণ বুঝিতে পারিলেন তাঁহারা এক নূতন রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। স্বদেশের রীতি-নীতি, স্বদেশের আচার-ব্যবহার, স্বদেশের উচ্চ অঙ্গের জ্ঞানলিপ্সা, স্বদেশের নির্ম্মল ধর্ম্মানুরাগ, স্বদেশের রুচি, বসনভূষণ সমস্তই এই নূতন রাজ্যে নূতন ও স্বপ্নবৎ বলিয়া যুবকবর্গের নিকট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। প্রকৃত ধর্ম্ম, প্রকৃত সভ্যতা, প্রকৃত নীতি হইতে চীনবাসী যে কতদূরে বাস করিতেছে, যুবকবৃন্দের হৃদয়ে এই চিন্তা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল। চীনবাসীকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছা তাঁহাদিগের হৃদয়ে এতদূর বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহারা অতি অল্পদিনের মধ্যেই আপনাদিগকে আহারে ও পরিচ্ছদে চীনবাসীর সমকক্ষ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

তাঁহারা অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে চীন-বাসীদিগকে প্রভুর দিকে আকর্ষণ করিতে হইলে একেবারে তাহাদিগের সহিত মিশিয়া যাইতে হইবে। যাহাদিগকে পরিত্রাণ

ধনে ধনী করিবার জন্য এই যুবক দল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধি-সম্ভূত সম্মান পশ্চাতে ফেলিতে পারিয়াছেন, তাহাদিগের জন্য যে তাঁহারা আহার ও পরিচ্ছদসম্বন্ধে ত্যাগস্বীকার করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। চীনেদিগের ন্যায় ঢোলা পাজামা এবং ঢোলা কুরতা পরিধান করিয়া এই যুবকগণ শকটারোহণে পশ্চিম চ্যাং অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে যাত্রিগণ হাউ চাউ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানেই আশ্রম স্থাপন করিবার জন্য সি-পত্নী স্বীয় শেষ অলঙ্কারগুলি স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। পরদিবস বিশ্রামবার বলিয়া যাত্রিগণ আশ্রমে অবস্থিতি করিলেন। বৈদেশিকগণের আগমন-বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে নানা স্থান হইতে খ্রীষ্টীয় ভক্তগণ আশ্রমে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। বিশ্রামবারে নবাগত যুবকগণ উপাসনা-কার্য্য সম্পাদন করিলেন। ইহাঁরা চৈনিক ভাষার কিছুই জানিতেন না, কিন্তু মিষ্টার বেলার ইহাঁদিগের সঙ্গে থাকায় ইহাঁদিগের মনের ভাব প্রকাশ করিবার পক্ষে কিছুই অসুবিধা হয় নাই। মিষ্টার বেলার অনেক দিন হইতে চীন দেশে কার্য্য করিতেছেন বলিয়া চৈনিক ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ বুৎপত্তি জন্মিয়াছিল।

হাউ চাউ পরিত্যাগ করিয়া মিশনরিগণের শকট পরদিবসে হুং টংনামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সি এবং তাঁহার সহ-কর্ম্মচারীবৃন্দের কার্য্যের গুণে এই নগরেও অনেকে পৌত্তলিকতা ও প্রেত-পূজা পরিত্যাগ করিয়া জীবন্ত ও সত্য ঈশ্বর প্রভু যীশুতে বিশ্বাস করিয়াছিলেন। মিষ্টার ষ্ট্যান্‌লি স্মিথ শকটের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিলেন। মাঠ অতিক্রম করিয়া সহরে প্রবেশ করিবার অল্প পূর্ব্বে একজন চৈনিক যুবক মিষ্টার স্মিথের সম্মুখবর্ত্তী

হইয়া পাশ্চাত্য প্রথানুযায়ী তাঁহার হস্তে হস্ত দিয়া করমর্দ্দন পূর্ব্বক বিশেষ ভদ্রতা ও সম্মানের সহিত তাঁহাকে অভিবাদন করিল। স্মিথ্, মিষ্টার বেলারের নিকট হইতে যে দুই চারিটি চীনে কথা শুনিয়া শিখিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া নগরাগত যুবককে বলিলেন, "যীশু-টি-মেনটু ?" অর্থাৎ আপনি কি যীশুর শিষ্য ? ঐ চৈনিক যুবক প্রত্যুত্তরে বলিলেন "যীশু-টি-মেনটু" অর্থাৎ আমি যীশুর শিষ্য বটে। ঐ যুবক যেরূপ প্রীতি ও প্রফুল্লতা সহকারে এই কয়েকটি কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে স্মিথের হৃদয়ে এক অভিনব ভাব মুদ্রাঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। যাঁহারা যীশুর প্রেম-প্রস্রবনে অবগাহন করিয়াছেন তাঁহাদিগের হৃদয় হইতে এমনি এক সহানুভূতি ও প্রীতির ধারা প্রবাহিত হয় যে তাহার নিকট কোনপ্রকার ভেদাভেদ তিষ্ঠিতে পারে না। প্রকৃত যীশু-ভক্ত যীশু-প্রেম-মাতোয়ারা হইয়া ঐ স্বর্গীয় প্রেমের বিকাশ যাহাতেই দেখিতে পান, শ্বেতকায়, পীতকায়, কৃষ্ণকায় অভেদে তাহাকেই তিনি বাহু প্রসারিত করিয়া আপনার ভাই বলিয়া প্রেমে গদ গদ হইয়া আলিঙ্গন না করিয়া থাকিতে পারেন না।

অনেক সময়ে জাতির অভিমান, বংশের অভিমান, ধর্ম্মজীবনের অভিমান ইত্যাদি নানা প্রকার অখ্রীষ্টীয় ভাব খ্রীষ্ট ভক্তবৃন্দের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয় বলিয়াই আমাদিগের কার্য্যের সহিত খ্রীষ্টের নাম সংযুক্ত থাকিলেও সেই কার্য্যের দ্বারা কোন ফল হয় না। ষ্ট্যান্‌লি স্মিথ্ এই যুবককে দেখিয়া যীশু-প্রেমে গদ গদ হইয়া উঠিলেন,এবং ঐ যুবকও স্মিথকে দেখিয়া যীশুর প্রেম-মাহাত্ম্য কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। খ্রীষ্ট-প্রেমে-উত্তপ্ত এই যুবক একে একে সকলের সহিত করমর্দ্দন করিয়া সকল ভ্রাতৃ-

বৃন্দকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিলে পর, তিনি পথ-পার্শ্বস্থ একটি দোকানে তাঁহার নূতন বন্ধুবর্গকে লইয়া গিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইলেন, তৎপরে স্বীয় গৃহে তাঁহাদিগকে লইয়া গিয়া তাঁহাদিগের আহারের ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করিলেন। এই যুবকের আতিথ্যে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া বেলার তাঁহার সহ-বন্ধুবর্গের অগ্রণীস্বরূপ হইয়া বলিলেন "আপনারা আমাদিগের আহারাদির জন্য যে প্রকার আয়োজনাদি করিয়াছেন তাহা দেখিয়া বোধ হইতেছে আপনারা যেন পূর্ব্ব হইতেই আমাদিগের আগমন-সংবাদ জানিতেন, কিন্তু আমরা কবে যে আপনাদের নগরে উপস্থিত হইতে পারিব সে সংবাদ তো আমরা পূর্ব্বে পাঠাই নাই, তবে আপনারা কি প্রকারে আমাদিগের আগমন-বার্ত্তা টের পাইলেন?" বেলার মহোদয়ের কথা শুনিয়া হুং টুং-নিবাসী খ্রীষ্ট-ভক্তগণ যাঁহারা ঐ যুবকের গৃহে পাশ্চাত্য মিশনরীবৃন্দকে দেখিবার নিমিত্তে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন "আমরা অনেক দিন ধরিয়া প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিতেছিলাম, তিনি যেন শীঘ্রই আমাদিগের এই অঞ্চলে মিশনরী-প্রেরণ করেন, এবং আমাদিগের পার্শ্ববর্ত্তী অবিশ্বাসী নরনারীর মধ্যে অচিরে মহানন্দের সুসমাচার ঘোষণা হয়। প্রভু আপনা-দিগকে আমাদিগের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছেন। এই অঞ্চলে আপনা-দিগের জন্য অনেক কার্য্য রহিয়াছে। ইহার মধ্যেই অনেকে প্রেতপূজা পরিত্যাগ করিয়াছে এবং গৃহ দেবতাগুলিকে বিদায় দিয়া প্রভুর পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।" বেলার সকলের হইয়া কথা বলিতেছিলেন এবং নবাগত মিশনরীবৃন্দ চৈনিক ভাষার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিলেও চৈনিক ভক্তগণ যেরূপ আগ্রহ সহকারে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন তাহাতে

তাঁহাদিগের আকার, ইঙ্গিত, ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাঁহারা চমৎকৃত ও মোহিত হইয়াছিলেন।

যথা সময়ে শকট পশ্চিম-চ্যাং-পল্লিতে আসিয়া উপস্থিত হইলে সি মহা সমাদর সহকারে বৈদেশিক বন্ধুদিগকে স্বীয় গৃহে লইয়া গিয়া স্বীয় পত্নী এবং অন্যান্য খ্রীষ্টীয় ভ্রাতাভগ্নিগণের সহিত তাঁহাদিগের পরিচয় করিয়া দিলেন। সিয়ের ইহার পূর্ব্বে চৈনিক ভাষায় অনভিজ্ঞ কোন পাশ্চাত্য মিশনরীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। এই নবাগত যুবকবৃন্দকে দেখিয়া তিনি প্রীত হইয়াছিলেন এবং চৈনিক ভাষায় বেলারের জ্ঞান দেখিয়া বি স্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। বেলার চৈনিক ভাষায় এমন সুন্দররূপে কথাবার্ত্তা বলিতে এবং বক্তৃতাদি করিতে পারিতেন যে, তাঁহাকে না দেখিয়া আড়ালে থাকিয়া তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিলে তাঁহাকে একজন চীনবাসী বলিয়া ভ্রম হইত। চীন, ভারতবর্ষ বা অন্যান্য দেশে যে সমস্ত বিদেশীয় মিশনরী কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা সেই সমস্ত দেশের ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল দেশের লোকদিগের সহিত এক হইয়া গিয়া এই ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীদিগকে যীশুর দিকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন কিন্তু যাঁহারা অবহেলা করিয়া ভাষা শিক্ষা করেন নাই, তাঁহাদিগের দ্বারা বিশেষ কোন কার্য্য সাধিত হয় নাই। বিদেশীয় ভাষা শিক্ষাসম্বন্ধে যে সমস্ত মিশনরী অমনোযোগী, তাঁহাদিগের দ্বারা কোন দেশেই সুফলের আশা করা যাইতে পারে না। বিদেশীয় মিশনরী যে দিন বিদেশে পদার্পণ করেন, সেই দিন হইতে সকল কার্য্য পশ্চাতে ফেলিয়া তাঁহার সেই দেশের ভাষা শিক্ষা করিতে মনোযোগী হওয়া উচিত। সি চৈনিক ভাষায় সুপণ্ডিত হইলেও ইংরাজী জানিতেন না, এমত

অবস্থায় তাঁহার দীক্ষা-গুরু মহাত্মা ডেভিড্ হিল যদি চৈনিক ভাষায় ব্যুৎপন্ন না হইতেন তাহা হইলে কি তিনি সিয়ের ন্যায় মহাপুরুষকে যীশুর রাজ্যে আনয়ন করিতে সমর্থ হইতেন? বিদেশীয় ভাষায় পূর্ণ দখল না থাকার দরুণ অনেক স্থলে মিশনরীর উত্তম পণ্ডশ্রমে পরিণত হইতে দেখা যায়।

সি মনুষ্য-চরিত্রের এক বিচক্ষণ সমালোচক ছিলেন। মনুষ্যকে দেখিবামাত্রই তাহার ভাবভঙ্গি, আকার, ইঙ্গিতে অতি সহজেই তিনি তাহার অভ্যন্তরে কি আছে তাহা বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার দৃষ্টির এমনি এক শক্তি ও তেজ ছিল যে, সেই প্রখর দৃষ্টির নিকট কেহ কোন প্রকার কপটতা ও অসরলতা লুক্কায়িত রাখিতে সমর্থ হইত না। এই নবাগত যুবকবৃন্দ তাঁহার দেশের ভাষা বুঝিতে অক্ষম হইলেও, তিনি তাঁহাদিগের কতকগুলি বাহ্য লক্ষণ দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের মধ্যে এমনি এক সরলতা ও মহত্ত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে যাহা দ্বারা চীন সম্রাজ্যের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ স্থান ইংলণ্ড হইতে সমাগত এই মহা পণ্ডিত যুবকদল আচার-ব্যবহার, আহার-পরিচ্ছদ প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়ে আপনাদিগকে দেশীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা চীনবাসীদিগকে যীশু-নামে লাভ করিবার নিমিত্ত আপনারা চীনে হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের দ্বারা যে চীন-ভূমির অধ্যাত্ম কল্যাণ সাধিত হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? ঈদৃশ মহানুভব মিশনরিগণের দ্বারাই যীশুর রাজ্য শত সহস্র বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হয়। এই মিশনরী কুল ধন্য, ইহাঁদিগের ত্যাগ-স্বীকার ধন্য, এবং যে দেশে ইহাঁরা কার্য্য করেন সেই দেশও ধন্য।

সি প্রভুর নামে যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, নবাগত বন্ধুগণ কৌতূহল সহকারে একটি একটি করিয়া সমস্ত দেখিতে লাগিলেন। সি একা কি করিয়া এত বিস্তৃত কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করেন মিশনরিগণ তাহা ভাবিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সিয়ের কার্য্য-কলাপ যতই তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ততই সি যেন তাঁহাদিগের নিকট এক মহা সমস্যাস্বরূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন!

যে কয়েক দিবস মিশনরিগণ সিয়ের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই কয়েক দিবস দলে দলে লোক আসিয়া প্রাতঃকালীন ও সান্ধ্য উপাসনায় যোগদান করিত। উপাসকবৃন্দের ব্যাকুলতা দেখিয়া মিশনরিগণ পরম পুলকিত অন্তরে প্রভুর অসংখ্য ধন্যবাদ করিয়াছিলেন। চৈনিক উপাসক মণ্ডলীকে ব্যাকুল হৃদয়ে যীশুর নিকট প্রার্থনা করিতে দেখিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, চীন দেশে তাঁহাদিগের আগমন বৃথা হইবে না। সিয়ের চরিত্র প্রভাবে মোহিত হইয়া তাঁহারা ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যে দেশে সিয়ের ন্যায় উন্নত-চরিত্র, জীবন্তবিশ্বাসী ভক্ত সমুদ্ভূত হইয়াছেন, সে দেশে বিশেষ বিবেচনার সহিত কার্য্য করিতে হইবে। যতই মিশনরিগণ সিয়ের কার্য্য দেখিতে লাগিলেন ততই তাঁহাদিগের অন্তরে এই ভাব বদ্ধমূল হইতে লাগিল যে, চীনবাসীকে যেমন শিক্ষা দিতে হইবে তেমনি তাহাদিগের নিকট হইতে আবার শিক্ষা গ্রহণ করিতেও হইবে।

বিশ্রামবার সমাগত হইলে সি উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তিনি উপদেশ দিবার সময় বিশেষ কোন পদ প্রায়ই মনোনীত করিতেন না, এক একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া উপদেশ প্রদান

করিতেন। এই সময়ে পৌলের বন্দীভাবে পোতারোহণ পূর্ব্বক রোম-যাত্রার কালে তাঁহার নিজের এবং তাঁহার সহযাত্রীবর্গের যে পোতসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, সি সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়া এক হৃদয়গ্রাহী উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। বেলার তাঁহার সহ-মিশনরীবর্গকে উপদেশের মর্ম্ম উত্তম রূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সি এই নূতন মিশনরীবর্গের নিকট স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিবার এক আশ্চর্য্য উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। সমস্ত কাজকর্ম্ম শেষ হইলে পর সি স্বীয় ধর্ম্ম-পুস্তক লইয়া মিশনরিগণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহার যে সম্বন্ধে আলাপ করিবার ইচ্ছা হইত সেই বিষয়ক বচন ধর্ম্ম-পুস্তক হইতে পাঠ করিয়া অধ্যায় ও পদ মিশনরীদিগকে বলিতেন, মিশনরিগণ আবার তাঁহাদিগের ইংরাজী ধর্ম্ম-পুস্তকে সেই পদ পাঠ করিয়া তাহার উত্তরের অনুরূপ পদ ও অধ্যায় সিকে বলিতেন। এই প্রকার পরস্পর পরস্পরের ভাষা না জানিলেও ধর্ম্ম-পুস্তকের সাহায্যে তাঁহাদিগের ধর্ম্মালাপ চলিত।

পশ্চিম-চ্যাংএ কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া মিশনরিগণ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং অদম্য উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত প্রভুর জন্য কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। আশ্রম-পরিদর্শন, ঔষধ প্রস্তুত করণ, লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি যে সমস্ত কার্য্য সি তাঁহার কতিপয় সহ-বিশ্বাসীবর্গের সাহায্যে এতদিন সাধন করিয়া আসিতেছিলেন পাশ্চাত্য বন্ধুগণ তাঁহার কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত সি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মিশনরিগণ তিনটি নূতন মিশন-ষ্টেসন স্থাপন করিয়াছিলেন এবং হুং-টংএ একটি আশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল। ষ্ট্যান্‌লি স্মিথকে

সি এই আশ্রমের ভার প্রদান করিয়াছিলেন। মিষ্টার স্মিথ সকল বিষয়ে সিয়ের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। চীন-বাসিগণ বৈদেশিকদিগকে যেরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে তাহাতে অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে মিষ্টার স্মিথের দ্বারা হুং-টং-বাসিগণ বিঘ্ন-প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং আশ্রমের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে না, কিন্তু স্মিথের অমায়িক ব্যবহারে লোকে এমনি মোহিত হইয়াছিল যে তাঁহার তত্ত্বাবধারণে হুং-টং-স্থিত আশ্রম অন্যান্য স্থানে স্থাপিত আশ্রমের ন্যায় অতি শীঘ্রই সুনাম অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিছুদিন পরে মিষ্টার হোষ্ট, স্মিথের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।

স্মিথ ও হোষ্ট এই দুই জনেই আশ্রমের সমস্ত কার্য্য এবং অন্যান্য কার্য্য চালাইতেন। সি কেবল মধ্যে মধ্যে আশ্রম পরিদর্শন করিতে আসিতেন। এই স্থলে পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্যের অপূর্ব্ব সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য মিশনরিগণ প্রাচ্যভক্ত সিয়ের দ্বারা চালিত ও ব্যবহৃত হইতে অপমানের বিষয় মনে করেন নাই।

যীশু-নামে যখন ভেদাভেদ চূর্ণ হয়, তখনই ধরাধামে স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু যীশু-নাম বক্ষে ধারণ করিয়াও যাঁহারা কৃষ্ণাঙ্গ ও পীতাঙ্গকে দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাঁহারা স্বর্গরাজ্য অবতরণের পথে কণ্টক আরোপ করেন। সি-সম্বন্ধে হোষ্ট পরে বলিয়াছেন, "এই অঞ্চলে মেষদলের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য ঈশ্বর সিকে উৎপন্ন করিয়াছেন এবং স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহাকে লোকদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন।"

একাদশ অধ্যায়।

জীবন্ত প্রার্থনার শক্তি।

জীবন্ত বিশ্বাস-প্রসূত, যীশু-নামে পিতার নিকট উৎসর্গীকৃত প্রার্থনা যে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, ভক্ত সিয়ের জীবন তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। বিশ্বাসের বলে সি যীশুর নামে অসাধ্য সাধন করিয়া জনসাধারণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন। "তোমরা আমার নামে পিতার নিকট যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে তিনি সে সকলই তোমাদিগকে দিবেন" শাস্ত্রোল্লিখিত এই মহাবচনের আশ্চর্য্য সফলতা আমরা সিয়ের জীবনে দেখিতে পাই। আমাদিগের ইউনিটেরিয়ান ও ব্রাহ্ম বন্ধুগণ, যাঁহারা আপনাদিগকে একেশ্বরবাদী বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা নানা প্রকার যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়া খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব অসিদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, কিন্তু খ্রীষ্ট-ভক্ত যখন খ্রীষ্টের নামে প্রার্থনা উৎসর্গ করিয়া আশ্চর্য্য ফলপ্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার নিকটে তার্কিকের কূট তর্ক নিতান্ত অসার ও বাক্যমালার বৃথা আড়ম্বর বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই অধ্যায়ে আমরা সিয়ের জীবন্ত প্রার্থনার উত্তরসম্বন্ধে যে কয়েকটি ঘটনা বিবৃত করিব, তাহা কল্পনা বিজৃম্ভিত বা পৌরাণিক আখ্যায়িকার তুল্য নহে। এই জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে জনসাধারণের সমক্ষে এই সমস্ত ঘটনা সাধিত হইয়াছিল, সুতরাং এগুলিতে অবিশ্বাসের কোনই কারণ নাই। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, সি কি সামান্য কি মহৎ প্রত্যেক ঘটনাতেই ঈশ্বরের

হস্ত দর্শন করিতেন। সামান্য বিষয়ে তিনি যেমন ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া প্রার্থনা করিতেন মহাবিষয়েও তিনি তেমনি ঈশ্বরের ইঙ্গিতানুসারে কার্য্য করিতেন।

বিলাত হইতে আগত নূতন মিশনরিগণ কয়েক মাস চীন দেশে বাস করিয়া চৈনিক ভাষা কিঞ্চিৎ শিখিলে পর সান্‌সি অঞ্চলস্থ খ্রীষ্টীয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণকে লইয়া একটি সমবেত সভা করিবার প্রস্তাব হয়। সি এবং মিসনরিগণের আহ্বানে আহূত হইয়া পশ্চিমচ্যাংএ নানা স্থান হইতে ভক্তগণ একত্র হইতে লাগিলেন। গৃহ সকলে স্থান সঙ্কুলান হইবে না বলিয়া উন্মুক্ত আকাশতলে সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। নানা স্থান হইতে আগত ভক্তগণ প্রভুর আশীর্ব্বাদ লাভ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন, কিন্তু আকাশে মেঘের সঞ্চার দেখিয়া সকলে ভাবিতে লাগিলেন সভার অধিবেশন-কালে যদি বৃষ্টি হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগের আশা পূর্ণ হইবে না। আকাশে মেঘ ঘনতর হইতে লাগিল এবং বিদ্যুৎ চমকাইতে আরম্ভ করিল। আকাশের গতিক দেখিয়া সমবেত ভক্তগণ স্থির করিলেন ৬।৭ জনের নেতৃত্বে ৬।৭ গৃহে সভার অধিবেশন করিতে হইবে। ভক্তগণকে উদ্বিগ্ন ও নূতন বন্দোবস্ত করিতে উদ্যত দেখিয়া সি বলিলেন "মেঘের জন্য আমাদের চিন্তিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই; আমি প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছি প্রভু যেন আমাদিগের সভার দুই দিবস বৃষ্টি বন্ধ রাখেন! আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদিগের সভার অধিবেশনের দিবসদ্বয় কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না।" আশ্চর্য্যের বিষয় সি যেমন প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহাই হইয়াছিল! ভক্তগণ মহানন্দ ও উৎসাহের সহিত সভার কার্য্য সমাধা করিয়া প্রভুর প্রসাদ লইয়া

স্বস্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই ঘটনাটী যীশুর নামে প্রার্থনার উত্তরের একটি জীবন্ত প্রমাণ।

নূতন ধর্ম্ম নিয়মে প্রেতাত্মাগ্রস্তদিগকে প্রভু যীশুর সুস্থকরণ-সম্বন্ধে যে সমস্ত ঘটনা বিবৃত আছে, তাহা পাঠ করিয়া জাগতিক জ্ঞান বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত অনেকে বলিয়া থাকেন, যীশুকৃত ঐ সকল কার্য্য অতিরঞ্জিত; তাঁহার শিষ্যেরা যীশুর গৌরব বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত ঐ সকল অপ্রাকৃতিক ঘটনা তাঁহাদিগের পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সুসমাচার-বর্ণিত প্রভু যীশু কর্ত্তৃক সম্পাদিত আশ্চর্য্য কার্য্যগুলি সহস্র সহস্র লোকের সমক্ষে সম্পন্ন হইয়াছিল, সুতরাং বর্ত্তমান যুগের সংশয়বাদ-প্রসূত অসংখ্য যুক্তি তর্ক সেই ঐতিহাসিক ঘটনা নিচয়কে অসিদ্ধ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রভু যীশু যেমন প্রেত-শক্তির মূল কম্পিত করিয়াছিলেন, সেই কালে প্রেতাত্মা যেমন তাঁহার বাক্য মাত্রে ভীত ও কম্পিত হইয়া দূরে পলায়ন করিত, আজও তাঁহার নামে চিহ্নিতভক্তগণ তাঁহারই শক্তির সাহায্যে প্রেতাত্মার শক্তি খর্ব্ব করিতেছেন। যাঁহারা প্রেতাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা নিম্নলিখিত ঘটনাবলী সম্বন্ধে চিন্তা করিলে তাঁহাদিগের ভ্রম বিদূরিত হইবে।

পিংইয়াংনগরে মিশনরিগণের কার্য্য বিস্তৃতিলাভ করিলে সেখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এক-দিবস ডাক্তার স্কোফিল্ড চিকিৎসালয়ে বসিয়া রোগীদিগকে ঔষধ-পত্র প্রদান করিতেছেন এমন সময়ে এক যুবক তাহার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া ডাক্তার সাহেবকে বলিল, "মহাশয়, আমার স্ত্রী কয়েক দিবস হইতে প্রেতাত্মার কবলে

পড়িয়া বিশেষ কষ্ট-ভোগ করিতেছে, আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহার কোন প্রতিকার করেন তবে আমার স্ত্রী প্রাণে বাঁচিতে পারে।" ডাক্তার সাহেব বিশেষ পরীক্ষা করিয়া ঐ যুবতীর শরীরে ব্যাধির কোন বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না। তিনি তাহার স্বামীকে বলিলেন, "আজ কয়েক দিবস হইল সি এই নগরে আগমন করিয়াছেন, তুমি ত্বরায় তাঁহাকে তোমার গৃহে লইয়া আসিয়া তোমার স্ত্রীর বিষয়ে সমস্ত কথা তাঁহাকে বল, তিনি তাহাকে নিশ্চয় সুস্থ করিতে পারিবেন।" যুবকটী ডাক্তার সাহেবের মুখে সিয়ের নাম শুনিয়া কাল-বিলম্ব না করিয়া সিয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া অতি কাতরভাবে স্বীয় স্ত্রীর দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিল। সি ঐ যুবকের মুখে তাহার পত্নীর বিষয় শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তাহাকে আশ্বাস দিয়া তাহার গৃহে যাইতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। সি ঈদৃশ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অতিমাত্র কুণ্ঠিত ও ভীত হইতেন, কেননা তিনি জানিতেন প্রেত-শক্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইলে সংগ্রামকারীকে যীশুর শক্তিতে পূর্ণ হইতে হইবে। যাহা হউক, এই ব্যাপার অতিশয় গুরুতর হইলেও তিনি যীশুর আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া ঐ যুবকের সহিত তাহার গৃহাভিমুখে যাইতে মনস্থ করিলেন।

সুসমাচার-পাঠকমাত্র অবগত আছেন যে, প্রভু যীশু ও তাঁহার বিশ্বস্ত সেবক সেবিকার আগমনে প্রেত-শক্তি ভীত ও সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। প্রভুর সেবক সি ঐ যুবকের গৃহে উপস্থিত হই-য়াই তাহার পত্নীর বিকট চীৎকার ও আস্ফালন শুনিতে পাইলেন। পাপাত্মার আবেশে ঐ যুবতী এতদূর বিক্রান্তা হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার পাঁচ ছয় জন আত্মীয়া তাহাকে অতি কষ্টে ধরিয়া রাখিয়া-

ছিল! সি ঐ যুবকের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতিকে এক স্থানে সমবেত করিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমরা যেমন মানুষ, আমিও তেমনি, আমি নিজে কিছুই করিতে পারি না কিন্তু আমি যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি এবং আমি যাঁহার সেবক, তিনি জীবন্ত ও জ্বলন্ত, তিনি কৃপা করিলে ঐ যুবতীকে সম্পূর্ণ সুস্থতা প্রদান করিতে পারেন।" তৎপরে সি তাহাদিগের নিকটে প্রভু যীশুর আশ্চর্য্য প্রেমের কথা বর্ণনা করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা যদি আমার ঈশ্বরের নামে ঐ যুবতীর সম্বন্ধে প্রার্থনা ও বিনতি চাও, তাহা হইলে তোমাদিগকে গৃহ-বেদীস্থিত প্রতিমাগুলি অপসারিত করিয়া আমার সহিত প্রার্থনায় যোগ দিতে হইবে।"

সিয়ের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য হইলে পর তিনি ঐ গৃহস্থিত সকলের পাপমোচনের জন্য প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনার পর, যে গৃহ হইতে ঘোর চীৎকার ও হস্ত-পদাদির বিক্ষেপণের শব্দ শ্রুত হইতেছিল সকলে মিলিয়া সিকে সেই গৃহে লইয়া গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় সি সেখানে উপস্থিত হওয়ামাত্র ঐ যুবতী একেবারে স্থির হইল এবং অতি সম্ভ্রম সহকারে তাঁহাকে একটি আসনে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল! যুবতীকে স্থির হইতে দেখিয়া দর্শকবৃন্দ সকলেই এক বাক্যে বলিয়া উঠিল, "আর ভয় নাই, মন্দাত্মা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।"

দর্শকবৃন্দকে মন্দাত্মার দূরীভূত হওনসম্বন্ধে নিশ্চিত দেখিয়া সি বলিলেন, "তোমরা ঠিক বুঝিতে পার নাই, এই যুবতী এখনও পাপাত্মার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। যুবতীর এই সাময়িক স্থিরতা দুরাত্মার ছলনা মাত্র।" অল্পক্ষণ পরে সি যুবতীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া অতি

কাতরভাবে যীশুর নামে প্রার্থনা এবং মন্দাত্মাকে তাহার শরীর হইতে বহির্গত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। সি প্রার্থনা করিতেছেন এমত অবস্থাতেই ঐ যুবতী ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক ক্রোধে উঠানে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। যুবতীকে ঈদৃশাবস্থায় ভূপতিত হইতে দেখিয়া সকলেই হাহাকার করিয়া বলিয়া উঠিল, তাহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, কিন্তু সি তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন, "তোমরা স্থির হও, যুবতী অতি সত্বরেই সংজ্ঞা-প্রাপ্তা হইবে, পাপাত্মা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে।"

দর্শকবৃন্দ ও যুবতীর স্বামী এই ব্যাপার দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়াছিল। এই যুবক এই সময় হইতে ত্রাণকর্ত্তার বিষয় অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং রাবিবারিক উপাসনাতেও যোগ প্রদান করিত, কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় যে, সে একেবারে প্রভুর হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারে নাই। সি যতদিন রাজধানীতে অবস্থান করিয়াছিলেন সেই সময়ে সে মধ্যে মধ্যে উপহার-দ্রব্য লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত। একদিন ঐ যুবকের স্ত্রী সিয়ের জন্য কতকগুলি মিষ্টান্ন দিয়া তাহাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিল। যুবক রাজধানীতে গিয়া শুনিল সি স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। কাজেকাজেই তাহাকে নিরাশ মনে গৃহে ফিরিয়া আসিতে হইল। ঐ যুবক গৃহের উঠানে প্রবেশ করিবা-মাত্র তাহার স্ত্রী তাহার হস্তে সিয়ের জন্য প্রেরিত মিষ্টান্ন দেখিয়া কর্কশস্বরে বলিল, "তুমি ঐ মিষ্টান্ন ফিরাইয়া আনিলে যে?" যুবক বলিল, "সি নিজ গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছেন।"

আশ্চর্য্যের বিষয় যুবকের মুখ হইতে ঐ বাক্য নির্গত হইবামাত্র তাহার স্ত্রী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর চীৎকার করিয়া উঠিল এবং নানা

প্রকার অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ ও ঈশ্বরের নিন্দা করিতে করিতে বলিল, "তিনি চলিয়া গিয়াছেন, তিনি চলিয়া গিয়াছেন, আমি আর এক্ষণে কাহাকেও ভয় করি না। তাহাদের যীশুকে আনিতে বল, আমি আর তাঁহাকে গ্রাহ্য করি না। তাহারা আর কখনই আমাকে তাড়াইতে পারিবে না!"

কয়েক দিবস ভয়ানক যন্ত্রণা পাইয়া এই যুবতী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। পাপ-পুরুষের শক্তি যে কি ভীষণ, এই ঘটনা-হইতে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যাঁহাকে ধরিলে পাপ পুরুষের শক্তি খর্ব্ব হয়, সেই সর্ব্বশক্তিমান প্রভু যীশুর শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াও এই যুবক ও যুবতী তাঁহার চরণতলে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে নাই, সুতরাং তাঁহার শক্তির অপব্যবহার করিলে যাহা হইয়া থাকে, এই ঘটনাতেও তাহাই হইল।

সানসি-প্রদেশস্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসী ভক্তগণ একস্থানে সমবেত হইয়া মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ করিতেন। যাঁহারা প্রকাশ্যরূপে খ্রীষ্টকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা তো ঈদৃশ সভাতে যোগ দান করিতেনই, তাহা ছাড়া যাঁহারা শিক্ষার্থী তাঁহারাও তাঁহাদিগের সন্দেহাদি ভঞ্জনার্থে উপস্থিত হইতেন। এক সময়ে এই প্রকার এক সভাতে কোং নামক এক যুবক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। মন্দ আত্মার আবেশে এই যুবক মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত কষ্ট-ভোগ করিত। সি প্রার্থনাকে কত উচ্চ ও পবিত্র বিষয় বলিয়া জ্ঞান করিতেন, এই যুবকসংক্রান্ত ঘটনা দ্বারা তাহা স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়। এই সভার অধিবেশনের পর একদিন ভক্তগণ ধর্ম্ম-বিষয়ক আলোচনায় নিযুক্ত আছেন এমন সময়ে কোং বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল এবং চারিদিকে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিতে এবং

ঈশ্বর-নিন্দা করিতে লাগিল। সি ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া যীশুর নামে তাহার মস্তকে স্বীয় হস্ত স্থাপন করিয়া প্রার্থনা করামাত্র সেই যুবক প্রকৃতিস্থ হইল। এই সভাতে কয়েকজন পাশ্চাত্য মিশনরী উপস্থিত ছিলেন। যীশুর নামে সিকে এই আশ্চর্য্য কার্য্য সাধন করিতে দেখিয়া মিশনরিগণ অত্যন্ত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। একজন মিশনরী সিয়ের কার্য্যে এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, সেই সময়ে তাঁহার নিকট যতগুলি মুদ্রা ছিল (দুই শত পঞ্চাশ টাকা) সমস্তই সিয়ের নিকট লইয়া গিয়া বলিলেন, "আপনার কার্য্য যেরূপ বিস্তৃত তাহাতে নিশ্চয়ই আপনার অনেক অর্থব্যয় হয়, আমার এই কয়েকটি টাকা আপনার ইচ্ছামত আপনি ব্যয় করিলে আমি সন্তুষ্ট হইব।"

সি একটু চিন্তিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মুদ্রাগুলি হস্তে লইলেন কিন্তু যখন মোড়ক খুলিয়া দেখিলেন অনেকগুলি মুদ্রা, তখন তাঁহার চিন্তা আরও অধিকতর হইল। অকস্মাৎ এতগুলি মুদ্রা হস্তগত হওয়াতে সি মনে করিলেন পাপ-পুরুষ তাঁহার পরীক্ষা করিতেছে। যাহা হউক, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মুদ্রাগুলি লইয়া সি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া স্বীয় পত্নীর হস্তে মুদ্রাগুলি সমর্পণ করিলেন এবং সেগুলি লওয়া উচিত কি না সে সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য নির্জ্জনে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিতে গেলেন। প্রভুর আদেশের অপেক্ষা না করিয়া সি সেই অর্থগুলি গ্রহণ করিয়াছেন সুতরাং প্রভু ইঙ্গিত না করিলে তিনি সেই অর্থ তাঁহার কার্য্যে ব্যয় করিতে পারেন না জানিয়া তিনি প্রার্থনা করিতে বসিবেন, এমন সময়ে একজন সংবাদদাতা তাঁহার গৃহে অতি ব্যস্ততা সহ-

কারে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আপনি শীঘ্র আমার সঙ্গে চলুন, ব্যাপার অতি গুরুতর। কোংএর অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষাও এবার ভয়ানক হইয়াছে, আমরা তাহাকে কিছুতেই সুস্থির করিতে পারিলাম না।" সি অত্যন্ত ব্যাকুল ও চিন্তিত হৃদয়ে ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সিকে দেখিবামাত্র কোং পৈশাচিক চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তুমি আসিয়াছ, কিন্তু আর আমি তোমাকে ভয় করি না। তুমি পূর্ব্বে স্বর্গ তুল্য উচ্চে অবস্থিত ছিলে কিন্তু এখন তুমি অতি সামান্য, আমাকে দমন করিবার তোমার আর তিলমাত্র শক্তি নাই!" কোংএ অধিষ্ঠিত প্রেতাত্মার কথা শুনিয়া সি অতিমাত্র বিচলিত হইলেন এবং স্বয়ং হৃদয়ে উপলব্ধি করিলেন যে তাঁহার প্রার্থনায় পূর্ব্বের ন্যায় শক্তি নাই। ঐ মিশনরী প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করণাবধি তাঁহার হৃদয় এক ভীষণ ভাবে নিষ্পেষিত হইতেছিল! তিনি এখন বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ অর্থ তাঁহার ও তাঁহার ঈশ্বরের মধ্যে ব্যবধানস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেইজন্যই তাঁহার প্রার্থনা আর ফলপ্রদ হইতেছে না। তিনি অতিশয় লজ্জিত ও দুঃখিতান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পত্নীর নিকট হইতে অর্থগুলি লইয়া গেলেন, এবং তাঁহার সেই মিশনরী বন্ধুকে তাহা ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই অর্থ আমার প্রভুর মুখ আচ্ছাদন করিয়াছে, আমি ইহা গ্রহণ করিতে পারি না!"

অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ অর্থগুলি প্রত্যার্পণ করার পর সি যখন কোংএর মস্তকোপরি হস্ত স্থাপন করিয়া যীশুর নামে প্রার্থনা করিলেন, তখন কোং পুনরায় সুস্থতা লাভ করিল! এই ব্যাপারে সি যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তিনি তাহা জীবনে কখনও বিস্মৃত

হয়েন নাই। এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "পবিত্র আত্মার অক্ষুব্ধ উপস্থিতি স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রাচুর্য্যাপেক্ষা অধিকতর বাঞ্ছনীয়!"

ঐ পাশ্চাত্য মিশনরী মহোদয়ের সিয়ের আশ্চর্য্য শক্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে উত্থিত হইয়াছিল, এবং তিনি সেই ইচ্ছা কার্য্যেও পরিণত করিয়াছিলেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ঈশ্বর এই ব্যাপার হইতে উভয়কেই শিক্ষা প্রদান করিলেন। সি প্রার্থনার শক্তির অভিমান হইতে এবং ঐ মিশনরী ঈশ্বরের শক্তি দেখিয়া তবে তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করা, এই অবিশ্বাসের হস্ত হইতে রক্ষিত হইলেন।

ভৌতিক রাজ্যে সিয়ের প্রার্থনার সফলতা দেখিয়া আমরা যেমন অবনত মস্তকে সেই সর্ব্বশক্তিমান প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি, তেমনি প্রাকৃতিক ব্যাপারেও আমরা তাঁহার প্রার্থনার আশ্চর্য্য শক্তি দেখিতে পাই। বৃষ্টির জন্য যখন চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে, সেই সময়ে সি উপবাস সহকারে দিনের পর দিন প্রার্থনায় অতিবাহিত করিয়া আশানুরূপ ফল পাইয়াছেন। দেশে যখন মহামারী প্রবেশ করিয়াছে, সি তখন যীশুর শক্তির বলে মহামারীর কবল হইতে নিজ গ্রামকে রক্ষা করিয়াছেন। পঙ্গপালের উৎপাতে যখন ফসল নষ্ট হইতেছে তখন তাঁহার প্রার্থনায় কার্য্য হইয়াছে। একদিন এক দরিদ্র ভ্রাতা সিয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "পালক মহাশয়, আমি অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছি, আপনি আমার অবস্থা সমস্তই জানেন। আমার কয়েকটি ফলের গাছ আছে, সেই ফল বিক্রয় করিয়া আমি কোন

প্রকারে দিনপাত করি। এবার গাছগুলিতে প্রচুর ফল হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এক প্রকার কীট ফলগুলি নষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি নানা উপায় করিয়াও ফলগুলিকে কীটের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিতেছি না।"

সিয়ের যিনি একমাত্র সম্বল তিনি কেবল তাঁহার প্রতিই নির্ভর করিয়া আগন্তুক ভ্রাতাকে বলিলেন' "ভাই, তুমি বোধ হয় এ বিষয়ের জন্য প্রভুকে ধর নাই। যাও, অতি ব্যাকুল ও সরলভাবে প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা বল, তিনি নিশ্চয়ই তোমার কথা শুনিবেন। আমিও তোমার জন্য প্রভুর চরণ ধরিব।"

সি ঐ দুঃখী ভ্রাতার বৃক্ষের ফলরক্ষার জন্য প্রার্থনা করিলেন এবং ঐ ব্যক্তিও স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া প্রভুর চরণে সরল ও ব্যাকুল প্রার্থনা উৎসর্গ করিয়াছিল। এই প্রার্থনার উত্তর যে ঈশ্বর কেমন আশ্চর্য্যভাবে প্রদান করিয়াছিলেন তাহা অবিশ্বাসী, সংশয়বাদীর নিকট ঘোর সমস্যাপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে কিন্তু প্রভুতে বিশ্বাসী জনবর্গের নিকট এই ব্যাপার তাঁহার প্রতি অধিকতর বিশ্বাস ও প্রীতি-বর্দ্ধক ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পর দিন প্রত্যুষে ঐ দরিদ্র কৃষক বাগানে গিয়া দেখিতে পাইল বৃক্ষতলে অসংখ্য কীট মৃতাবস্থায় পতিত রহিয়াছে !! এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া কৃষক কৃতজ্ঞ ও প্রীতিপ্রফুল্ল অন্তরে সিয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিলে সি পুলকিত চিত্তে তাহাকে বলিলেন, "প্রভু যে তোমার বিষয় চিন্তা করেন এই ঘটনা হইতে তাহা শিক্ষা কর, তাঁহাকে জীবনের কোন অবস্থাতেও পরিত্যাগ করিও না, তিনি যেমন বিশ্বস্ত তুমিও তেমনি তাঁহার প্রতি বিশ্বাস দেখাইও।"

যীশু-ভক্তের হৃদয়ের প্রার্থনা প্রেত-শক্তি রোধ করিতে, এবং প্রাকৃতিক ব্যাপারে কার্য্য করিতে যে সমর্থ, ইহার যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমরা প্রদান করিলাম, তাহাই পাঠক-পাঠিকাবর্গের বিস্ময় উৎপাদন করিবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয়। এখন আকস্মিক বিপদ-পরীক্ষার মধ্যে পতিত হইয়া ভক্ত তাঁহার প্রাণের প্রভুকে ডাকিলে তিনি যে উত্তর প্রদান করেন সিয়ের জীবন হইতে তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়া আমারা এই অধ্যায় শেষ করিব।

হিংস্র পশুর কবলে পতিত হইয়া সি কেমন আশ্চর্য্য উপায়ে রক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই সমস্ত বিষয় পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং বর্ণিত বিষয়ের পুনরাবতারণের প্রয়োজন নাই। একবার দস্যু সঙ্কটে পতিত হইয়া তিনি যেরূপে প্রাণে বাঁচিয়াছিলেন আমরা সেই ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করিব।

কার্য্যানুরোধে সিকে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে পার্ব্বত্য প্রদেশে গমনাগমন করিতে হইত। এক দিবস সি, ওয়াং-নামক তাঁহার একজন বন্ধুর সমভিব্যাহারে গর্দ্দভারোহণে এক জনশূন্য দুর্গম পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন চারিজন বিকটাকার লোক বিদেশীয় অস্ত্রে (বন্দুক) ভূষিত হইয়া এবং উলঙ্গ তরবারি হস্তে তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছে। দুর্ব্বৃত্তগণের হস্ত হইতে পলায়নের আর কোন উপায় নাই দেখিয়া সি এবং তাঁহার সঙ্গী গর্দ্দভ হইতে অবরোহণ করিয়া তাহাদিগের অপেক্ষায় এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিমেষ-মধ্যে দস্যুগণ মার মার শব্দে তাঁহাদিগের উপর আসিয়া নিপতিত হইল এবং তাঁহাদিগের নিকট যাহা কিছু ছিল সমস্তই কাড়িয়া লইল। সি এবং তাঁহার বন্ধু দস্যুদিগের কার্য্যে বাধা প্রদান না

করিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া, প্রভু তাঁহাদিগের সহবর্ত্তী এই জ্ঞান ও বিশ্বাসে স্থির হইয়া থাকিলেন।

হঠাৎ দস্যুগণ লুণ্ঠন-কার্য্যে বিরত হইল। কি যেন এক অশান্তি আসিয়া তাহাদিগের হৃদয়কে তোলাপাড়া করিতে লাগিল, তাহারা অস্থির হইয়া উঠিল!! যে ব্যক্তির নিকট টাকার থলিটি ছিল সে ঐ থলিটি গর্দ্দভের পৃষ্ঠে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল, এবং গর্দ্দভের লাগাম সিয়ের দিকে ফিরাইয়া দিয়া কেবল বলিল "টি-সিওপা" অর্থাৎ চলিয়া যাও। এই কথা বলিয়া দস্যুগণ যে সমস্ত দ্রব্য তাঁহাদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল সমস্তই প্রত্যার্পণান্তে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া দ্রুত পাদবিক্ষেপে পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল!!

কেন যে দস্যুগণ ভয় পাইল এবং কেনই বা তাহারা সি ও তাঁহার সঙ্গীর কোন প্রকার অনিষ্ট সাধন করিল না, কঠোর হৃদয় শক্তগ্রীব অবিশ্বাসীর নিকট তাহা ঘোর প্রহেলিকাবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের সহিত যাঁহাদিগের সাক্ষাৎযোগ রহিয়াছে, প্রভুর করুণা যাঁহাদিগের জীবনের নিত্য অন্নপানস্বরূপ হইয়াছে, তাঁহারা অনায়াসেই এই রহস্য উদ্ভাবন করিতে সমর্থ। আমরা সিয়ের জীবনের যে কয়েকটি ঘটনার বিষয় বর্ণনা করিলাম তাহা পৌরাণিক আখ্যায়িকার তুল্য কল্পনা বিজৃম্ভিত নহে, এগুলি প্রকৃত ঘটনা এবং বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে লোকচক্ষুর গোচরে সম্পাদিত হইয়াছিল। ঈদৃশ আশ্চর্য্য ঘটনাকে অনেকে অনৈসর্গিক বলিয়া মনে করেন কিন্তু ভক্ত জীবনের বহুদর্শিতার মধ্যে যাঁহার প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মিয়াছে, যিনি ঈশ্বরের প্রেমের কিঞ্চিৎ আস্বাদন পাইয়াছেন, তিনি বলিতে পারেন এবং

বিশ্বাস করেন, "মনুষ্যের নিকট যাহা অসম্ভব ঈশ্বরের নিকট তাহা সম্ভব।" চিকিৎসক ঔষধ প্রদান করিয়া শরীরের ব্যাধির প্রতিকার করেন কিন্তু যে ব্যাধি চিকিৎসকের জ্ঞানের অগম্য এবং পার্থিব ঔষধে যাহার কোন প্রতীকার হয় না, সেই ব্যাধি, ঈশ্বরের সহিত যাঁহার যোগ ঘনীভূত হইয়াছে, তিনিই, সেই ঈশ্বরের সাহায্যে, তাহার প্রতিকার করিতে পারেন,—ইহাতে অনৈসর্গিক কিছুই নাই। যেখানে মনুষ্যের শক্তি পরাজিত হয় সেইখানে ঈশ্বরের শক্তি বিজয় লাভ করে।

এই মহাশক্তি খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে ওতপ্রোত ভাবে বিরাজ করিতেছে বলিয়াই নরমাংসভোজী বর্ব্বর জাতি সমূহ নবজীবন লাভ করিতেছে, ঐ শক্তির প্রভাবেই প্রেতাত্মা দূরে পলায়ন করিতেছে, ঐ শক্তির প্রভাবেই ভেদাভেদের প্রাচীর চূর্ণ হইতেছে, ঐ শক্তির প্রভাবেই জগতে সাম্য ও মৈত্রীর রাজ্য শনৈঃ শনৈঃ আগ্রসর হইতেছে। যেখানে এই শক্তির অভাব, সেই খানেই নানা প্রকার অশান্তির ও গোলযোগের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ধন্য সেই দেশ, যেখানে মহাত্মা সিরের ন্যায় ঐশীশক্তিসম্পন্ন পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন। ভারতমণ্ডলীতে যে দিন সিয়ের ন্যায় মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে সেই দিন ভারত ধন্য হইবে। সেই দিন ভারতমণ্ডলীর ইতিহাস নূতন আকার ধারণ করিবে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

আচার্য্য পদে বরণ।

ভক্তবৃন্দের জীবন ঘোর রহস্যময় হইলেও তাঁহাদিগের জীবনাকাশে আমরা মধ্যে মধ্যে যে বিদ্যুতের প্রকাশ দেখিতে পাই, তাহাতেই আমাদিগকে চমৎকৃত ও স্তম্ভিত করে। ভক্তের জীবন রহস্যপূর্ণ বলিলাম, কেননা দারিদ্র্যের কশাঘাত, বিপদ-পরীক্ষার ভীষণ তুফান, এবং ধর্ম্মবিহীন, কঠোর হৃদয় নরনারীর টিট্‌কারী প্রভৃতি অবনত মস্তকে, অম্লানবদনে কি শক্তির বলে যে তাঁহারা সহ্য করেন, তাহা মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য। ঈশ্বর যাঁহাকে প্রেম করেন তাঁহাকে আবার কেন যে কশাঘাত করেন, তাহা আমরা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তাই আমরা বলি ভক্তজীবন রহস্যময়। অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার ঘোর সংঘর্ষণেও সিকে যখন অচলের ন্যায় স্থির হইয়া থাকিতে দেখি, তখনই সেই মহাশক্তির চরণতলে সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিয়া বলিতে বাধ্য হই, সি তাঁহার একজন প্রকৃত সেবক। জীবন্তস্বার্থত্যাগ, পরহিতার্থে সর্ব্বস্ব দানপরায়ণ, শ্রীষ্টগত প্রাণ এবং বিশ্বস্ততা, বাধ্যতা প্রভৃতি গুণরাজীতে ভূষিত মহাপ্রাণ সিকে যখন সুমিষ্ট ফলভরে অবনত মহীরুহের ন্যায় দেখি, তখনই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেমের স্রোত তাঁহার দিকে প্রবাহিত না হইয়া থাকিতে পারে না। কেন যে দেশীয়-বিদেশীয় সকলেই সিকে কেহ পিতার ন্যায়, কেহ ভ্রাতার ন্যায়, কেহ বা প্রতিপালকের ন্যায় ভাল বাসিতেন তাহা পাঠক পাঠিকাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। যিনি এত গুণের আধার, যাঁহাকে সকলে এত শ্রদ্ধাভক্তি করে,

তাঁহাকে যে সকলে আচার্য্য পদে বরণ করিবার জন্য উৎসুক হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? বিধাতা যাঁহাকে পূর্ব্ব হইতেই আচার্য্য-পদে বরণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাকে জনসমাজের সমক্ষে ভক্ত-মণ্ডলী আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার সম্মান যে কিছু বাড়াইয়া দিয়াছিলেন তাহা নহে। আচার্য্য পদে বৃত হইবার পূর্ব্বে লোকে তাঁহাকে যে শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিত, সেই পদে অধিষ্ঠিত হইয়া যে তিনি লোকের নিকট হইতে অধিকতর শ্রদ্ধা-ভক্তি দাওয়া করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ আমরা তাঁহার জীবনের পরবর্ত্তী ঘটনা হইতে প্রাপ্ত হই না। এই অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে তাঁহার জীবন ও কার্য্য যেমন আড়ম্বরশূন্য এবং সরলতা ও দীনতা মিশ্রিত ছিল, ইহার পরও তিনি সেই প্রকারই ছিলেন।

যাহা হউক, স্বয়ং বিধাতা কর্ত্তৃক নিয়োজিত এই আচার্য্যকে পাশ্চাত্য মিশনরীবৃন্দ প্রকাশ্যরূপে আচার্য্যের পদে অভিষেক করিবার জন্য মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আজ পর্য্যন্ত চায়না ইন্‌ল্যাণ্ড মিশনে কোন দেশীয় ব্যক্তিকে আচার্য্য-পদে বরণ করা হয় নাই সুতরাং সিয়ের অভিষেক ব্যাপার যে এই মিশনের ইতিহাসে এক অভিনব ব্যাপার তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহাত্মা হড্‌সন টেলার চায়না ইন্‌ল্যাণ্ড-মিশনের স্থাপয়িতা। সেই সময়ে বিলাত হইতে তাঁহার চীন-দেশে আগমন করিবার কথা ছিল। টেলার মহোদয় চীন-দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেই পাশ্চাত্য মিশনরিগণ সিকে প্রকাশ্যরূপে সেবক-ব্রতে উৎসর্গ করিবেন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।

যথা সময়ে টেলার মহোদয় তাঁহার অতি প্রিয় চীনভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলে মিশনরিগণ তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া

সিকে আচার্য্য-পদে বরণ করিবার প্রস্তাব তাঁহার (সিয়ের) নিকট উপস্থিত করিলেন। মিসনরিগণ সিকে আচার্য্যের পদে নিয়োগ করিবেন এ সংবাদ তাঁহাকে তাঁহারা পূর্ব্বে প্রদান করেন নাই বা আকারে ইঙ্গিতে তাহা কোন প্রকারে প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা হঠাৎ সিয়ের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলে তিনি বলিলেন, "আমার জীবন নানা প্রকার দুর্ব্বলতা ও ত্রুটিতে পূর্ণ, আমার পক্ষে এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করা কঠিন। আমি যেমন আছি আমাকে তেমনি থাকিতে দিউন, আপনারাই আপনাদিগের হস্তে মণ্ডলী-পরিদর্শনের ভার রাখুন।" মিশনরিগণ সিয়ের কথায় কিঞ্চিৎ নিরাশ হইয়া এ সম্বন্ধে পুনরায় তাঁহাকে বিবেচনা করিতে বলিলেন।

সি উপবাসসহ প্রার্থনা করিয়াও যখন মিশনরিগণের প্রস্তাব সম্বন্ধে নিরাশাব্যঞ্জক উত্তর প্রদান করিলেন, তখন মিষ্টার ষ্টিভেনসন তাঁহার নিকটে গিয়া অতিশয় প্রেমের সহিত তাঁহাকে বলিলেন "ভ্রাতঃ সি, স্বয়ং ঈশ্বর যখন আপনাকে এই পদে মনোনীত করিয়া বহুদিন হইতে তিনি আপনাকে ব্যবহার করিতেছেন, তবে কেন আপনি আমাদিগের এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিতেছেন না? আমরা যে আপনাকে এই পদে অভিষেক করিলে তাহা দ্বারা আপনার বিশেষ কোন গৌরববৃদ্ধি হইবে তাহাতো নহে, কেবল আপনি এই পদ গ্রহণ করিলে ঈশ্বর এত দিন আপনাকে লইয়া কি করিয়াছেন এবং এখনও কি করিতেছেন প্রকাশ্যরূপে তাহাই স্বীকার করা হইবে মাত্র।"

ষ্টিভেনসন যেরূপ সুন্দররূপে এই প্রস্তাব সিয়ের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং এ বিষয়ে

নূতনরূপে চিন্তা করিবার সুযোগ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সি, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "পাশ্চাত্য বন্ধুগণ আমার নিকট যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা গ্রাহ্য করিলে তো কোন ক্ষতি নাই। ঈশ্বর তো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীগুলির কল্যাণের জন্য আমাকে কৃপা করিয়া তাহাদিগের অস্তিত্বাবধি ব্যবহার করিতেছেন। তিনি যদি এখনও আমাকে আরও বাহুল্যরূপে ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন তবে করুন, আমি আর কোন্ সাহসে তাঁহার ইচ্ছা রোধ করিব?"

সি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া মিশনরীবন্ধুগণের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। এতদিন ধরিয়া প্রভুর ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যিনি ক্রুশবহন, ত্যাগস্বীকার, পরিচর্য্যা-কার্য্য প্রভৃতিতে যতই উপচিয়া পড়িতে পারিয়াছেন, তিনি ততই মণ্ডলীর নেতার পদে সমাসীন হইয়া মেষদলকে উপযুক্ত চরাণি প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রেরিত পৌল করিন্থীয়দিগের প্রতি পত্রে প্রভুর দাস্য-কর্ম্মে নিযুক্ত ভক্তদিগের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, সি স্বীয় জীবনে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। আজকাল যেমন বিদ্যালয়বিশেষে অধ্যাপনার কার্য্য শেষ করিয়া অনেক উষ্ণ-মস্তিষ্ক, অজাতশ্মশ্রু যুবককে আচার্য্যের ব্রত গ্রহণ করিয়াও তদ্বিপরীত আচরণ করিতে দেখা যায়, সিয়ের আচরণ সেরূপ ছিল না। সিয়ের চরিত্রে কপটতা ও অসরলতা মিশিতে পারিত না। তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, সেই অনুযায়ী কার্য্য করিতে প্রাণপণ করিতেন। তিনি শাস্ত্রীয় আদর্শানুসারে খ্রীষ্টীয় জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সেই

আদর্শানুসারে কার্য্য করিয়াছেন, কেহই তাঁহাকে আদর্শ-ভ্রষ্ট করিতে পারেন নাই।

মিশনরিগণ সিকে তাঁহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং এই শুভ কার্য্য সত্বরে সম্পাদন করিবার নিমিত্ত তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই ঘটনা-উপলক্ষে তাঁহারা এক মহতী সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, এবং নানা স্থান হইতে ভ্রাতৃ এবং ভগ্নিগণ আসিয়া ইহাতে যোগদান করিয়া এই ব্যাপারের গাম্ভীর্য্য আরও বাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে হুং টুং নগরে, ভক্ত সি সেই অঞ্চলের দেশীয় খৃষ্ট ভক্তবৃন্দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ্যে আচার্য্য-পদ গ্রহণ করেন। শত শত লোকের সম্মুখে সি জানু অবনত করিয়া উপবেশন করিয়াছেন এবং ভক্তগণ তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন এ দৃশ্য অতি মনোহর। যাঁহারা কখনও আচার্য্যপদে অভিষেক-কার্য্য স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছেন তাঁহারাই ইহার গাম্ভীর্য্য সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

ঈশ্বর যাঁহাকে স্বীয় হস্তের ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় এত দিন ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, আজ পাশ্চাত্য ভক্তগণ তাঁহাকে প্রকাশ্যরূপে আচার্য্য-পদে বরণ করিয়া তাঁহারি গৌরব এবং চীন ভক্তগণের অধিকার স্বীকার করিলেন। যে দেশে সিয়ের ন্যায় জাগ্রৎ-বিবেক ব্যক্তি আচার্য্য-পদে নিযুক্ত আছেন, সেই দেশ ধন্য। যে দিন সিয়ের ন্যায় আচার্য্যের সংখ্যায় জগৎ পূর্ণ হইয়া উঠিবে, সেই দিন ধরাধামে প্রভুর প্রতিশ্রুত স্বর্গ-রাজ্য আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়া সুখী হইব।

প্রকাশ্যে আচার্য্য-পদে বৃত হইবার পর ধর্ম্মপ্রাণ সি দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় নূতন কার্য্যের গুরুত্ব ও দায়িত্বসম্বন্ধে যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার কার্য্য করিবার ইচ্ছা বলবতী হইতে লাগিল। ষ্ট্যান্‌লি স্মিথ, হোষ্ট, ষ্টীভেনসন প্রভৃতি পাশ্চাত্য মিশনরীবর্গ তাঁহার সহিত এক প্রেমে, এক যোগে যুক্ত হইয়া মহানন্দে দক্ষিণ সান্‌সির কঠোর বক্ষ কর্ষণ করিয়া জীবনদায়ক বাক্যের বীজ ছড়াইতে লাগিলেন। এই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সংযোগ অতি অপূর্ব্ব ব্যাপার, এখানে উর্দ্ধতন ও অধতন কর্ম্মচারীর কোন কথা ছিল না, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্যকারী এবং প্রভুর দাস জ্ঞানে তাঁহারা কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভিন্ন দেশীয় এই ভক্তবৃন্দের মধ্যে সাম্যভাব যথার্থরূপে অর্থাৎ কেবল মুখের কথায় নয় কার্য্যেও বিরাজিত ছিল, সেই জন্যই ঘোর কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা, প্রেতপূজা প্রভৃতি অন্ধকারের প্রসূতি চীনভূমিতে সত্যের রাজ্য শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছিল। এই ভক্তগণ যীশুপ্রেমে এমনি মাতোয়ারা হইয়াছিলেন যে, ইহাঁদিগের মধ্যে ভেদাভেদ আর ছিল না। ষ্ট্যান্‌লী স্মিথ্ সিয়ের সহিত একসঙ্গে কার্য্য করিয়া আপনাকে এতই সুখী মনে করিতেন যে, সকল বিষয়ে সিকে উচ্চাসন প্রদান করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সময়ে স্মিথ্ তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে লিখিয়াছিলেন, "আমি সর্ব্বতোভাবে আপনাকে সিয়ের অধীন করিতে মনস্থ করিয়াছি। ঈশ্বর তাঁহাকে আশ্চর্য্যরূপে ব্যবহার করিতেছেন এবং এই সান্‌সি-অঞ্চলে আজ পর্য্যন্ত প্রভুর নামে যে সমস্ত কার্য্য হইয়াছে এবং অদ্যাপি হইতেছে, সে সমস্তই প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক আর পরোক্ষভাবেই হউক তাঁহারি কার্য্য। আমি

মিশনরীবৃন্দের "একচেটে ক্ষমতায়" বিশ্বাস করি না। পাশ্চাত্য মিশনরিগণ বিদেশ হইতে এদেশে কার্য্য করিতে আসিয়াছেন বলিয়াই যে দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানগণকে তাঁহাদিগের নেতার ন্যায় মিশনরীদিগের মুখের দিকে তাঁহাদিগকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে এবং অবনত মস্তকে তাঁহাদিগের মতে মত দিতে হইবে, তাহার কোন মানে নাই। মণ্ডলীর একমাত্র নেতা স্বয়ং খ্রীষ্ট। আহা! আমরা উত্তরোত্তর যদি কেবল তাঁহারি মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিতাম তাহা হইলে না জানি আমাদিগের কতই না মঙ্গল সাধিত হইত।" ধন্য ষ্ট্যান্‌লী স্মিথ্ যে তিনি এই প্রকার কথা লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ষ্ট্যান্‌লী স্মিথের ন্যায় সহৃদয় ও উচ্চ অঙ্গের ভক্ত, খ্রীষ্ট-প্রেমী পাশ্চাত্য বন্ধুগণ যত দেশবিদেশে প্রেরণ করিবেন ততই জগতের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইবে এবং জগতে খ্রীষ্টের রাজ্য নিকটবর্ত্তী হইবে।

আচার্য্য-পদ গ্রহণ করিয়া সি যে আপনাকে বিশেষ কোন একটি মণ্ডলীর কার্য্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার হস্তে ক্ষুদ্র ও মহৎ প্রায় ত্রিশটি মণ্ডলীর ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য বন্ধুগণের এবং দেশীয় সহকর্ম্মচারী ভ্রাতৃবৃন্দের সাহায্যে তিনি এতগুলি মণ্ডলী পরিদর্শন করিতেন। সি যখন আচার্য্যের পদ গ্রহণ করেন সেই সময়ে সিং ও চ্যাং নামক ভক্তদ্বয়কেও ডিকনের পদে নিয়োগ করা হইয়াছিল। মণ্ডলী-পরিদর্শন-কার্য্যে এই ভক্তদ্বয় সিকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। সিং, সি-পত্নীর কনিষ্ঠা ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সহিত আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

সিং সেবাব্রতে এতদূর উপচিয়া পড়িয়াছিলেন যে সিয়ের

স্বর্গারোহণের পর সান্‌সি-অঞ্চলস্থ মণ্ডলীর সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে সিয়ের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই বিশ্বাসী যুবকই তিনসহস্রমাত্র অহিফেনসংহারিণী বটিকা সম্বল করিয়া চাও-চেং-নগরে আশ্রম স্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং প্রচুর পরিমাণে প্রভুর আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ভীষণ বক্সার-বিদ্রোহের সময় সান্‌সি খ্রীষ্টীয়ানদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথমে সাংঘাতিকরূপে আহত হন। পশু-প্রকৃতি বক্সারগণ এই ভক্তের তলপেটে ছোরা দ্বারা এমনি সাংঘাতিকরূপে আঘাত করিয়াছিল যে, সেই সময় হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয় এবং ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রভুতে অনন্ত বিশ্রামলাভ করেন। চ্যাং একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পুরোহিত ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে আট বৎসর কাল অতি ধীরভাবে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম আলোচনা করিয়া, প্রভু যীশুকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে ভ্রান্তির কবল হইতে রক্ষিত হইয়া, সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করাতে ইহাঁর দ্বারাও মণ্ডলীর প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল।

প্রভুর আশীর্ব্বাদে এবং দেশীয় ও বিদেশীয় ভক্তগণের উৎসাহ ও উদ্যমের গুণে দ্রুতবেগে খ্রীষ্টের রাজ্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হুং-টুং নগরের উপাসনা-মন্দিরে যখন প্রায় চারি শত ভক্তদাস ও দাসী প্রভুর মৃত্যু স্মরণ করিবার জন্য তাঁহার মেজের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন, তখন তাহা দেখিয়া ভক্ত ষ্ট্যান্‌লী স্মিথ্ লিখিয়াছিলেন, "আজ যে অপূর্ব্ব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলাম জীবনে আর কখনও এমন দেখি নাই।"

সি আচার্য্যের পদ গ্রহণ করিতে লালায়িত ছিলেন না কিন্তু পাশ্চাত্য বন্ধুগণ তাঁহাকে এই পদ প্রদান করিয়া যোগ্য

ব্যক্তিকে যে যোগ্য সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অগ্নি-পরীক্ষা।

মানবজাতির ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু, যর্দ্দন-সলিলে যোহন কর্ত্তৃক জল-সংস্কার গ্রহণ করার পর, যখন পিতার বাণী শুনিলেন, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র ইহাঁতেই আমি পরমপ্রীত" তখন কেহই স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের পর আবার ঈশ্বরের প্রিয় পুত্রকে পাপপুরুষকর্ত্তৃক প্রান্তরে নীত ও পরীক্ষিত হইতে হইবে! তিনি নিষ্পাপ হইয়াও যখন পরীক্ষিত হইয়াছিলেন, তখন ঘোর পাপী, অপরাধী, নরকযোগ্য মানব যে আমরা আমাদিগকে যে পদে পদে পরীক্ষিত হইতে হইবে তাহার আর কথা কি? সিয়ের উচ্চ জীবন, জীবন্ত প্রার্থনা ও অটল বিশ্বাস প্রভৃতির আমরা যে পরিচয়প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে তাঁহার ন্যায় ভক্তকেও যে বিপদ-পরীক্ষায় পড়িতে হয়, ইহা ভাবিলে আমরা আশ্চর্য্য হই। কিন্তু ভক্ত-জীবন সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, ভক্ত, ধর্ম্ম-জীবনের যতই উচ্চশিখরে আরোহণ করেন, ততই বিপদ পরীক্ষার মেঘ ঘনীভূত হয়; তবে সাধারণ লোকের ও ভক্তের জীবনের পার্থক্য এই যে, সাধারণ লোকে পরীক্ষায় পতিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার দর্শন করে, আর ভক্তের চতুর্দ্দিকে যতই অন্ধকার আচ্ছন্ন হইতে থাকে, ততই তিনি অধিকতর বিশ্বাসের সহিত তাঁহার হৃদয়ের অধিপতিকে ডাকিতে থাকেন এবং এই

বিশ্বাসের বলে তিনি তাঁহার প্রভুর ন্যায় সকল পরীক্ষায় বিজয়ী হইতে পারেন। সিয়ের সম্মুখে ঘোর পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সেই পরীক্ষার নিষ্পেষণে অধীর হইয়া উঠেন নাই ; প্রভু তাঁহার সহিত আছেন, এই দিব্য জ্ঞানপ্রযুক্ত তিনি সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সিয়ের উপরে যে ভার অর্পিত হইয়াছিল তাহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে তাঁহার পত্নীসহ হুং-টুং-নগরে আসিয়া বাস করিতে হইয়াছিল। পশ্চিম-চ্যাং-পল্লীতে প্রভুর নামে আরব্ধ কার্য্যের ভার সিয়ের আত্মীয় সিংএর উপর ন্যস্ত ছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই যুবক সি-পত্নীর কনিষ্ঠা ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া সিয়ের সহিত আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সি এই যুবককে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, সুতরাং তাঁহার উপর পশ্চিম-চ্যাংএর ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে তিনি হুং-টুং নগরে গমন করিয়াছিলেন। ষ্ট্যান্‌লি স্মিথ্ হুং-টুংএ বাস করিতেন এবং ইহাঁরই ইচ্ছানুসারে সিকে এই নগরে আসিয়া বাস করিতে হইয়াছিল। এই পাশ্চাত্য মিশনরী মহোদয়কে বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিতে হইয়াছিল সুতরাং ইহাঁর উপর সোসাইটীকর্ত্তৃক যে ভার প্রদত্ত হইয়াছিল সি তাহা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

পাশ্চাত্য মিশনরীবৃন্দ সিকে আচার্য্যের পদ প্রদান এবং হুং-টং-নগরে তাঁহাকে একজন পাশ্চাত্য মিশনরীর স্থানে নিয়োগ করিয়া তাঁহাকে তাঁহারা তাঁহাদিগের সমান করিয়া তুলিয়াছেন, অনেক পরশ্রীকাতর, নীচমনা ব্যক্তি এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল। এমন কি সিয়ের বন্ধু ফ্যানও এই দলের সহিত যোগ

প্রদান করিয়াছিলেন! সি ফ্যানকে ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে ভালবাসিতেন কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ফ্যান, সিয়ের হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করিতে ত্রুটি করেন নাই। সিয়ের সাহায্যে ফ্যান ধর্ম্ম-জীবনের অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতেছিলেন কিন্তু পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, দ্বেষ অলক্ষ্যে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সেই উচ্চ স্থান হইতে অতি নিম্নে নিপতিত করিয়াছিল! ধর্ম্ম-জীবনের অতি উচ্চ স্থানে উত্থিত হইয়াও যখন আমরা কাহাকেও অবনতির পাদদেশে পতিত হইতে দেখি, তখন এক প্রকার আশ্চর্য্য শুষ্কতা ও অবিশ্বাস আসিয়া আমাদিগের দুর্ব্বল হৃদয়কে আন্দোলিত করে এবং মনে হয় যেন জগতে ধর্ম্মের কোন শক্তি নাই! কিন্তু আমরা যদি কিঞ্চিৎকাল এ বিষয়ে ধীরভাবে চিন্তা করি তাহা হইলেই বুঝিতে পারি, ভক্ত যতই ধর্ম্ম-জীবনে উন্নত হইতে থাকেন, পাপ-পুরুষ ততই সূক্ষ্মরূপে তাঁহার ছিদ্রান্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ধার্ম্মিকের মধ্যে পাপ-পুরুষ সূচীর ছিদ্রের ন্যায় ছিদ্র পাইলেই তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশসাধন করে। ভক্ত যদি স্বীয় সামান্য পাপটি তৎক্ষণাৎ বজ্র-মুষ্টিতে ধরিয়া ফেলেন, তাহা হইলে সে আর অগ্রসর হইতে পারে না; কিন্তু সেই পাপ যদি বিনা বাধায় অগ্রসর হইতে পায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে যে তাহার দ্বারা মহা অনিষ্ট সাধিত হয় ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। রাজর্ষি দায়ূদ, মহাজ্ঞানী শলোমন, খ্রীষ্ট-ভক্তবৃন্দের অগ্রণী পিতর প্রভৃতি মহাত্মাদের জীবন-দর্পণে আমরা ঈদৃশ ঘটনার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই। ধর্ম্ম-জীবনের অতি উচ্চে আরোহণ করিয়াও যদি এই মহাত্মাগণের ঘোরতর পতন হইয়া থাকে, তবে ফ্যানেরও যে

পতন হইতে পারে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? সিএর সম্বন্ধে যে অন্যায় ধারণা অতি ক্ষুদ্রাকারে ফ্যানের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি অঙ্কুরে তাহার মূল উৎপাটিত না করিয়া তাহাকে বৃদ্ধি পাইতে দিয়াছিলেন, তাই পরিণামে তিনি সিয়ের অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসা পদদলিত করিয়া তাঁহার ঘোর শত্রুতাচরণ করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন !

ফ্যান মণ্ডলীর একজন প্রধান ছিলেন সুতরাং মণ্ডলীতে তাঁহার প্রতিপত্তি কম ছিল না। মণ্ডলীতে তাঁহার প্রতিপত্তি থাকার দরুণ তিনি অল্পকালের মধ্যেই সিয়ের বিরুদ্ধে তাঁহার সহিত যোগদান করিতে অনেককেই লওয়াইতে পারিয়াছিলেন। ফ্যানের প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া কোন কোন ডিকন ও প্রধান, সিয়ের সহিত সকল প্রকার সংশ্রব ত্যাগ করিয়া ফ্যানের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। সিয়ের চরণতলে বসিয়া শিক্ষা-লাভ করতঃ যাহারা আশ্রমের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এমন অনেককেই ভাঙ্গাইয়া লইয়া এই বিরোধীপক্ষ তাঁহাদিগের দলপুষ্ট করিয়াছিলেন।

ফ্যান এবং তাঁহার সহচরবৃন্দের অধিকাংশই আশ্রমের কার্য্য-সম্বন্ধে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহারা সিয়ের আশ্রমের পার্শ্বে নূতন আশ্রম স্থাপন করিয়া তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিব্রত করিতে মনস্থ করিলেন। বলা বাহুল্য সিয়ের যে অহিফেন-ঘাতিনী বটিকার গুণ চীন সাম্রাজ্যময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ফ্যান তাহার নির্ম্মাণ-প্রণালী জানিতেন। যাঁহার ঔষধের গুণে ফ্যানের আশ্রম উন্নতিলাভ করিয়াছিল, আজ তিনি তাঁহার কৃত উপকার ভুলিয়া গিয়া সেই ঔষধ নিজে প্রস্তুত করিয়া

সিয়ের আশ্রমের আর্থিক ক্ষতিসাধন করিতে সমুদ্যত! ফ্যানের দল যে সিয়ের কেবল আর্থিক ক্ষতি করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে মনে করিয়াছিলেন তাহাই নহে, সিকে মিশনরীবর্গের নিকট নানা প্রকারে অপদস্থ করিতে এবং তাঁহাকে হুং-টং হইতে তাড়াইতে তাঁহারা প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়াছিলেন!

ফ্যান তাঁহার দলবলসহ প্রকাশ্যে সিয়ের বিরুদ্ধে উত্থিত হইবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। তিনি যে সিয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইয়াছেন, সি তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিন্তু ফ্যান যে প্রকাশ্যভাবে সিকে অপমান করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন সি তাহার কিছুই জানিতেন না। যতই দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, ততই ফ্যান ও তাঁহার অনুচরবর্গের প্রধূমিত বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রকাশ্যে সিয়ের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য তাঁহারা যে সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন সেই সুযোগ যে ঘটনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা চিন্তা করিলে মর্ম্মাহত হইতে হয়। সি এক বিশ্রামবারে "অতএব এক্ষণে মনুষ্য-পুত্র গৌরবান্বিত হইলেন," এই পদ-অবলম্বনে এক সুন্দর উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই পদের যত প্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইতে পারে তাহা বিবৃত করিলে পর, সি এই পদের আর এক প্রকার অর্থ করিয়া বলিয়াছিলেন, জগতের উন্নতিসম্বন্ধেও ঐ পদ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, প্রভুর জন্য তিনি যেমন ধন-সম্পত্তি, মান, সম্ভ্রম, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আজ তিনি তাঁহাকে তেমনি আবার সমস্তই প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত

করিয়াছেন। সিয়ের মুখে ঈদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া ফ্যানের দল ক্রোধে অধীর হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আর আমরা সহ্য করিতে পারি না; আমরা দেখিতেছি সিয়ের অহঙ্কারের মাত্রা এখন পূর্ণ হইয়াছে। পাশ্চাত্য মিশনরীর স্থান অধিকার করিয়া তিনি আমাদিগকে আরও হেয়জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন!" সি কাহারও মনে ব্যথা প্রদান করিবার জন্য ঐ পদের কোন প্রকার বিকৃতার্থ করেন নাই, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সরল বিশ্বাসের কথাই বলিয়াছিলেন কিন্তু ছিদ্রান্বেষিগণ তাঁহার ঐ সরল ব্যাখ্যায় মন্দার্থ আরোপ করিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন! জাগতিক সম্পদ, মান, সম্ভ্রম প্রভৃতি তাঁহাদিগের মস্তিষ্কে ঘূর্ণিত হইতেছিল, তাই তাঁহারা সিকে হুং-টুংএ ষ্ট্যানলী স্মিথের স্থানে কার্য্য করিতে দেখিয়া ঈর্ষ্যানলে জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন। সিয়ের আচার্য্য-পদ-গ্রহণ, হুং টুংএ কার্য্য করণ এবং ঐ উপদেশ দেওন এই তিন ব্যাপার একত্রে ঘনীভূত হইয়া ফ্যানের দলকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল, এবং পরিণামে ঐ অসূয়া-প্রসূত মত্ততা ঘোর পৈশাচিক কাণ্ডে পরিণত হইয়াছিল।

সি একদিন স্বীয় কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময়ে দ্বারদেশে বিকট চীৎকার শুনিতে পাইলেন। এই অভূতপূর্ব্ব চীৎকারের কারণ নির্দ্দেশ করিতে সিয়ের বিলম্ব হয় নাই। মুহূর্ত্ত মধ্যে, ফ্যান উন্মুক্ত তরবারিহস্তে তাঁহার দলবলসহ দস্যুর ন্যায় সিয়ের গৃহ আক্রমণ করিলেন!! খ্রীষ্টীয়ান যখন অধঃপতিত হয় তখন তাহার অবস্থা যে কি ভীষণাকার পরিগ্রহ করে ফ্যানের এই পৈশাচিক ব্যবহার তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সত্যের আস্বাদ-

প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি পতিত হয়, সে ঈশ্বর ও মানব উভয়েরই ঘোর শত্রু।

সি যে কক্ষে বসিয়াছিলেন, ফ্যান নিমেষ-মধ্যে শাণিত তরবারি হস্তে গর্জ্জন করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া অতি কর্কশস্বরে বলিতে লাগিলেন, "তুমি স্বীয় উদ্দেশ্যসাধন করিবার জন্য এতদিন আমাদিগের প্রতি বাহ্য ভালবাসা ও প্রীতি দেখাইয়াছ। তোমার লজ্জা হয় না, তুমি আমাকে তোমার উন্নতির সোপান-স্বরূপ ব্যবহার করিয়া আজ আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছ? আমি এখন সমস্তই বুঝিতে পারিতেছি, তুমি বিদেশীয়গণের অনুগ্রহ নিজেই সমস্তটা লাভ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে সর্ব্বদা তফাতে তফাতে রাখিয়াছিলে। তাই আজ আমরা অবজ্ঞাত হইতেছি আর তোমার প্রতি তাহারা সম্মানের উপর সম্মান স্তূপীকৃত করিয়া তোমার গৌরব বাড়াইয়া দিতেছে। উহাদিগের অনুগ্রহেই তুমি আমাদিগের উপর প্রভুত্ব চালাইতেছ। যথেষ্ট হইয়াছে, তোমার সহিত আমাদের আর কোন সম্বন্ধ নাই, এত দিন ধরিয়া আমরা তোমার সহিত যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছি তাহার হিসাব করিয়া আমাদিগের পারিশ্রমিক আমাদিগকে প্রদান কর, নতুবা কিছুতেই আজ আমরা তোমাকে ছাড়িতেছি না।"

সি, ধীর ও গম্ভীরভাবে এই মহাঝটিকার সম্মুখীন হইয়াছিলেন এবং বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবন ঘোর বিপদপূর্ণ। তিনি আত্মপক্ষসমর্থনার্থে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাঁহার কথা উত্তেজিত শত্রুপক্ষের কর্ণে প্রবেশ করিল না। ফ্যান এতদূর ক্রোধান্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারই দলের দুই চারিজন লোক বাধা প্রদান না করিলে, তিনি সেই ভীষণ অস্ত্রাঘাতে সিয়ের মস্তক দেহচ্যুত

করিতেন !! সিয়ের পলায়নের উপায় ছিল না, কাজেই তাঁহাকে ফ্যান ও তাঁহার অনুচরবর্গের হস্তে বন্দী হইতে হইয়াছিল।

এই সময়ে পিং-ইয়াং-নগরীতে ব্যাগনল-নামক একজন মিশনরী বাস করিতেছিলেন। এই উত্তেজিত জনসঙ্ঘ যখন দেখিতে পাইল হুং-টুংএ সি একাকী আছেন, তাঁহার নিকটে বিশেষ কিছু নাই, তখন তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "আমরা বিচার চাই, আমরা বিচার চাই, চল আমরা সিকে পিংইয়াংএ সেই বিদেশীয় সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্টের নিকট লইয়া যাই, দেখা যাউক তিনি আমাদিগের অভিযোগসম্বন্ধে কি বিচার করেন।" এই বলিয়া ফ্যানের দল নিরুপায় সিকে পিং-ইয়াংএ লইয়া চলিল। কয়েক ঘণ্টা পরে তাহারা পিং-ইয়াংএ মিষ্টার ব্যাগনলের বাসায় উপস্থিত হইল। মিষ্টার ব্যাগনল স্বীয় কম্পাউণ্ডে গোলমাল শুনিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, ফ্যান উন্মুক্ত তরবারি-হস্তে কতকগুলি লোকের সহিত সিকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার গৃহাভিমুখে আগমন করিতেছেন। এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারের কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া, ব্যাগনল তাড়াতাড়ি তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলে সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া সিয়ের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিতে বলিতে ঘোর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। এই ভীষণ চীৎকারের শব্দে ব্যাগনল তাহাদিগের অভিযোগের বিষয় কিছুই শুনিতে পাইলেন না। ব্যাগনল তাহাদিগকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই নিষ্ফল হইল। এই ভীষণ পৈশাচিক কোলাহলের মধ্যে ব্যাগনল সিয়ের আশ্চর্য্য আত্মসংযম ও প্রশান্ত ভাব দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। এই ঘটনা সম্বন্ধে

ব্যাগনল পশ্চাতে লিখিয়াছিলেন, "যে সময়ে ফ্যান ও তাঁহার অনুচরবর্গ আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া শার্দ্দুলের ন্যায় বিকট চীৎকার করিতেছিলেন, সেই সময়ে আমার মনে হইতেছিল আমি যেন নরকে বাস করিতেছি! কিন্তু এই সময়ে সি যে ভগবদনুগ্রহ-প্রসূত নির্ভয়তা ও ধীরতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা অতীব আশ্চর্য্য এবং ভক্তজনোচিত।"

অবশেষে নানা প্রকার সাধ্যসাধনার পর ব্যাগনল মহোদয় ফ্যান ও তাঁহার দলকে শান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া ফ্যানের সহিত মিশনরী মহোদয়ের কথোপকথন চলিয়াছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় সিয়ের প্রতি ফ্যানের যে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছিল তিনি তাহা অপনোদন করিতে পারিলেন না। ব্যাগনল ফ্যানকে কতই বুঝাইয়া বলিলেন যে, সিকে আচার্য্য-পদে বরণ করার দরুণ বা তাঁহাকে হুং টুংএ স্থানান্তরিত করণ প্রযুক্ত তাঁহার যে বিশেষ সম্মানবৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নহে, তিনি যেমন ছিলেন তেমনি আছেন, কেবল নামের একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র; কিন্তু এই কথা শুনিয়া জাগতিক সম্মান ও যশাভিলাষী ফ্যানের হৃদয় কিছুতেই দ্রবীভূত হইল না! ব্যাগনল ফ্যানের কবল হইতে সিকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে কোন এক নিরাপদ স্থানে পৌছাইয়া দিবার নিমিত্ত ব্যাগনল এক অশ্ব সজ্জিত করিতে তাঁহার ভৃত্যকে গোপনে আদেশ প্রদান করিলেন, কিন্তু ব্যাগনল সিকে স্থানান্তরিত করিবার আয়োজন করিতেছেন, ফ্যান তাহা বুঝিতে পারিয়াই অসিহস্তে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক সিয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার

অনুচরবৃন্দও পুনরায় ঘোরতর কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল !

ব্যাগনল যখন দেখিলেন কথায় ফ্যান ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে বশীভূত করা সম্ভব নহে, তখন তিনি সাহসের প্রতি নির্ভর করিয়া অসিহস্ত, গর্জ্জনকারী ফ্যানকে সবলে চাপিয়া ধরিলেন এবং সিকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিতে ইঙ্গিত করিলেন ! সি সুযোগ বুঝিয়া অশ্বারোহণে মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাঁহার তাড়নাকারী-দিগের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িলেন। ব্যাগনলের সাহস দেখিয়া ফ্যানের সঙ্গীনিচয় হতজ্ঞান হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল এবং তাহারা সিয়ের অনুসরণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইয়া এ যাত্রা জীবন-সঙ্কটে রক্ষা পাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন !

এই প্রকার খ্রীষ্টীয় জনানুচিত ব্যবহারের দ্বারা প্রতিপত্তিশালী হুং-টুং-মণ্ডলী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রভুর নির্ম্মল নামে কলঙ্কের কালী ঢালিয়া দিয়া তাঁহার গৌরব নষ্ট করিল এবং অবিশ্বাসী নর-নারীর সম্মুখে তাঁহাকে পুনরায় ক্রুশ-যন্ত্রণা প্রদান করিয়া আপনা-দিগের শাস্তির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল !!

ফ্যান স্বীয় স্বার্থ-সাধন এবং সিয়ের জীবননাশে অসমর্থ ও বিফলমনোরথ হইয়া ক্ষুণ্ণমনে তাঁহার দলবলসহ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং ইহার পরে আর সিয়ের শরীর আক্রমণ করিবার চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু নানা প্রকারে তাঁহার কুৎসা-রটনা করিয়া তাঁহার প্রতিপত্তি নষ্ট করিবার ত্রুটি করেন নাই।

ফ্যান সিয়ের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কিছুদিনের জন্য বিজয়ী হইয়াছিলেন। তিনি অর্থঋণ করিয়া, যে যে স্থানে সি আশ্রম-

স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে তিনিও প্রতিদ্বন্দ্বী আশ্রম-স্থাপন করিয়া সিয়ের পসার নষ্ট করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। এই প্রকারে ফ্যান কুড়িটি স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বী আশ্রম স্থাপন করিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই আশ্রমগুলিতে যাহারা কার্য্য করিতে-ছিল ফ্যান তাহাদিগের চরিত্র-পরীক্ষা না করিয়া যাহাকে তাহাকে নিযুক্ত করিয়া আশ্রমের পবিত্রতা বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি সি অপেক্ষা অল্প মূল্যে ঔষধ বিক্রয় এবং যে চাহিত তাহাকেই ঔষধ প্রদান করিতেন। সিয়ের নিয়ম ছিল যাহারা আশ্রমে আসিয়া বাস করিতে স্বীকৃত না হইত, তাহাদিগকে কোন মতেই ঔষধ প্রদান করিতেন না। আশ্রমে না আসিলে সি ঔষধ দিতেন না, তাহার কারণ আশ্রমের বাহিরে অহিফেন সেবীদিগকে ত্রাণকর্ত্তার বিষয়ে শিক্ষা দিবার বিশেষ সুবিধা ছিল না। ফ্যান বুঝিয়াছিলেন, যাহাকে তাহাকে ঔষধ প্রদান করিলেই সিয়ের আশ্রমে আর লোক আসিবে না, সুতরাং তাঁহার আর্থিক সমূহ ক্ষতি তো হইবেই তাহা ব্যতীত তাঁহার প্রতিপত্তিও বিনষ্ট হইবে। ফ্যান আশ্রমের এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া বাস্তবিকই সিয়ের আশ্রম-নিচয়ের সমূহ ক্ষতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই ফ্যান-সঙ্কটের সময়ে অনেকে সিকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু যাঁহারা তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং যাঁহারা ধর্ম্মের প্রকৃত আস্বাদ-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা কিছুতেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। বিপদ ও পরীক্ষার মেঘ ঘনীভূত হইয়া ঘোর ভীতি উৎপাদন করিলেও এই ভক্তদল সিকে সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থায় একাকী পরিত্যাগ করেন নাই। ইহাঁদিগের একমাত্র সম্বল প্রার্থনা, সেই প্রার্থনার প্রতি

নির্ভর করিয়া প্রভুর শ্রীমুখের দিকে দৃষ্টিপাত করত তাঁহারা দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন। এই ঘোর দুর্দ্দিনে প্রার্থনার দ্বারা তিনি যে কেমন আশ্চর্য্যরূপে ধৈর্য্য, সাহস ও বিশ্বাস রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা চিন্তা করিলে বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হইতে হয়। "তোমার সমস্ত ভার তাঁহার উপর অর্পণ কর, কেননা তিনিই তোমার জন্য চিন্তা করিতেছেন," শাস্ত্রের এই সান্ত্বনাপ্রদ বচনদ্বারা সি প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সি নূতন নূতন নগরে আশ্রম-স্থাপনপূর্ব্বক বিচক্ষণতার সহিত এতদিন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ফ্যান-সঙ্কটের সময়েই তাঁহার কয়েকটি আশ্রমে এমন দুই-চারিটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহাতে তাঁহাকে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিতে হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছি সি আশ্রম স্থাপন করণাবধি তাঁহার কোন আশ্রমে কেহ কখনও মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। কথায় বলে "বিপদ কখনও একাকী আইসে না," সিয়ের জীবনে আমরা এই প্রবাদের সার্থকতা দেখিতে পাই। সি যখন ফ্যান ও তাঁহার দলের দ্বারা ভীষণরূপে নানা দিকে নিষ্পেষিত ও নির্য্যাতিত হইতেছিলেন ঠিক সেই সময়ে তাঁহার দ্বারা চালিত আশ্রমগুলির মধ্যে কয়েকটিতে কয়েকজন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

যে কয়েকজন লোক মরিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুইজন-সম্বন্ধে সিকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছিল। চীন সাম্রাজ্যে জন্ম-মৃত্যু রেজেষ্ট্রী কিম্বা শব-ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা নাই। এই সম্বন্ধে রাজকীয় কোন বিধান নাই বলিয়া দুষ্ট লোকে অল্প আয়াসেই স্বীয় দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি

কাহারও বাড়ীতে বাসকালে সেখানে তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে গৃহস্বামীকে কিম্বা যে পল্লীতে তাহার মৃত্যু হইবে সেই পল্লীবাসী সকলকেই সেই মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে হইত এবং মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন ইচ্ছা করিলে গৃহস্বামীর নিকট হইতে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণও আদায় করিতে পারিত। সেই দেশে এই প্রকার প্রথা প্রচলিত আছে। এখন পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন সি নানা স্থানে আশ্রম স্থাপন করিয়া দেশীয় প্রথানুসারে আপনাকে কতটা দায়িত্বের অধীন করিয়াছিলেন। প্রভুর দাস সি, তাঁহার প্রিয় ত্রাণকর্ত্তার উপর সমস্ত আশাভরসা স্থাপন করিয়া, তাঁহারই শ্রীমুখের দিকে তাকাইয়া, এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। সর্ব্বশক্তিমান প্রভু যদি তাঁহার সহবর্ত্তী না থাকিতেন, তাহা হইলে ঈদৃশ কার্য্য সম্পন্ন করা তাঁহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইত না।

হুং-টুং-আশ্রমে মধ্যে মধ্যে অনেক অবস্থাপন্ন ও পদস্থ ব্যক্তি সি কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইবার জন্য আগমন করিতেন। একদিন এক প্রতিপত্তিশালী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ দলের বৃদ্ধ অধিপতি আশ্রমে থাকিয়া চিকিৎসিত হইবার মানসে সিয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং সি আগ্রহসহকারে তাঁহাকে আশ্রমে গ্রহণ করিয়া তাঁহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই বৃদ্ধ দলপতি ক্রমে ক্রমে আরোগ্য-লাভ করিতে লাগিলেন কিন্তু বহুকালের অভ্যাস বার্দ্ধক্যে সহজে যাইতে চায় না, তাই মধ্যে মধ্যে অহিফেনাভাবে তাঁহার বিষম কষ্ট হইতে লাগিল। বৃদ্ধের যন্ত্রণা একদিন একটু বৃদ্ধি পাইয়াছে, এমন সময়ে নিকটবর্ত্তী গ্রামের একজন ধনবান ও পদস্থ যুবক আশ্রম-রক্ষকের অজ্ঞাতসারে বৃদ্ধের

কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে উপবেশন এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিল। এই যুবকটি সিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত এবং সুযোগ পাইলেই তাঁহার অপবাদ রটনা করিতে ত্রুটি করিত না। বৃদ্ধের সহিত আলাপকালে এই কুটিল-মতি যুবকটি বুঝিতে পারিল বৃদ্ধ যন্ত্রণায় কাতর আছেন। যুবক তাঁহাকে বলিল, "আমার নিকট একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে আপনি যদি তাহা সেবন করেন তাহা হইলে আপনার বিশেষ উপকার হইবে। আমি স্বয়ং এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে আমার অত্যন্ত উপকার হইয়াছে।" যুবকের কথায় সন্দেহ করিবার কোন কারণ না দেখিয়া বৃদ্ধ তৎপ্রদত্ত ঔষধ সেবন করিলেন। যুবকের ঔষধ বিষাক্ত ছিল, সুতরাং তাহা সেবন করিবার কিছুক্ষণ পরেই বৃদ্ধ, যন্ত্রণায় অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। আশ্রম-রক্ষক বৃদ্ধের অতিরিক্ত যন্ত্রনা বৃদ্ধির কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই কিন্তু নানা প্রকার ঔষধ দিয়া অতি কষ্টে তিনি তাঁহাকে সুস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরদিন সন্ধ্যার সময় ঐ খলপ্রকৃতি যুবক আবার গোপনে বৃদ্ধের কামরায় প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "দেখুন এই অল্পমাত্রায় ঔষধ সেবন করিয়া আপনি কেমন সুস্থ হইয়াছেন এইবার যদি একটু বেশী পরিমাণে ঔষধ গ্রহণ করেন তাহা হইলে আপনি একেবারে সুস্থ হইতে পারিবেন।" বৃদ্ধ যুবককে চিনিতেন না, তিনি তাহাকে আশ্রমেরই একজন মনে করিয়া প্রথমে তাহার ঔষধ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার ঔষধের ফলেই যে তাঁহার ব্যাধি বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন নাই। এবারও বৃদ্ধ, যুবকের প্রতি কোন প্রকার

সন্দেহ বা অবিশ্বাস না করিয়া তাহার প্রদত্ত ঔষধ অধিক মাত্রায় সেবন করিলেন। ঐ ঔষধ সেবন করিবার অল্পক্ষণ পরেই বৃদ্ধের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িল, এবং রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধ ভীষণ যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন!!

সি মিশন-হাউসে ছিলেন; এই সংবাদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার মনে অত্যন্ত ভয় হইয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন মৃত দলপতির আত্মীয়স্বজন এবং তাঁহার দলের প্রধানেরা এই সংবাদ পাওয়ামাত্র আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ দাওয়া করিবেন কিম্বা অন্য কোন প্রকারে আশ্রমের ক্ষতি করিবেন। সিয়ের মনে এই ঘটনার দ্বারা আরও ভয় হইয়াছিল যে, যাহারা আশ্রমে আছে তাহারা হয়তো বিঘ্ন পাইয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। এইরূপ নানা প্রকার চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল এবং যিনি চিন্তাহারী তাঁহার নিকট অবনতজানু হইয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রার্থনার পর সি মৃতব্যক্তির আত্মীয়গণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিয়া আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন আশ্রমে আসিয়া নানাপ্রকার গোলযোগ শুনিতে পাইবেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আশ্রমবাসিগণ এই ঘটনাদ্বারা একটুও বিচলিত হয়েন নাই। সি বলিলেন, আশ্রমে বৃদ্ধের মৃতদেহ থাকার দরুণ যদি আশ্রমবাসিদিগের কোন বিঘ্ন হয় তাহা হইলে তিনি সকলকেই অন্যত্র স্থানান্তরিত করিতে প্রস্তুত আছেন। সিয়ের প্রস্তাব শুনিয়া আশ্রমস্থ সকলেই একবাক্যে বলিলেন,

তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার কোনই প্রয়োজন নাই, তাঁহারা যেমন আছেন তেমনই থাকিবেন। আশ্রমবাসিদিগের বাক্যে সি প্রোৎসাহিত হইয়া উপবাসসহকারে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এক দিন, দুইদিন, তিন দিন গেল তথাপি সেই মৃতব্যক্তির আত্মীয়স্বজনবর্গের নিকট হইতে কোন সংবাদ আসিল না! বৃদ্ধের শব যে স্থানে ছিল সেই স্থানেই কফিনশূন্য অবস্থাতে রহিয়াছে, সি ভয়ে শব স্থানান্তরিত করিতে পারেন নাই। বৃদ্ধের আত্মীয়গণের নিকট হইতে সংবাদ আসিতে যতই বিলম্ব হইতে লাগিল ততই সি মনে করিতে লাগিলেন হয়তো বৃদ্ধের আত্মীয়-স্বজনগণ পরামর্শ করিতেছেন, হঠাৎ তাঁহারা এক দিন আশ্রমে উপস্থিত হইয়া আশ্রম লুণ্ঠন করিবেন! সিয়ের ভীত হইবার কারণ যথেষ্ট ছিল কিন্তু প্রভু তাঁহাকে সকল প্রকার ভীতির হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। চতুর্থ দিবসে বৃদ্ধের সন্তানগণ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সি যখন তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন তখন তিনি তাঁহাদিগের উগ্রভাব না দেখিয়া বরং ধীর, শান্ত ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সি তাঁহাদিগের আগমনের বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন দলের প্রধানদিগের সহিত পরামর্শ করিতে এই কয়েক দিবস বিলম্ব হইয়াছে এবং সকলেই বলিয়াছেন যে এই ব্যাপার লইয়া কেহ কোন প্রকার গোলযোগ করিবেন না। সি বৃদ্ধের সন্তানগণের মুখে ঈদৃশ বচন শুনিয়া অতিমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে প্রভু তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়াছেন এবং তিনিই তাঁহাকে এ যাত্রা রক্ষা করিয়াছেন। প্রার্থনার ঈদৃশ জ্বলন্ত উত্তর দর্শন করিয়া খ্রীষ্টীয়ান, অখ্রীষ্টীয়ান সকলেই

স্তম্ভিত হইয়াছিল। বৃদ্ধের সন্তানগণের সদ্ব্যবহারে সি পরম প্রীত হইয়া যথোচিত সম্মানের সহিত তাহাদিগের পিতার মৃতদেহের সংকার করিলেন। যে দুষ্ট যুবক এই সমস্ত অনিষ্টের মূল, সে এবার পলায়ন করিতে পারে নাই; আশ্রম-রক্ষক তাহার মন্দ অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহাকে আশ্রমে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার এই মন্দ কার্য্যের জন্য সি তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার খ্রীষ্টীয় ঔদার্য্যগুণে তিনি তাহার নিকট হইতে বৃদ্ধের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অর্দ্ধেক ব্যয়মাত্র লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই প্রকার আর একটি ঘটনা হাউ-চাউ আশ্রমে ঘটিয়াছিল এবং ইহার জন্যও সিকে কম উদ্বিগ্ন হইতে হয় নাই।

হাউ-চাউএর নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে এক দরিদ্র বৃদ্ধ বাস করিত, এই বৃদ্ধের কয়েকটি সন্তান ছিল, তাহাদিগের মধ্যে অল্পাধিক সকলেই অহিফেন সেবন করিত, কিন্তু তাহার একটি সন্তানের অবস্থা অহিফেন-বিষে অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। বৃদ্ধ অতি সরল লোক ছিল, কিন্তু তাহার সন্তানগণ সকলেই অতিশয় খল ছিল। যুবকগণ যখন দেখিল তাহাদিগের ভ্রাতার জীবনের আর আশা নাই, তখন তাহারা তাহাকে সিয়ের আশ্রমে লইয়া যাইবার পরামর্শ করিল। যদি সেখানে গিয়া সে বাঁচে তবে ভালই, নচেৎ আশ্রমে মরিলে সিকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমস্ত ব্যয় বহন করিতে হইবে, এবং তাহারা ব্যয়ভার হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, এই প্রকার নীচ ভাবের দ্বারা চলিত হইয়া তাহারা তাহাদিগের পীড়িত ভাইকে সিয়ের আশ্রমে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল।

আশ্রমবাসিগণ এই খল-প্রকৃতি যুবকগণের দুরভিসন্ধি বুঝিতে

না পারিয়া, তাহাদিগের পীড়িত ভ্রাতার জীবনের আশা অধিক না থাকিলেও তাহাকে আশ্রমে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের খ্রীষ্টীয় চরিত্রের মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই যুবক কিছুদিন আশ্রমে বাস করার পরই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সি যথাসময়ে আশ্রমে উপস্থিত হইয়া মৃত যুবকের পিতার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যুবকের আত্মীয়স্বজন আশ্রমে আসিয়া মহা গোলযোগ করিবে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মৃত যুবকের পিতা কোন গোলযোগ করা দূরে থাকুক বরং মাটীতে পড়িয়া অতি কাতরভাবে সিকে বলিল, "আমার ছেলেগুলি সকলেই বড় দুষ্ট। আমি দেখ্‌ছি তারা দুঃখ দিয়ে আমায় মেরে ফেল্‌বে। মহাশয়, আমি যখন বাড়ী ছিলাম না সেই সময়ে তার ভাইরা তাকে আপনার আশ্রমে নিয়ে এসেছিল। এই বৃদ্ধের প্রতি আপনি কৃপা করুন এবং তাদের সব দোষ মাপ করুন।" বৃদ্ধের বিনীত বচনে সি অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভূমি হইতে উঠাইলেন, এবং তাহার মুখে তাহার পারিবারিক সমস্ত অবস্থা শুনিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন বৃদ্ধ বাস্তবিকই অতি দরিদ্র, তখন তিনি তাহার যথাসাধ্য সাহায্য করিলেন এবং মৃত যুবকের সৎকারের সমস্ত ব্যয় বহন করিলেন।

এই প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমে সর্ব্বসমেত আটজন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল কিন্তু প্রভুর বলবান হস্ত তাঁহাকে সকল প্রকার অপমান, নির্য্যাতন প্রভৃতির হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ফ্যানের হিংসা-দ্বেষ-প্রসূত ষড়যন্ত্র এবং আশ্রম-ঘটিত এই সকল অশান্তি একদিকে এবং সিয়ের বিশ্বাস, প্রার্থনাশীলতা, নির্ভর-শীলতা ও ধৈর্য্য প্রভৃতি অপরদিকে; এই দুই দিক যখন আমরা

গম্ভীরভাবে চিন্তা করি, তখন বুঝিতে পারি প্রভু তাঁহার দাসকে কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করেন নাই। এক এক সময়ে প্রতিকূল অবস্থাপুঞ্জ তাঁহার চতুর্দ্দিকে রজনীর গভীর অন্ধকার সদৃশ প্রতীয়মান হইত বটে কিন্তু তিনি সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে এক মহা বলবান হস্ত ধারণ করিয়া, "তোমার চতুর্দ্দিকে দেখিও না আমার দিকে দেখ, কেননা আমি তোমার ঈশ্বর," এই মধুর অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত হইতেন।

ফ্যান সিয়ের প্রতি এত মন্দ ব্যবহার করিলেও সি কখনও তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করেন নাই। পাশ্চাত্য মিশনরিগণ ফ্যানের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। ষ্ট্যানলি স্মিথ্ ও হোষ্ট এক নূতন স্থানে মিশন স্থাপন করিয়া ফ্যানকে তাহার ভার প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার প্রতি প্রদত্ত দায়িত্ব তিনি বিশ্বস্ততার সহিত সম্পাদন করিতে না পারায় মিশনরিগণ বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সেখান হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন।

ফ্যান যে সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী আশ্রম স্থাপন করিয়া সিয়ের আশ্রমের ক্ষতি সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন সেই সময়ে তাঁহার অনুরক্ত কয়েকজন তাঁহাকে ফ্যানের অত্যাচারের প্রতিকার করিতে বলিয়াছিলেন কিন্তু সি তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "স্থির হইয়া কেবল ধৈর্য্যপূর্ব্বক অপেক্ষা কর। এই যুদ্ধে আমাদিগের যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। তোমরা দেখিতে পাইবে তিন মাসের মধ্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বী আশ্রমগুলির অস্তিত্ব লুপ্ত হইবে!"

আশ্চর্য্যের বিষয়, ফ্যানের আশ্রমসম্বন্ধে সিয়ের ভবিষ্যৎ-বাণী কথায় কথায় সিদ্ধ হইয়াছিল! তিন মাস অতিবাহিত হইতে

না হইতে ফ্যান ঋণগ্রস্ত হইয়া আশ্রমগুলি বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ফ্যানের পতন হইতে দক্ষিণ-সান্‌সি-অঞ্চলস্থ মণ্ডলী বিশেষ চেতনাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে তুষ বায়ুতে উড়িয়া গিয়াছিল এবং শস্য গোলাঘরে সংগৃহীত হইয়াছিল। যাহারা ফ্যানের কুচক্রে পড়িয়া সিয়ের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিল তাহারা তাহাদিগের কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইয়া পুনরায় সিয়ের সহিত কার্য্যে যোগদান করিয়াছিল। ফ্যান প্রতিদ্বন্দ্বী আশ্রম স্থাপন করিয়া পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত এবং পাশ্চাত্য মিশনরিগণ কর্ত্তৃক নূতন মিশন-ষ্টেসন হইতে অপসারিত হইয়া পুনর্ব্বার অহিফেন-সেবন, অহিফেন-চাষ অভিনয়-দর্শন প্রভৃতি অখ্রীষ্টীয় কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় ফ্যানকে অধিক দিন অতিবাহিত করিতে হয় নাই, তিনি পরিণামে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন এবং সিয়ের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়া স্বীয় অন্যায় কর্য্যের কলঙ্ক অপনোদন করিয়াছিলেন।

ফ্যানের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ার পরও প্রায় ৬ বৎসর কাল সি নূতন নূতন স্থানে আশ্রম স্থাপন করিয়া অদম্য উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। সিয়ানকু, উইলান, হিল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষাবাদী স্থানে যেখানে বিদেশীয় মিশনরিগণের প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না, সেই সমস্ত স্থানে সি আশ্রম স্থাপন করিয়া প্রভুর বাক্য-প্রচারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এই ছয় বৎসরের মধ্যে সি, ইংলণ্ড ও ওয়েলস্‌প্রদেশ একত্রে যতটা স্থান অধিকার করে, চীন দেশের ততটা স্থানের মধ্যে চল্লিশটি

আশ্রম স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপিত তাঁহার এই সমস্ত আশ্রমগুলিতে দুই শত লোক নিযুক্ত থাকিয়া মিশনের গলগ্রহ না হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

এই আশ্রম গুলির সাহায্যে সহস্র সহস্র লোক অহিফেন-সেবন ত্যাগ করিয়াছিল এবং অনেকে প্রভুর চরণে আত্ম সমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই প্রচণ্ড পরীক্ষার বিষয় সি লিখিয়াছিলেন, "এই সময়ে পাপ-পুরুষ আমাকে অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল। যাহাদিগকে আমার অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়া জানিতাম, তাহারাই আমার বিরুদ্ধে উঠিয়াছিল, এমন কি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে তাহারা উদ্যত হইয়াছিল। আশ্রমগুলিতেও এই সময়ে বিশেষ পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছিল। আমার পরীক্ষাগুলি অতি ভীষণ ছিল কিন্তু আমি প্রত্যেকটীকে আমার মঙ্গলময় পিতার নিকট হইতে আমার মঙ্গলের জন্য আগত বলিয়া জ্ঞান করিতাম। এই সময়ে আমি তিন চারি দিন উপর্য্যুপরি উপবাস করিয়া পিতার চরণ অশ্রুসিক্ত করিয়াছি। প্রভুর মহা নামের ধন্যবাদ করি যে, তিনি আমাকে সকল পরীক্ষায় রক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহারি কৃপায় এখন আমার হৃদয়ে এবং চারি দিকে অপূর্ব্ব শান্তি ও আনন্দ বিরাজ করিতেছে।" প্রভুর দাস সি ধন্য এবং যাঁহারা তাঁহার ন্যায় বিপদ-পরীক্ষায় প্রভুর মঙ্গল হস্ত দর্শন করিয়া উল্লসিত হন তাঁহারাও ধন্য। যে দেশে সিয়ের ন্যায় উন্নতচরিত্র, জীবন্ত বিশ্বাসী খ্রীষ্ট-ভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সে দেশ যে পরম সৌভাগ্যশালী তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বিবিধ গুণসম্পন্ন চরিত্র।

ভক্তের জীবন-উদ্যানে প্রতিনিয়ত স্বর্গের মন্দ মন্দ সমীরণ প্রবাহিত হয় বলিয়াই, সেই প্রভু-বাঞ্ছিত অপূর্ব্ব স্থানে আমরা রাশি রাশি প্রস্ফুটিত কুসুম সন্দর্শন করিয়া মোহিত না হইয়া থাকিতে পারি না। এই মনোহর উদ্যানে যে কত বিচিত্র বর্ণের, কত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর, কত ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় নয়ন-মুগ্ধকর, প্রাণ বিমোহনকারী সুন্দর সুন্দর পুষ্প বিরাজ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ভক্তবৎসল ঈদৃশ উদ্যানে বসতি করিতে সর্ব্বদাই প্রীতি অনুভব করেন। প্রেমাস্পদ পাঠক-পাঠিকে, এই উদ্যান-স্থিত অপূর্ব্ব পুষ্পরাজী যে কি তাহা কি আপনি জানেন? প্রেম, দয়া, ধৈর্য্য, ক্ষমাশীলতা, বিনয়, শিষ্টাচার ইত্যাদি ভক্তজীবনোদ্যানের এক একটি অমূল্য কুসুম-নিচয়ে যাঁহার জীবন সদা শোভিত, তিনিই ধন্য, তিনিই প্রভুর প্রীতির পাত্র, তাঁহার হৃদয়েই প্রভু সদা বাস করেন।

ভক্ত সিয়ের জীবনোদ্যানে এবম্প্রকার অনেক পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া চীনবাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। এই উদ্যান হইতে কয়েকটি মাত্র বহুমূল্য পুষ্প চয়ন করিয়া, আজ এই অধ্যায়ে আমরা আমাদিগের পাঠক-পাঠিকাদিগকে উপহার প্রদান করিব, আশা করি এই প্রভু-বাঞ্ছিত পুষ্পের সুঘ্রাণে তাঁহাদিগের প্রাণ-মন প্রফুল্লিত ও আমোদিত হইবে।

খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-গ্রহণ করার দরুণ সিয়ের আত্মীয় বন্ধু বান্ধব তাঁহার প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়াছিলেন। নানা অত্যাচার সত্ত্বেও সি

যখন খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই, তখন তাঁহার সহ পণ্ডিত-মণ্ডলী তাঁহাকে জব্দ করিবার এক অতি নিকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া চৈনিক পণ্ডিত-সমাজে ঘোর কলঙ্কের কালী ঢালিয়া দিয়াছিলেন! পাশ্চাত্য প্রদেশস্থ এবং ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ উচ্চ-শিক্ষা-প্রাপ্ত যুবকবৃন্দকে যেমন সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করিয়া, তাঁহাদিগের যথোচিত সমাদর করেন, তদ্রূপ চীন-দেশেও কৃতবিদ্য যুবকগণ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সি, এই চৈনিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্য দেশীয় বি, এ উপাধির সমতুল্য উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ সিকে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইবার বিষয়ে বিফল-মনোরথ হইয়া তাঁহারা তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি হইতে বঞ্চিত করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন! সি যে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ব্যক্তি (চ্যানসেলার) অত্যন্ত খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-বিদ্বেষী ছিলেন। পণ্ডিতগণ একপরামর্শ হইয়া সিয়ের উপাধি-কাড়িয়া লইবার জন্য চ্যানসেলারের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। চ্যানসেলার মহাশয় সিকে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী জানিয়া ক্রোধবশতঃ বিনা বিচারে সিয়ের উপাধি কাড়িয়া লইতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন! চ্যানসেলারের আদেশ মাত্র সি এই সম্মানজনক উপাধি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, এবং এই সুযোগে নীচমনা পণ্ডিতদল নানা প্রকার বিদ্রূপবাক্যে সরলমনা সিয়ের হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা প্রদান করিতে ত্রুটি করেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিতে ভূষিত হইয়া আবার কোন কারণে সেই উপাধিতে বঞ্চিত হওয়া সভ্য জগত সমূহে যেমন ঘোর অপমানের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়, চীন-দেশেও ঠিক তদ্রূপ। খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াই সি চীন-সমাজে ঘোর

ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহার উপরে আবার এই উপাধি কাড়িয়া লওয়াতে তিনি আরও লোক সমাজে ঘৃণিত বলিয়া গণ্য হইতে লাগিলেন! চ্যানসেলারের এই গর্হিত, আইন-বিরুদ্ধ কার্য্যের জন্য সিয়ের খ্রীষ্টীয় বন্ধুবান্ধব চ্যানসেলারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থাপিত করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন, কিন্তু সি তাঁহাদিগের পরামর্শমত কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন না। সি আইনের আশ্রয় না লইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, ঈশ্বর যেন চ্যানসেলারকে সুমতি প্রদান করেন এবং তিনি যেন তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করেন।

চ্যানসেলারের এবম্প্রকার ব্যবহারে, সিয়ের যে সমস্ত পাশ্চাত্য মিশনারীর সহিত পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহারাও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। সি স্বয়ং চ্যানসেলারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। চীন-দেশে সর্ব্বশ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীর মধ্যে উৎকোচ গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে। উক্ত দেশে এমন কার্য্য নাই যাহা উৎকোচের সাহায্যে সম্পন্ন না হইতে পারে। চৈনিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চ্যানসেলারের পদ অতি উচ্চ তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই উচ্চ ও সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইয়াও ইহাঁরা মধ্যে মধ্যে এমনই নীচতা প্রকাশ করেন যে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করিতে লজ্জা বোধ হয়। সি চ্যানসেলার মহাশয়ের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি যদি তাঁহাকে উৎকোচস্বরূপ অর্থ প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি ফিরিয়া পাইতে পারেন!! সি খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-গ্রহণ করিয়া বিবেকবাণীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিখিয়াছেন। সুতরাং তিনি চ্যানসেলারের এই অবৈধ প্রস্তাবে কিছুতেই স্বীকৃত হইতে পারিলেন না। একজন দরিদ্র শিক্ষিত

খ্রীষ্ট-সেবক এবং আর একজন শিক্ষিত ধনী পৌত্তলিকের মধ্যে যে কত পার্থক্য, এই ঘটনাদ্বারা তাহা স্পষ্টই প্রমাণীকৃত হইতেছে। সি স্বীয় উপাধি ফিরিয়া পান আর নাই পান, তিনি যে তাহার জন্য কোন অবৈধ উপায় অবলম্বন করিবেন না, সে সম্বন্ধে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া চ্যানসেলারের গৃহ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। মিশনরী ড্রেক মনে করিলেন এই ব্যাপার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার গোচর করিলে হয় তো কোন ফল ফলিতে পারে। ড্রেক এ বিষয়ের কৃতকার্য্যতা-সম্বন্ধে সন্দেহযুক্ত হইয়াও শাসনকর্ত্তার নিকট এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় শাসনকর্ত্তা মহোদয় ড্রেকের আবেদনপ্রাপ্ত হইয়াই চ্যানসেলারকে তাঁহার আদেশ শীঘ্র প্রত্যাহার করিয়া সিয়ের উপাধি ফিরাইয়া দিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শাসনকর্ত্তার আদেশ-প্রাপ্ত হইয়াও ঐ অর্থ-লোলুপ চ্যানসেলার সিয়ের নিকট হইতে কিছু প্রাপ্তির আশায় তাঁহার উপাধি তাঁহাকে প্রত্যার্পণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন কিন্তু যখন দেখিলেন সিয়ের নিকট হইতে কিছু আদায় করা সম্ভবপর নহে, তখন তিনি তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং সি পুনরায় তাঁহার উপাধি ফিরিয়া-পাইয়াছিলেন। এই ব্যাপারে সি যেপ্রকার স্বীয় চরিত্রের দৃঢ়তা এবং প্রভুতে অবিচলিত বিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন তাহা খ্রীষ্ট-ভক্তমাত্রেরই অনুকরণীয়। সিয়ের উপাধি-পুনঃপ্রাপ্তির সংবাদ যখন ভক্তবৃন্দের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তখন সকলেই অবনত মস্তকে প্রভুর ধন্যবাদ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, প্রভু তাঁহাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়াছেন এবং প্রার্থনার ফলস্বরূপ সি স্বীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি নঃ পুপ্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি

প্রকৃত বিশ্বাসী তিনি যে জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে প্রভুর মঙ্গল হস্ত দেখিতে পাইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

সিয়ের হৃদয় যে কত উদার, তিনি পরের উপকার সাধন করিবার জন্য যে কতদূর ত্যাগ স্বীকার করিতেন, নিম্নলিখিত ঘটনাটির দ্বারা তাহা প্রমাণীকৃত হইবে। পশ্চিম চ্যাং হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত প্যানটোলি-নামক এক গ্রামে কতকগুলি খ্রীষ্টীয় পরিবার বাস করিতেন। সিয়ের দ্বারাই ইহাঁরা প্রভুর রাজ্যে আনীত হইয়াছিলেন, সুতরাং এই গ্রামস্থ ভক্তগণ সিকে তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-পিতার ন্যায় দেখিতেন। সিয়ের জীবন-আলোচনা-কালে চ্যাং নামক এক ভক্তের নাম আমরা স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছি। এই চ্যাংএর আর এক সহোদর ছিলেন এবং তাঁহারা উভয়েই প্যানটোলি-গ্রামে বাস করিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ একদিন এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল ! উভয়ে শেষে এতদূর উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, কনিষ্ঠ চ্যাং, নিকটে পতিত এক সুতীক্ষ্ণ কাটারি তুলিয়া লইয়া, ক্রোধভরে জ্যেষ্ঠ চ্যাংএর প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন !!

জ্যেষ্ঠ চ্যাংএর নিকটে কোহ নামক-একজন শিক্ষার্থী যুবক দাঁড়াইয়া ছিল, এবং কনিষ্ঠ-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র জ্যেষ্ঠ চ্যাংএর উপর পতিত না হইয়া, কোহের উপরে পতিত হইয়া তাহাকে সাংঘাতিকরূপে আহত করিয়াছিল ! আশ্চর্য্যের ও অতিশয় দুঃখের বিষয় এই যে, ভ্রাতৃদ্বয়ের বিবাদ প্রযুক্ত এই নিরপরাধী যুবক আহত হইলেও, তাঁহারা বিবাদে নিবৃত্ত হয়েন নাই ! প্যানটোলিস্থ অন্যান্য খ্রীষ্ট-ভক্তগণ ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ সিয়ের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্র

সি চ্যাং ভ্রাতৃদ্বয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহারা তখনও পৈশাচিক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিকট চীৎকারপূর্ব্বক এক ভ্রাতা আর এক ভ্রাতাকে অভিসম্পাত প্রদান করিতেছেন! সি ভ্রাতৃযুগলের প্রচণ্ড ভাব দর্শন করিয়া তাহাদিগকে কোন কথা না বলিয়া, এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া অবনতজানু হইয়া, প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সিকে আসিতে সকলেই দেখিয়াছিলেন কিন্তু তিনি যে আবার কেন কোথায় চলিয়া গেলেন তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। সি নিরুদ্দেশ হওয়াতে সকলে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি আবার সকলের সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোহ যে স্থানে আহত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই স্থানে গিয়া তাহার সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন! এতক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ কোহের তত্ত্ব লয় নাই, সে বেচারী ভূমিতে পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল। সি তাহার ক্ষত স্থান উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, পটী বাঁধিয়া দিয়া, তাহাকে কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থতা প্রদান করিলেন। এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহারা তফাতে দাঁড়াইয়া ছিল বা যাহারা চ্যাং-ভ্রাতৃদ্বয়কে বিবাদে ক্ষান্ত হইতে বলিতেছিল তাহারা সিকে কোহের সেবা করিতে দেখিয়া, তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। কোহের আত্মীয় স্বজন তাহার আহত হইবার সংবাদপ্রাপ্ত হইয়াই, চ্যাং-ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগের আত্মীয়কে আহত করার দরুণ অনেক অর্থ ক্ষতিপূরণস্বরূপ দাবী করিয়া বসিল। চ্যাং-ভ্রাতৃদ্বয় একটু প্রকৃতিস্থ হইলে, সি তাঁহাদিগের অশ্রীষ্টীয় ব্যবহারের দরুণ তাঁহাদিগকে এমনি প্রেমের সহিত অনুযোগ করিয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ং অশ্রুপাত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে ভ্রাতৃদ্বয়ও তাঁহাদিগের অপরাধের জন্য ঘোর অনুতাপ করিয়া ক্রন্দন করিতে

লাগিলেন। দর্শকবৃন্দ মনে করিয়াছিল, সি ক্রুদ্ধ হইয়া চ্যাং-ভ্রাতৃদ্বয়কে ঘোর তিরস্কার করিবেন, কিন্তু কঠোরতার পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রেম-ব্যবহার দেখিয়া সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন।

সি কোহ্‌কেও যথেষ্ট সান্ত্বনা প্রদান করিলেন কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, কেবল মৌখিক সান্ত্বনা প্রদান করিলেও কোহ্ কোন গোলমাল করিবে না, কিন্তু তাহার আত্মীয়স্বজন যে ক্ষতি-পূরণ দাবী করিয়াছে, সে সম্বন্ধে কিছু না করিলে তাহারা কিছুতেই শান্ত হইবে না। যাঁহারা প্রকৃত খ্রীষ্ট-ভক্ত তাঁহারা কবল মৌখিক সান্ত্বনা প্রদান করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন না, তাঁহারা কথানুযায়ী কার্য্যও করিয়া থাকেন। সি স্বীয় কার্য্যের দ্বারা প্রায়ই তাহা দেখাইতেন। কোহ্ যে প্রকার সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে তাহাকে কিছুদিন পর্য্যন্ত শয্যাগত থাকিতে হইবে, সুতরাং তাহাকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ কিছু অর্থ প্রদান করা উচিত; কিন্তু সি সঙ্গে কিছুই আনেন নাই, কি প্রকারে যে কোহ্‌কে কিছু প্রদান করিবেন, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। সিয়ের গায়ে একটি বহুমূল্য পশমী ওভার-কোট ছিল, তিনি তাহাই বিক্রয় করিয়া, কোহ্‌কে সাহায্য করিয়া তাহার আত্মীয়স্বজনের দাবী পূরণ করিতে স্থির করিলেন! সি কাহাকেও কিছু না বলিয়া, একজন বস্ত্রবিক্রেতার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার ওভারকোট বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাইলেন, তাহা কোহের আত্মীয়গণের হস্তে দিয়া স্বীয় খ্রীষ্টীয় চরিত্রের মহত্ত্ব প্রদর্শন করিলেন। ওভার-কোট বিক্রয় করিয়া সিয়ের গায়ে যে কাপড়-চোপড় ছিল, তাহা প্রচণ্ড শীত নিবারণকল্পে যথেষ্ট ছিল না, কিন্তু পরোপকারী সি স্বীয় অসুবিধার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, কোহের আত্মীয়বর্গকে অর্থ-

প্রদান করিয়াছিলেন এবং সমবিশ্বাসী চ্যাংভ্রাতৃবর্গের সম্ভ্রম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সি স্বীয় খ্রীষ্টীয় ব্যবহার ও ত্যাগস্বীকারের দ্বারা এই ভ্রাতৃযুগলকে যে অপূর্ব্ব শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা জীবনে কখনও বিস্মৃত হন নাই। এই ঘটনার পর হইতে ক্ষুদ্র প্যানটোলি-গ্রামে আশ্চর্য্যরূপে প্রভুর রাজ্যবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সি যখন শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে স্বীয় গৃহাভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন, তখন চ্যাং-ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাদিগের দুর্ব্যবহারের জন্য বাষ্পাকুললোচনে সিয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া কিছু বলিতে যাইবেন. এমন সময়ে সি তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "ভাই, তোমরা আমার জন্য দুঃখিত হইও না, আমার কোন কষ্টই হইবে না, আমি শীঘ্রই বাড়ী গিয়া পৌঁছাইব। প্রভু যে তোমাদিগকে সুমতি প্রদান করিয়াছেন ইহার জন্য তাঁহার নামের ধন্যবাদ করি। সাবধান, আর কখনও পাপ-পুরুষের প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া প্রভুর নামে কলঙ্কারোপ করিও না। তিনি তোমাদিগকে রক্ষা ও সাহায্য করুন।" সিয়ের হৃদয় যে কতদূর প্রশস্ত ছিল এবং তিনি যে স্বয়ং নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিয়াও সর্ব্বদা প্রভুর গৌরব-রক্ষণে উদ্যোগী ছিলেন, এই ঘটনার দ্বারা তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়।

সি স্বভাবতঃ একটু উগ্র-প্রকৃতি ছিলেন, কিন্তু গুপ্ত সাধনার বলে তিনি স্বভাবজাত এই উগ্রতার উপর জয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সাধনার বলে তিনি যে নানা প্রকার অত্যাচার, নির্য্যাতন অম্লানবদনে সহ্য করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, ফ্যান-সঙ্কট-কালে আমরা তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

সি ইচ্ছা করিলেই ফ্যানের অন্যায় কার্য্যের প্রতিশোধ লইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি অত্যাচার-নিষ্পেষিত সেই প্রভুর প্রতি দৃষ্টি করিয়া স্বীয় স্বাভাবিক উগ্রতাকে মাধুর্য্যে পরিণত করত ফ্যানের সকল অত্যাচার নীরবে বহন করিয়াছিলেন ; এবং ফ্যান যখন তাঁহার সহিত পুনর্মিলিত হইতে আসিয়াছিলেন, তখন অতীতের সমস্ত অপ্রিয় বিষয় ভুলিয়া গিয়া, তিনি তাঁহাকে ভ্রাতার ন্যায় আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

পাশ্চাত্য মিশনরিগণের সহিত অনেক সময়ে কোন কোন বিষয়ে সিয়ের মতান্তর উপস্থিত হইলেও তিনি এমনি ধীর ও শান্তভাব প্রদর্শন করিতেন যে, কেহ বুঝিতে পারিত না যে, মিশনরিগণের সহিত তাঁহার কোনরূপ সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি স্বীয় স্বভাবজাত উগ্রতার বশবর্ত্তী হইয়া যদি চলিতেন, তাহা হইলে ইচ্ছামাত্রেই পাশ্চাত্য মিশনরিগণের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মিশন-কার্য্য পরিচালন করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি এতদিন মিশনরিবর্গের সহিত একযোগে কার্য্য করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মিশনরিগণকে তিনি পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদিগের কার্য্যের সমূহ ক্ষতি হইবে এবং তাঁহাকেও মিশনরিগণ পরিত্যাগ করিলে তাঁহার কার্য্য-ক্ষেত্রেও ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে এবং তদ্দ্বারা চীন-সাম্রাজ্যে প্রভুর রাজ্য-বৃদ্ধির পথে কণ্টক পড়িবে। স্যানসি-প্রদেশস্থ মণ্ডলীগুলির প্রতি সিয়ের অসীম প্রতিপত্তি ছিল এবং প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটী আশ্রমের সহিত তাঁহার অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকার দরুণ তাঁহার খ্যাতি, যশ, প্রতিপত্তি প্রভৃতি উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল। আশ্রমগুলি সিয়ের হৃদয়ের ধনস্বরূপ ছিল

এবং সেগুলির জন্য তিনি বহু অর্থ ও পরিশ্রম অকাতরে ব্যয় করিতেন। পাশ্চাত্য মিশনরিগণের মধ্যে কেহ কেহ এই আশ্রমগুলি তুলিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, আশ্রমের জন্য যত অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করা হয়, তদনুরূপ ফল তাহার দ্বারা হয় না। সিয়ের নিকট এই প্রস্তাব অতীব অপ্রিয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি মিশনরিগণের সকলকেই প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, সুতরাং তাঁহাদিগের প্রস্তাবের কোন প্রকার তীব্র সমালোচনা না করিয়া, এ সম্বন্ধে প্রভুর ইচ্ছা জানিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যতই তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, ততই তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, আশ্রমগুলি বন্ধ করা প্রভুর অভিপ্রেত নহে।

যে সমস্ত মিশনরী আশ্রম বন্ধ করিবার প্রস্তাব সিয়ের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে এ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট উত্তর না পাইয়া, তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদিগের প্রতি বিরক্ত না হইয়া অতি প্রেমের সহিত তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ, আমি আপনাদিগের পরামর্শ বহুমূল্য জ্ঞান করি, কিন্তু আপনারা কি মনে করেন এই আশ্রমগুলি আমি নিজের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া খুলিয়াছি? এগুলি যদি আমার ইচ্ছাসম্ভূত হইত, তাহা হইলে আমি একটিও আশ্রম খুলিতাম না। ইহা স্বয়ং প্রভুর কার্য্য, এবং প্রভু যদি আমার দ্বারা এই কার্য্য চালাইতে চান, তাহা হইলে আমি কে, যে তাঁহার ইচ্ছারোধ করি? আমি কখনই বলিতে পারি না যে, আমি এই আশ্রমগুলি চালাইব, বা চালাইব না—আমি তাঁহার দাস, আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁহারি হস্তে ব্যবহৃত হইতে চাই।"

সিয়ের এতাদৃশ ভাব দেখিয়া আর কেহ কখনও তাঁহাকে আশ্রম তুলিয়া দিবার কথা বলেন নাই। অর্থ-সঙ্কট বা বিশেষ কোন বিশৃঙ্খলার দরুণ তাঁহাকে দুই একটি আশ্রম তুলিয়া দিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রসিদ্ধ আশ্রমগুলি জীবনের শেষ-কাল-পর্য্যন্ত তাঁহার তত্ত্বাবধারণে বঞ্চিত হয় নাই, বা সে গুলিতে কার্য্যের কোন প্রকার বিঘ্ন উৎপন্ন হয় নাই। এই আশ্রমনিচয়সম্বন্ধে যিনি যাহাই বলুন না কেন, ইহাদিগের দ্বারা যে চীন-সাম্রাজ্যের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সান্‌সি অঞ্চলে যে সমস্ত চরিত্রবান, প্রভুর কার্য্যে উদ্যোগী, জীবন্ত বিশ্বাসী খ্রীষ্ট-ভক্ত উৎপন্ন হইয়া মণ্ডলীর দেহ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় এই আশ্রমের ফল। এই আশ্রমগুলি, একাধারে অহিফেন-সেবী-নিচয়ের চিকিৎসিত হইবার স্থান এবং প্রচার-কার্য্যের কেন্দ্রস্বরূপ ব্যবহৃত হইত, সুতরাং এগুলিকে প্রচারাশ্রম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সি এবং তাঁহার সহচরবৃন্দের খ্রীষ্টীয় চরিত্রের প্রভাবে যাঁহারা আশ্রমে অবস্থান-কালেই প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহারই ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ভীষণ বক্সার বিদ্রোহের সময় অকাতরে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া প্রভুর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। আশ্রমের দ্বারা নিশ্চয়ই প্রচার-কার্য্য উত্তমরূপেই চলিত, তাহা না হইলে কি আশ্রমে অবস্থান-কালে ত্রাণ-প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি স্বীয় বিশ্বাসের জন্য জীবন দান করিতে পারে?

প্রচার-কার্য্যে সিয়ের উৎসাহ আশ্চর্য্য রকমের ছিল। তাঁহার যতই বয়স বাড়িতেছিল, ততই তিনিও যেন প্রভুর কার্য্যে উপচিয়া পড়িতেছিলেন। জীবনের শেষ সময়ে তিনি বার মাসের মধ্যে

প্রায় নয় দশ মাস বাড়ী ছাড়িয়া বাহিরে বাহিরে থাকিতেন। তিনি যে শকটে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন, তাহার উপরে "যীশুর পবিত্র ধর্ম্ম" এই কয়েকটি কথা খুব বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকিত। এবং তিনি যখন পদব্রজে যাইতেন তখন "যীশু পাপীর উদ্ধারার্থে জগতে আসিয়াছেন" এই পদ সম্বলিত একটি ওভার-কোট পরিধান করিতেন। অনেক সময়ে তিনি ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য শকটে ভ্রমণ না করিয়া সামান্য দরিদ্র ব্যক্তির ন্যায় পদব্রজেই দশ বার মাইল রাস্তা হাঁটিয়া প্রভুর কার্য্য করিতেন। পথে ঘাটে তাঁহাকে কতবার আহারের ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে, কত রাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত করিতে হইয়াছে, কিন্তু তিনি কিছুতেই বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই বরং অম্লানবদনে সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, অসুবিধা ভোগ করিয়া প্রভুর কার্য্য করিয়াছেন। তিনি বলেন, "যখনই কোন প্রকার দুঃখ, কষ্ট বা অসুবিধা আসিয়া প্রভু এবং আমার মধ্যস্থলে ব্যবধান-স্বরূপ উপস্থিত হইত—তখনি আমার প্রভুর কণ্টক-বিমণ্ডিত মস্তকের চিত্র আমার হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া সমস্ত প্রতিকূল চিন্তাকে দূর করিয়া দিত।"

জীবনের প্রত্যেক বিভাগে যিনি প্রভুকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য বিশেষ সাধনা করিয়াছিলেন, তিনি যে সামান্য দুঃখ, কষ্ট, অসুবিধাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া, জীবন-মুকুট লাভ করণাভিপ্রায়ে সম্মুখের দিকে বেগে অগ্রসর হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

সি যাঁহাদিগকে প্রভুর পথে আনয়ন করিয়াছিলেন, কেহ কখনও তাঁহাদিগের কোন প্রকার নিন্দা বা অপবাদ রটনা করিলে তিনি তাহাতে প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা পাইতেন। আমরা পূর্ব্বে বর্ণনা

করিয়াছি যে, যে সমস্ত গ্রামে উপাসনা-মন্দির ছিল না, কিম্বা সমবেত উপাসনার ভার গ্রহণ করিতে পারে, যে সমস্ত গ্রামে এমন লোকের অভাব ছিল, সেই সমস্ত দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে অনেক ভক্ত দাস-দাসী পশ্চিম-চ্যাং, হং-টুং প্রভৃতি স্থানে আসিয়া রাবিবারিক উপাসনায় যোগদান করিতেন। এই গ্রাম্য ভক্ত-দলের মধ্যে যাঁহাদিগের অবস্থা ভাল, তাঁহারা অপনাদিগের সঙ্গে আহারীয় দ্রব্য লইয়া আসিতেন, কিন্তু যাঁহারা দরিদ্র তাঁহারা সিয়ের আতিথ্য গ্রহন করিতেন এবং সিও খুব যত্নের সহিত তাঁহাদিগকে আহার করাইতেন। নানা স্থান হইতে সমাগত ভক্তদিগকে একত্রে আহার করিতে দেখিয়া, পৌত্তলিকগণ তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বলিত, "তোমরা কেবল ভক্ষ্যের জন্য যীশুতে বিশ্বাস করিয়াছ।" পৌত্তলিকগণের এই মিথ্যা অপবাদে খ্রীষ্ট-ভক্তগণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, এই অপবাদ অপনোদনের জন্য তাঁহারা যে পন্থাবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও মোহিত হইতে হয়। ভক্তগণ সিকে বলিলেন, "উপাসনার পর আমারা আর আহারাদির জন্য আপনার গৃহে অবস্থান না করিয়া, অনাহারেই স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিব, তাহা হইলে পৌত্তলিকগণ আমাদিগের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার সুযোগ পাইবে না।" সিয়ের নিকট এই প্রস্তাব অত্যন্ত কষ্টকর হইলেও তিনি প্রভুর গৌরবার্থে ইহাতে সম্মতি-প্রদান করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর হইতেই ভক্তগণ রাবিবারিক উপাসনা শেষ হইলে দিনান্তে অনাহারে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গিয়া রাত্রিকালে ভোজন করিতেন! ভক্তগণের সহিত সিও উপবাস করিতেন। তাঁহাকে তাঁহারা ভোজন করিতে বলিলে তিনি বলিতেন, "তোমরা যখন কিছুই খাও নাই তখন তোমা-

দিগকে ছাড়িয়া অমি কি প্রকারে থাইতে পারি ? ঈশ্বরের গৌরবার্থে এই অপবাদ মোচনের জন্য তোমরা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছ, আমিও তোমাদের সহিত তাহা না করিয়া থকিতে পারি না।" চৈনক ভক্তগণ এত হৃদয়ভরা প্রেম ও সহানুভূতি যাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে যে তঁহারা মস্তকে করিয়া রাখিবেন ইহাতে আর বিচিত্রতা কি ? সি স্বীয় জীবনের দ্বারা তঁহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন এবং তিনি যে স্বীয় সমবিশ্বাসী ভ্রাতা ভগ্নীদিগের জন্য জীবন-ধারণ করিয়াছেন একথা যদি আমরা বলি তাহা হইলে অত্যুক্তি হইবে না। "আমার দুঃখভোগের দ্বারা যেন তাহারা লাভবান হয়," সিয়ের সকল প্রকার আত্মত্যাগের মূলে শাস্ত্রীয় এই মহামন্ত্র নিহিত ছিল।

কণামাত্র বিশ্বাসের বলে পর্ব্বত স্থানান্তরিত হয়, মহর্ষি সি ঈদৃশ মহাবচনের স্বার্থকতা স্বীয় জীবনে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। জীবন্ত-বিশ্বাস-প্রসূত প্রার্থনার বলে তিনি বিগত শতাব্দীর শেষভাগে এই জ্ঞানবিজ্ঞানেরযুগকে চমকিত করিয়া গিয়াছেন। যীশুর নামে নিরন্তর প্রার্থনা তাঁহার জীবনের অন্ন-পান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অতিরিক্ত পরিশ্রম প্রযুক্ত তিনি যখন অত্যন্ত শ্রান্ত, ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেন, তখন কোন প্রকার ঔষধে তাঁহার কোন উপকার হইত না, আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই দুর্ব্বল শরীরে তিনি প্রার্থনা করিয়া পুনরায় সবল হইয়া উঠিতেন। অনেকে মনে করিতে পারেন সি কঠোর সাধনার পক্ষপাতী বলিয়া উপাদেয় আহারীয় ও সুন্দর পরিধেয় পরিহার করিতেন কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে।

তিনি বলিতেন, "ঈশ্বর সুন্দর সুন্দর বস্তু আমাদিগের আহারের

জন্য এবং সুন্দর সুন্দর বস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য নানাবিধ উপকরণ প্রদান করিয়াছেন—আমরা এই সমস্তই তাঁহার গৌরবার্থে সম্ভোগ করিতে পারি। আমরা যদি পান-আহার প্রভুর গৌরবের জন্য করি তাহা হইলে তদ্দ্বারা আমাদের বিভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু যদি তাঁহাকে ভুলিয়া যাই, তাহা হইলেই আহারীয় ও পরিধেয় আমাদিগকে নরকে লইয়া যায়।" সি যেমন উপাদেয় আহারীয় ও সুন্দর পরিধেয় সম্ভোগ করিয়াও প্রভুর আদর্শে স্বীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভক্তমাত্রেই প্রভুর প্রসাদে তাঁহার ন্যায় ধর্ম্ম-জীবনের অতি উচ্চে আরোহণ করিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারেন।

সিয়ের কার্য্য-কুশলতাও অতি প্রশংসনীয় ছিল। তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহাতে বড় একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারিত না। তিনি সকল কার্য্য এমনি সুচারুরূপে সম্পাদন করিতেন যে খ্রীষ্ট-ভক্তগণ তাঁহার বাসস্থান পশ্চিম-চ্যাংকে দ্বিতীয় এদন এই নাম প্রদান করিয়াছিলেন। এই এদনে যে পাপপুরুষ প্রবেশ করিয়া তাহার শ্রীভ্রষ্ট করিতে প্রয়াস পায় নাই, তাহা বলা যায় না, কিন্তু পাপপুরুষের সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও, সেখানে যে শান্তি-আনন্দের সমীরণ প্রবাহিত হইত, তাহাতে দেশীয় বিদেশীয় সকল ভক্তই মোহিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। চায়না-ইন্‌ল্যাণ্ড মিশনের প্রতিষ্ঠাতা হড্‌সন টেলার মহোদয়, তাহার পত্নী এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য মিশনরিগণ পশ্চিম-চ্যাং-পল্লীর এদন নামের সার্থকতা সম্যক উপলব্ধি করিয়া সহস্র মুখে তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। সি, দ্বিতীয় এদন নামে আখ্যাত তাহার আবাস-স্থানের অধিবাসীবৃন্দের ধর্ম্মজীবন গঠনের জন্য কয়েকটি নিয়ম স্থাপন

করিয়াছিলেন। এখানে আমরা ঐ নিয়মাবলীর কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিব। নিয়মগুলির শীর্ষদেশে এই কথাগুলি লিখিত ছিল, "ঈশ্বরের অনুগ্রহে, স্বর্গীয় গভীর বিষয় সমূহ শিক্ষার জন্য, সুচারুরূপে বিষয়-কার্য্যাদি-নির্ব্বাহের জন্য, এবং অতিথিবৃন্দের যথাযোগ্য সৎকারের জন্য এই নিয়মগুলি স্থাপন করা গেল। এই নিয়মগুলি সকলকেই বিশ্বস্তভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে।"

১। প্রভুর দিনে সকলকেই তিনবার করিয়া সাধারণ উপাসনায় যোগদান করিতে হইবে। প্রভুর ভোজ মাসে একবার করিয়া হইবে। যাহারা কোন প্রকার পাপে পতিত হইয়াছে—তাহারা পাপের জন্য উপযুক্ত অনুতাপ না করিলে—ভোজের সহভাগীতায় বঞ্চিত হইবে।

২। প্রভুর দিনে কেহ কোন প্রকার কার্য্য করিবে না। যাহারা সেবা-কার্য্যে অর্থাৎ রন্ধন, জল আনয়ন প্রভৃতি পরিচর্য্যা-কার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাহারাই কেবল নিতান্ত আবশ্যকমত কার্য্য করিবে।

৩। সপ্তাহের অন্যান্য ছয় দিনে সকলেই প্রত্যূষে উঠিয়া, হাত-মুখ ধুইয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া, নিয়মমত দৈনিক উপাসনার পর স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইবে এবং বালক-বালিকাগণের কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। কেহই আলস্যে সময় হরণ করিবে না।

৪। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পর, যে সমবেত উপাসনা হইবে, তাহাতে সকলেই যোগদান করিবে। এই নিয়মের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, কোন্ দিন শাস্ত্রের কোন্ অংশ পঠিত হইবে, কি কি বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে, সমস্তই সি এখানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

এই সমস্ত নিয়মাদির দ্বারা আমরা সিয়ের কার্য্য-কুশলতারই পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকি। সিয়ের জীবনোদ্যান হইতে যে কয়েকটি কুসুম চয়ন করিয়া, আমরা পাঠক ও পাঠিকাবৃন্দের সম্মুখে স্থাপন করিলাম, তাহাতেই আমরা আশা করি, তাঁহাদিগের হৃদয়-মন প্রফুল্লিত হইয়া, যাঁহার প্রসাদ-পবনে ঈদৃশ প্রসূনরাজী বিকশিত হয়, তাঁহার নামের অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন। পাশ্চাত্য মিশনরী ষ্ট্যান্‌লি স্মিথ, অনেক দিন পর্য্যন্ত সিয়ের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন।

তিনি তাঁহার চরিত্রাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অনেক সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সিয়ের এই পাশ্চাত্য বন্ধু, তাঁহার চরিত্রের বিবিধগুণ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, এখানে আমরা সংক্ষেপে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব। সিয়ের স্বর্গারোহণের কয়েক বৎসর পরে ষ্ট্যান্‌লি স্মিথ্ তাঁহার জনৈক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন ঃ—

"সামাজিকভাবে দেখিতে গেলে, সি একজন যথার্থ ভদ্রলোক এবং অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ সঙ্গী ছিলেন। তাঁহার চিন্তা, কল্পনা ও বক্তৃতা করিবার শক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি একজন অতি উচ্চ অঙ্গের ভাবুক ছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ অতি উদ্যোগী, উৎসাহী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের অনেক দুর্ব্বলতা ছিল এবং এতদ্‌প্রযুক্ত তাঁহাকে অনেক বার পরীক্ষাতেও পড়িতে হইয়াছে। তাঁহার জীবনে এক নিরবচ্ছিন্ন প্রার্থনার স্রোত প্রবাহিত হইত—তিনি কি ক্ষুদ্র কি মহৎ, সকল বিষয়ের জন্যই প্রার্থনা করিতেন। তিনি যে প্রভুকে প্রকৃতই হৃদয়ের সহিত প্রেম করিতেন, তাহা তাঁহার আশ্চর্য্য ত্যাগস্বীকার ও

প্রভুর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারাই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তিনি যে "প্রেতবিজয়ী" নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই নাম গ্রহণ করা তাঁহার সার্থক হইয়াছিল। তাঁহার প্রার্থনার বলে প্রেতশক্তির মূল কম্পিত হইয়াছিল। তিনি বিশ্বাস করিতেন, ঈশ্বর যেমন ইস্রায়েল-জাতির উদ্ধারের জন্য মোশিকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহাকেও স্বজাতির উদ্ধারের জন্য উৎপন্ন করিয়াছিলেন। সিয়ের শরীর স্বভাবতঃ অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল ছিল—আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বর স্বীয় কার্য্য-সাধনের জন্য স্বয়ং তাঁহার শরীরে বল বিধান করিতেন। আমি জানি, প্রয়োজনমত তিনি প্রায় ত্রিশ মাইল পথ পদব্রজে গমন করিয়া, প্রভুর কার্য্য সাধন করিয়াছেন। সিয়ের শরীর দুর্ব্বল ছিল, তাঁহার বয়সও হইয়াছিল সুতরাং তাঁহার মত সুখে প্রতিপালিত ব্যক্তির পক্ষে ত্রিশ মাইল রাস্তা পদব্রজে যাওয়া নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য-জনক। প্রভুর নিকট হইতে বিশেষ শক্তি না পাইলে মনুষ্য কখনও ঈদৃশ সাধ্যাতীত কার্য্য করিতে পারে না। আমি ইহাও জানি, তিনি দুই দিবস উপর্য্যুপরি উপবাস করিয়াও তাহার পর দিবসে পঞ্চাশ জন ব্যক্তিকে অবগাহনের দ্বারা বাপ্তাইজিত করিয়াছেন! চীন-সাম্রাজ্যে সি যে একজন জীবন্ত সাক্ষ্যস্তম্ভ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

পঞ্চদশ অধ্যায়।

আদর্শ সঙ্গিনী।

এই সংসার রঙ্গমঞ্চে, কর্ম্মবীর মহাপুরুষ সিয়ের জীবনাভিনয়ের শেষ যবনিকা পতিত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই, তাই তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার গুণবতী পত্নীর সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে দুই চারিটী কথা লিপিবদ্ধ করিতে আমরা মনস্থ করিয়াছি। আমরা আশা করি, এই ধর্ম্মপরায়ণা মহিলার জীবনে খ্রীষ্ট যীশুকে প্রতিফলিত দেখিয়া, আমাদের অনেক পাঠিকা ধর্ম্মমার্গে গমনার্থে কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রাপ্তা হইবেন।

"গুণবতী স্ত্রী পাওয়া কাহার সাধ্য? মুক্তা অপেক্ষাও তাহার মূল্য অধিক।" শাস্ত্রোক্ত এই মহাবচনের সার্থকতা আমরা সি পত্নীর জীবনে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। পত্নী ধর্ম্ম-কার্য্যে স্বামীর সহায়তা করিয়া থাকেন বলিয়াই "সহধর্ম্মিণী" এই গৌরবসূচক আখ্যায়িকা প্রাপ্তা হইয়াছেন। সি এই ধর্ম্মপ্রাণা রমণীকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া ধর্ম্ম-জীবনের বন্ধুর পথে অগ্রসর হইতে মহা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া একদিকে আপনাকে যেমন পরম ধন্য ও চরিতার্থ মনে করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অন্যদিকে তাঁহার পত্নীও ধর্ম্ম বিষয়ে স্বামীর কার্য্যে সহায়তা করিতে পারিয়া অসংখ্য প্রতিকূল অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও স্বীয় জীবনকে সর্ব্বদা মধুময় জ্ঞান করিতে পারিয়াছিলেন। সি-পত্নী যে প্রকৃতই তাঁহার স্বামীর "সহধর্ম্মিণী" ছিলেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুমাত্রও কারণ নাই।

ধর্ম্মজীবনের ঊষাকালে, মহাপুরুষ সি যখন আত্মীয়স্বজন,

বন্ধুবান্ধবকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যীশুর ক্রুশ স্কন্ধে তুলিয়া নব-জীবনের পথে একাকী অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময়ে এই রমণীরত্ন স্বামীর সহিত বিশ্বাসে এক না হইলেও তাঁহার প্রতি যে সহানুভূতি প্রদর্শন ও সদয় ব্যবহার করিতেন, তাহাতে স্বজন প্রপীড়িত সিয়ের শুষ্ক হৃদয়ক্ষেত্রে এক অমৃতের ধারা প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে পরম পুলকিত করিত। সি-পত্নী যখন স্বামীর বিশ্বাসের অনুবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন, তখন সি দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত প্রভুর বার্ত্তা ঘোষণা করিবার শক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের সম্মিলিত বিশ্বাসের ফলে অনেক শক্তগ্রীব আত্মীয় বন্ধুবান্ধব কঠোরতা পরিহারপূর্ব্বক সিয়ের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

সি যেমন প্রার্থনাকে স্বীয় জীবনের অন্ন-পান-স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নীও তেমনি প্রার্থনা-পরায়ণা ছিলেন। স্বামীর সহিত প্রার্থনায় অনেক সময়ে তিনি রজনীর পর রজনী অতিবাহিত করিয়াছেন। এবং ইহা ব্যতীত তিনি গুপ্ত সাধনায়ও অধ্যবসায়িনী ছিলেন। এই সাধনার বলেই তিনিও স্বীয় স্বামীর ন্যায় অনেক অলৌকিক কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সিয়ের অনুপস্থিতিকালে একদিন এক বৃদ্ধা তাহার অহিফেনসেবী যুবক-সন্তানের চিকিৎসার জন্য পশ্চিম-চ্যাং-পল্লিস্থ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। পীড়িত যুবককে দেখিয়াই আশ্রমস্থ কর্ম্মচারী-বৃন্দ বলিয়া উঠিল, "আচার্য্য মহাশয় এখন গৃহে নাই, তিনি ফিরিয়া না আসিলে কোন বন্দোবস্ত হইতে পারে না।"

কর্ম্মচারীবৃন্দের এই নিরাশাব্যঞ্জক বচন শ্রবণ করিয়া সি-পত্নী তাহাদিগকে প্রেমের সহিত অনুযোগ করিয়া বলিলেন, "তোমরা

কি মনে কর এই আশ্রমের কার্য্যাদি তোমাদিগের আচার্য্যের প্রতি নির্ভর করিয়া সম্পাদিত হয়? ঈশ্বরই কেবল আমাদিগের ভরসা এবং তাঁহার প্রতিই নির্ভর করিয়া আমরা রোগগ্রস্তদিগকে সুস্থতা প্রদান এবং প্রেতাত্মাদিগকে দূর করিয়া থাকি। ঐ বৃদ্ধা যদি তাহার গৃহবেদী হইতে তাহার উপাস্য প্রতিমাগুলি দূর করিয়া দিয়া প্রভু যীশুতে বিশ্বাসিনী হইতে পারে, তাহা হইলে আমরা এখনি তাহার সন্তানকে আশ্রমে গ্রহণ করিয়া তাহার জন্য প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব এবং নিশ্চয়ই তিনি তাহাকে আরোগ্য প্রদান করিবেন।" সন্তানবৎসলা বৃদ্ধা পুত্রের আরোগ্য-কামনায় সি-পত্নীর ইচ্ছানুযায়ী অসার কাষ্ঠ-প্রতিমাগুলিকে গৃহ হইতে চিরদিনের মত বিতাড়িত করিয়া জীবন্ত ঈশ্বর প্রভু যীশুতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে পর সেই পীড়িত যুবক আশ্রমে গৃহীত হইয়াছিল। সি-পত্নী এবং খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী অন্যান্য দাস-দাসিগণ এই যুবকের জন্য কাতরভাবে প্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং এক মাস কাল অতিবাহিত হইতে না হইতে এই যুবক প্রভুর মহাশীর্ব্বাদে সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল! দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাঁহার পবিত্র করস্পর্শে নায়িন নগরের বিধবার একমাত্র সন্তান সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়া তাহার মাতার শূন্য ক্রোড় পুনরায় পূর্ণ করিয়াছিল, আজ এই পশ্চিমচ্যাংস্থিত আশ্রমে সেই সর্ব্বশক্তিমান প্রভু আত্মারূপে বিরাজিত থাকিয়া ঐ বৃদ্ধার যুবক-পুত্রকে দুরারোগ্য ব্যাধির কবল হইতে রক্ষা করিয়া স্বীয় গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। বৃদ্ধা স্বীয় পুত্রকে অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষিত হইতে দেখিয়া দুই হস্ত তুলিয়া সি-পত্নীকে আশীর্ব্বাদ ও প্রভুর নামের অসংখ্য ধন্যবাদ করিতে করিতে পুলকিত চিত্তে

স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সি-পত্নী প্রার্থনা পক্ষাবলম্বনে অধ্যাত্ম জীবনাকাশের অতি উচ্চে উড্ডীয়মান হইতে বাসনা করিয়াছিলেন তাই স্বীয় স্বামীর ন্যায় অনেক অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চীনবাসী মহিলাবৃন্দের বিস্ময় উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বিশ্বাসিনী মহিলার জীবন্ত বিশ্বাস ও প্রার্থনায় মোহিত হইয়া অনেক রমণী যীশুকে ত্রাণকর্ত্তারূপে গ্রহণ করিয়া অনন্ত জীবনের অধিকারিণী হইয়াছিলেন।

প্রার্থনা যাঁহার জীবনের এত প্রিয় ও নিত্য আবশ্যকীয় বস্তু ছিল তখন তিনি যে অন্যান্য খ্রীষ্টীয় গুণরাজীতে বিভূষিতা হইবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? তাঁহার ত্যাগস্বীকার অতি আশ্চর্য্য রকমের ছিল এবং ইহা রমণীমাত্রেরই অনুকরণীয়। মিশন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত সি যখন অর্থ-সঙ্কটে পতিত হইয়া হতাশ হইয়া পড়িতেন, তখন তাঁহার সহ-ধর্ম্মিণীই তাঁহাকে সেই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতেন। বসন-ভূষণ রমণীমাত্রেরই আদরের বস্তু, কিন্তু এই ধর্ম্মপ্রাণা রমণী প্রভুর কার্য্যে স্বামীকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত স্বীয় সম্পত্তি অকাতরে স্বামীর হস্তে প্রদান করিতে একদিনের জন্যও কুণ্ঠিতা হয়েন নাই। আমরা পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি, এক নূতন স্থানে প্রভুর কার্য্য আরম্ভ করিবার নিমিত্ত অর্থের প্রয়োজন হইলে, সি-পত্নী তাঁহার বহুমূল্য বস্ত্রাদি ও অলঙ্কারের কতকটা বিক্রয় করিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে স্বামীর হস্তে তাহা প্রদান করিয়াছিলেন এবং সেই সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্যাদির যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল সেগুলিও দ্বিতীয় বার বিনা বচসায় প্রদান করিয়া স্বার্থত্যাগের অতুল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, সুতরাং সেই সমস্ত ব্যাপার এই স্থানে পুনরাবৃত্তি

করিবার প্রয়োজন নাই। স্বার্থ-বলিদান খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের মূল মন্ত্র। স্বার্থের দাসদাসী হইয়া থাকিবে, আর যীশুর সেবক-সেবিকা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিবে, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। স্বার্থ-পশুকে ক্রুশ-বেদীতে উৎসর্গ করিতে না পারিলে, প্রকৃত খ্রীষ্টীয় চরিত্র স্ফুরিত হয় না। আমি মুখে বলি, আমি যীশুর পদাঙ্কে গমন করিতেছি কিন্তু আমার গৃহের পার্শ্বে আমার ভ্রাতা ও ভগ্নী অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; আর বহুমূল্য অলঙ্কারের উপর অলঙ্কার, বসনের উপর বসন আমার দেহখানিকে সজ্জিত করিতেছে! আমি বলি, আমি যীশুকে অত্যন্ত প্রেম করি, যীশুর প্রেমের কথা শুনিলে আমার চক্ষু দিয়া নদীর প্রবাহের ন্যায় অশ্রুর প্রবল প্রবাহে আমার বক্ষ ভাসিয়া যায় কিন্তু অর্থের অভাব প্রযুক্ত আমার স্বদেশবাসী নরনারী যীশুর সুসমাচারে বঞ্চিত হইয়া পাপের দিকে ধাবিত হইতেছে, আর আমি প্রভূত অর্থের স্বামী হইয়াও অর্থের উপর অর্থ সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া ছুটিতেছি! সাধু সি ও তাঁহার পত্নী কেবল মুখেই যীশুর প্রতি প্রেম প্রদর্শন করিতেন না, তাঁহারা কার্য্যতঃ তাহা দেখাইতেন। যে পরিবারে স্বামী স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির মধ্যে যীশুর প্রেমের নদী কেবল বচনে নয়, কিন্তু কার্য্যতঃ সমভাবে প্রবাহিত হয়, সেই পরিবার ধন্য।

সি-পত্নী যে ত্যাগস্বীকার পূর্ব্বক অর্থদান করিয়া প্রভুর কার্য্যের সহায়তা করিয়াই কেবল নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতেন তাহাই নহে, তিনি স্বয়ং যথাসাধ্য উদ্যমের সহিত মহিলাবৃন্দের মধ্যে যীশুর প্রেমের বার্ত্তা ঘোষণা করিতেন। সি-পত্নী মহিলা মহলে প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কোন পাশ্চাত্য মিশনরী রমণী, সান্‌সি

অঞ্চলে প্রভুর জন্য কার্য্য করিতে আগমন করেন নাই। মহাত্মা হডসন টেলার ঐ অঞ্চলস্থ মিশন ষ্টেশনগুলি পরিদর্শন-কালে যখন সিয়ের আবাসস্থান পশ্চিমচ্যাং পল্লীতে সিয়ের অতিথিস্বরূপ অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে সিয়ের প্রমুখাৎ তদীয় পত্নীর রত্নাভরণ বিক্রয়লব্ধ অর্থে স্থাপিত হাউ চাউ মিশন-ষ্টেশনের বিবরণ অবগত হইয়া বিশেষ মোহিত হইয়াছিলেন। এই হাউ চাউ নগরীতেই সর্ব্বপ্রথমে দুইজন পাশ্চাত্য মহিলা মিশনরী প্রভুর জন্য কার্য্য করিতে আগমন করিয়াছিলেন। সি যখন হাউ চাউ নগরে মহিলা মিশনরিগণের কার্য্য করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, তখন টেলার মহোদয় বলিয়াছিলেন, "সুদূর ইংলণ্ড হইতে অবিবাহিতা যুবতীদিগের হাউ চাউএর ন্যায় ঘোর কুসংস্কারাপন্ন, খ্রীষ্ট-বিদ্বেষী নগরে আসিয়া কার্য্য করা বড় সুকঠিন। যাঁহারা পিতা-মাতা বন্ধু-বান্ধব, জন্মভূমি প্রভৃতির মমতা বিছিন্ন করিয়া এই দেশে আসিবেন, কে তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধারণ করিবেন?" সি ইহার কোন উত্তর প্রদান করিবার পূর্ব্বেই তদীয় পত্নী বিশেষ ব্যগ্রতা-সহকারে বলিয়াছিলেন, "আপনারা অনুগ্রহ করিয়া এই অঞ্চলে মহিলা মিশনরী প্রেরণ করিলে আমরা তাঁহাদিগকে হৃদয় দিয়া ভালবাসিব এবং তাঁহাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে সুখী করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিব।" তিনি আরও বলেন, "মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া এদেশে যাঁহারা আগমন করিবেন অবশ্য তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আপনাদিগের দেশে কি এমন রমণী কেহই নাই যিনি হাউ চাউবাসিনী রমণীবৃন্দকে যীশুর মধুর নাম শুনাইতে একটু ত্যাগস্বীকার করিয়া এদেশে আসিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন?"

স্বদেশবাসিনী রমণীকুলের পরিত্রাণসম্বন্ধে এই যীশুগতপ্রাণা মহিলার আগ্রহাতিশয্য দর্শন করিয়া টেলার মহোদয় অতিশয় মুগ্ধ হইয়া দুইজন পাশ্চাত্য মহিলামিশনরীকে হাউ চাউ নগরে প্রেরণ করিতে চেষ্টা করিবেন এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াই স্বীয় অঙ্গীকারানুযায়ী দুইজন মহিলাকে হাউ চাউ নগরে প্রভুর কার্য্য করিতে পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই মহিলাদ্বয় ধর্ম্মজীবনে এতই উন্নতা ছিলেন যে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাদিগের খ্রীষ্টীয় চরিত্রের প্রভাব চৈনিক রমণী সমাজে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সি-পত্নীর অকপট স্নেহ ভালবাসায় তাঁহারা এতদূর বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহারই দ্বারা সমস্ত বিষয়ে চালিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা চৈনিক রমণীকুলকে ভগ্নীনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতে শিখিয়াছিলেন বলিয়াই এই অল্প কালের মধ্যেই তাঁহারা আহার পরিচ্ছদ প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই চৈনিক ভাবাপন্না হইয়া পড়িয়াছিলেন। যীশুর এই নিঃস্বার্থ সেবিকাদ্বয় যেমন প্রভুপ্রেমে উপচিয়া পড়িয়া স্ব স্ব প্রাণ ঢালিয়া দিয়া চৈনিক রমণী সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন তদ্রূপ চৈনিক রমণীবৃন্দও নিঃসঙ্কোচে তাঁহাদিগের সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ স্বর্গরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। পাপের সুদৃঢ় নিগড় ছিন্ন করিয়া সি-পত্নী সত্য-ধর্ম্মের মুক্তাকাশে বিচরণজনিত যে অমৃতোপম সুখ স্বীয় জীবনে সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার স্বদেশবাসিনী ভগ্নীবৃন্দকেও সেই অমৃতের অধিকারিণী করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল তাই তিনি স্থির

থাকিতে না পারিয়া পাশ্চাত্য মহিলা মিশনরী প্রেরণ করিবার জন্য কাতরভাবে টেলার মহোদয়ের নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার প্রাণের আকাঙ্খা পূর্ণ হইয়াছে, প্রভু তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশবাসিনী ভগ্নীবৃন্দকে অনন্ত জীবন লাভের জন্য জীবনদাতার নিকট দলে দলে আসিতে দেখিয়া আজ মহানন্দে তাঁহার প্রাণ উল্লসিত হইতেছে। সি যখন প্রকাশ্যে আচার্য্যপদ গ্রহণ করেন সেই সময়ে সান্‌সি অঞ্চলস্থ ভিন্ন ভিন্ন মিশনষ্টেশন হইতে শত শত খ্রীষ্ট ভক্ত হুং টুং নগরীতে সমবেত হইয়াছিলেন। সমাগত জনবৃন্দের মধ্যে আড়াই শত ত্রাণার্থী উপস্থিত ছিলেন এবং ইহাঁদিগের মধ্যে বাহান্ন জন মহিলা প্রকাশ্যে অবগাহন দ্বারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ পূর্ব্বক যীশুকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। সি-পত্নী এই পাশ্চাত্য মহিলাদ্বয়ের সাহায্যে চৈনিক-রমণী-সমাজের বক্ষে সত্য-ধর্ম্মের যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, আজ তাহা প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়া, তাহার সুশীতল ছায়ায় সমগ্র চীন সাম্রাজ্যের মহিলাবৃন্দকে যীশুর আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য প্রেমের সহিত আহ্বান করিতেছে।

সি যেমন কার্য্যকুশল ছিলেন তাঁহার পত্নীও স্বামীর ন্যায় সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে সিদ্ধহস্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন। সি যখন কার্য্যানুরোধে অন্যত্র গমন করিতেন, সেই সময়ে তাঁহার পত্নীই আশ্রমের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ঔষধ প্রস্তুত করণ, রোগীদিগকে সময়ে ঔষধ, পথ্য প্রদান করণ, রাবিবারিক উপাসনার বন্দোবস্ত, অতিথি সেবা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্যই তিনি এমনি নিপুণতার সহিত সম্পাদন করিতেন যে কেহ বুঝিতে পারিত না যে, সি অন্যত্র গমন করিয়াছেন।

সি সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন এবং অতিথি-সেবায় পরম প্রীতি অনুভব করিতেন। সিয়ের অতিথি-সেবার মূলে তাঁহার পত্নী অতিথিবর্গের জননীস্বরূপে অবস্থিতি করিতেন, তাই তাঁহার দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত, কেহ কখনও তাঁহার দ্বার হইতে অন্নাভাবে ফিরিয়া যাইত না। তিনি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া স্বহস্তে আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া, সমবিশ্বাসী ভ্রাতা ও ভগিনীদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়া সুখী হইতেন।

দিনের পর দিন যতই অতিবাহিত হইতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদিগের আত্মার যোগ প্রভুর সহিত যতই ঘনিষ্টতর হইতে লাগিল ততই সি এবং তাঁহার পত্নী উভয়ে উভয়ের প্রতি অধিকতর প্রেমপরায়ণ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র পর্ব্বত-গুহা হইতে নদী উদ্ভূত হইয়া যেমন ক্রমে বিশাল হইতে বিশালতর আকার ধারণ করিয়া সুদূর প্রসারিত সাগরগর্ভে নিপতিত হয়, তদ্রূপ সি ও তদীয় পত্নীর মিলিত হৃদয়ের প্রেম-স্রোত সংসারের সংকীর্ণ বক্ষ হইতে উদ্ভূত হইয়া, স্বর্গের অনন্ত বক্ষ লক্ষ্য করিয়া বিশালাকারে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছিল। ভক্তজীবন-সম্ভূত এই পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার যাঁহাদিগের জন্মিয়াছে, কেবল তাঁহারাই জানেন প্রভুতেই এবম্প্রকার প্রেমের পরিসমাপ্তি। যেখানে দুই হৃদয়ের প্রেম এক হইয়া প্রভুর দিকে প্রবাহিত হয়, সেখানে প্রভু সদাই বসতি করেন এবং প্রভুর উপস্থিতিপ্রযুক্ত দম্পতি-যুগলের সাময়িক বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদ বলিয়া অনুভূত হয় না। প্রভুর প্রেমে আত্ম-হারা হইয়া দাম্পত্য প্রেমের যেস্থানে উপস্থিত হইলে সাময়িক বিচ্ছেদ, ক্লেশজনক বলিয়া প্রতীত হয় না, সি ও তদীয় পত্নী সেই

উচ্চ স্থানে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রভুর জন্য আপনাদিগের সময়, শান্তি, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, অর্থবিত্ত যাহা কিছু সমস্তই প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে। যাহা অবশিষ্ট তাহাও তাঁহারা প্রভুর প্রীতিরূপ বেদীতে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। অহিফেনের কবল হইতে স্বীয় স্বদেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য সি যে সমস্ত আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন, সেগুলিতে কেবল পুরুষদিগেরই চিকিৎসা হইত, কিন্তু পুরুষদিগের ন্যায় যে সমস্ত রমণী এই কদর্য্য অভ্যাসের বশীভূতা হইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগের চিকিৎসার কোন উপায় ছিল না। সিয়ের আশ্রমে যে সমস্ত ব্যক্তি অবস্থান করিয়া সম্পূর্ণরূপে সুস্থতা-লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিত তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই গৃহের স্ত্রীলোকদিগের অহিফেন সেবনের অভ্যাস থাকার দরুণ পুনরায় প্রলোভনে পড়িয়া অহিফেনের দাস হইয়া পড়িত! পুরুষ-দিগের জন্য আশ্রম স্থাপন করিয়াও স্ত্রীলোকদিগের কুঅভ্যাস প্রযুক্ত তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য অনেক স্থলে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া সি স্ত্রীলোকদিগের কল্যাণের জন্য আশ্রম স্থাপন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সি-পত্নী তাঁহার স্বামীর সমস্ত কার্য্যেই সাহায্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন, সুতরাং এ ক্ষেত্রেও তিনি সিয়ের সাহায্যের নিমিত্ত স্বয়ং কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া তাঁহার চিন্তাভার লাঘব করিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁহারা যে ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদিগের পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ববিধ ত্যাগস্বীকারের শীর্ষস্থানাধিকার করিয়াছিল। এই আদর্শ পুরুষের অনুরূপ সঙ্গিনী, অহিফেন-সেবিকা চৈনিক রমণীবৃন্দের কল্যাণের নিমিত্ত সান্‌সি অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আশ্রম স্থাপন করিয়া

তাহাদিগকে অহিফেন-দানবের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদিগের জীবনকে তাহাদিগের স্বামী, সন্তানসন্ততির নিকট অমৃতময় ও কল্যাণকর করিয়া তুলিতে স্বীয় জীবনোৎসর্গ করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। সি-পত্নী তাঁহার এই নূতন উদ্যমে বিশেষ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন। অহিফেন হলাহলে জর্জ্জরিত হইয়া অনেক পুরুষ যেমন সিয়ের আশ্রমে চিকিৎসিত হইবার নিমিত্ত উপস্থিত হইত, তেমনি তাঁহার পত্নী কর্ত্তৃক স্থাপিত আশ্রমেও অনেক রমণী আসিতে আরম্ভ করিল।

শরীরের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে আত্মার চিকিৎসা করা যেমন সিয়ের আশ্রম স্থাপন করিবার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তেমনি তাঁহার পত্নীও সেই মহোদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া রমণীদিগের মধ্যে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রমণীবৃন্দের জন্য আশ্রম-স্থাপনের আশ্চর্য্য ফল প্রত্যক্ষ করিয়া সি-পত্নী নগর হইতে নগরান্তরে আশ্রম স্থাপন করিয়া চৈনিক মহিলাগণের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে লাগিলেন। এই হিতকর কার্য্যের জন্য তাঁহাকে বৎসরের অধিকাংশ সময়ই গৃহ হইতে বিদেশে অতিবাহিত করিতে হইত। গৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিহার করিয়া বিদেশে অপরিচিতা ও অহিফেন-বিষে অর্দ্ধমৃতাপ্রায় হীনমতি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই শ্রীষ্টপ্রাণা, উন্নতচরিত্রা রমণী, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতি প্রফুল্লচিত্তে অতিবাহিত করিতেন। সি এবং তাঁহার পত্নী একই সময়ে শকটারোহণে স্ব স্ব কার্য্যানুরোধে ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিয়াছেন, হঠাৎ এমন হইয়াছে যে দুই তিন মাস পরে পথে কোন স্থানে তাঁহাদিগের পরস্পর সাক্ষাৎ হইয়াছে! প্রিয় পাঠক-পাঠিকে, ইহা কি প্রভুর জন্য আশ্চর্য্য ত্যাগস্বীকার নহে?

এই অপূর্ব্ব দৃশ্য কি স্বর্গের অনন্ত সুখ-শান্তির নমুনা-স্বরূপ নহে? যে হৃদয়-স্বামীর সৌন্দর্য্যে এই চৈনিক দম্পতি মুগ্ধ হইয়া জগতের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে হৃদয় হইতে বিদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই ভক্তবৎসলের মহাপরাক্রমশালী বাহু তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রতি পাদবিক্ষেপে চালিত করিতেছিল বলিয়াই, তাঁহারা চৈনিক খ্রীষ্টীয় ইতিহাসের কোমল বক্ষে তাঁহাদিগের নাম মুদ্রাঙ্কিত করিয়া যাইতে পারিয়াছেন। চীনবাসী যতদিন খ্রীষ্টের পূতঃ শোণিতের মহিমা কীর্ত্তন করিবে ততদিন তাঁহাদিগকে এই আদর্শ দম্পতির নামে সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিতে হইবে। বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় সমাজে সি-পত্নীর ন্যায় আদর্শ মহিলার আবির্ভাব যতই অধিক হইবে, ততই সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মহাবলশালী হইয়া উঠিয়া সমাজের মস্তকমণি যে খ্রীষ্ট তাঁহার গৌরব প্রকাশে সমর্থ হইবে। সি-পত্নীর পক্ষে যাহা সম্ভব হইয়াছিল ধর্ম্মপ্রাণা বঙ্গীয়া খ্রীষ্টাশ্রিতা রমণীর পক্ষে তাহা কি সম্ভব হইতে পারে না?

ষোড়শ অধ্যায়।

মহা প্রস্থান।

আজ পঞ্চদশ বৎসর হইল, কন্‌ফুসিদলের নেতা সি, মহাত্মা ডেভিড্ হিল কর্ত্তৃক প্রভু যীশুর চরণে আনীত হইয়াছিলেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহাদিগের পরস্পরের সহিত আর সাক্ষাৎ হয় নাই। তাঁহারা উভয়েই এক এক পদ করিয়া অনন্তধামের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে, সি যীশুরূপ তরণী অবলম্বন করিয়া ঘোর তরঙ্গালোড়িত জীবন-সমুদ্রে ভাসমান হইয়াছেন। গন্তব্যস্থান যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততই উত্তাল তরঙ্গমালা শান্ত সমাহিত ভাব ধারণ করিতেছে। সিয়ের সহিত আর যাঁহারা তরি ভাসাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও নিরাপদে কূলের সমীপবর্ত্তী হইতে দেখিয়া, সি মহানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ফ্যান-সঙ্কটকালে সি যে ভীষণ পরীক্ষায় নিপতিত হইয়াছিলেন তদ্বারা সান্‌সি অঞ্চলস্থ সমস্ত চৈনিক মণ্ডলীর বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। এই পরীক্ষা-অগ্নি দ্বারা মণ্ডলীর আবর্জ্জনা ভস্মীভূত হইয়াছিল, এবং যাঁহারা জ্বলন্ত অঙ্গারে বিশুদ্ধিকৃত হইয়া বিনির্গত হইতে পারিয়াছিলেন তাঁহারাই পরিণামে অধ্যাত্মজীবনের অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া, সান্‌সি মণ্ডলীর মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জীবনের শেষ কালে, ঈদৃশ খ্রীষ্ট-শোণিত বিধৌত, বিপদ-পরীক্ষায় অটল, মহাতেজা

ভক্তনিচয়সহ, সি, যে মণ্ডলী গঠন করিয়াছিলেন, সেই মণ্ডলী আজও চীনবক্ষে বিরাজিত থাকিয়া, খ্রীষ্টের গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

যে সমস্ত পাশ্চাত্য মিশনরী স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া চীন, ভারত প্রভৃতি দেশে কার্য্য করিতে আগমন করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই স্ব স্ব মণ্ডলীর শিক্ষা ও আদর্শানুযায়ী মণ্ডলী তাঁহাদিগের কার্য্যক্ষেত্রে গঠন করিতে সমুৎসুক হইয়া থাকেন; কিন্তু সি ও তাঁহার মণ্ডলীর প্রভাব পাশ্চাত্য মিশনরী হোষ্টের উপর এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, তিনি কোন পাশ্চাত্য মণ্ডলী বিশেষের রীতি, নীতি, শিক্ষা প্রভৃতি হুং-টুং মণ্ডলীতে প্রবর্ত্তন করিবার প্রয়াস করেন নাই। সি আড়ম্বরশূন্য, বাহ্যানুষ্ঠান-বর্জ্জিত, খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের সরল শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার দ্বারা যাঁহারা প্রভুর রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে কোন বিশেষ দল ও মতের বিষাক্ত বায়ুসেবন করিয়া আপনাদিগকে কলুষিত হইতে দিবেন না তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? হোষ্ট যে এই চীনবক্ষোদ্ভূত স্বাধীন মণ্ডলীর পরিচালনকার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া দেশীয় ভক্তবৃন্দের দ্বারা ইহাকে গঠিত ও পরিচালিত হইতে দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার মহত্ত্বই প্রকাশ পাইতেছে। চৈনিক ভক্তগণ তাঁহাদিগের দেশীয় ভাব ও দেশীয় প্রথানুযায়ী মণ্ডলীর কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতেন এবং হোষ্ট তাঁহাদিগের কেবল আধ্যাত্মিক কল্যাণ-সাধনের জন্য তাঁহাদিগকে উপদেশাদি প্রদান করিতেন এবং যাহাতে তাঁহারা ধর্ম্মজীবনের অতি উচ্চে আরোহণ করিতে পারেন তাহার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবনে তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। হোষ্ট বুঝিতে

পারিয়াছিলেন যে, একজন পাশ্চাত্য মিশনরী চৈনিক মণ্ডলী-সমূহের উপর কর্ত্তাস্বরূপ না থাকিয়া, যদি সিয়ের উপর সমস্ত দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সিয়ের ন্যায় পবিত্রাত্মা-প্রাপ্ত নেতার উন্নত খ্রীষ্টীয় জীবনের প্রভাবে, চৈনিক মণ্ডলী পবিত্রাত্মার প্রত্যক্ষ শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ ইতিহাসে এক নূতন যুগের অবতারণা করিতে সমর্থ হইবে। হোষ্টের এই ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত ছিল না। পবিত্রাত্মা-নিশ্বসিত, মহাপ্রাণ সিয়ের চরিত্রোদ্ভূত এই মণ্ডলী, সান্‌সি, হুনান ও চিংলি প্রভৃতি প্রদেশের শত শত মাইল পর্য্যন্ত বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

এই সুদূর প্রসারিত মণ্ডলীর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার নিমিত্ত চারিজন সহকারী উপাচার্য্য এবং প্রায় বিংশতি জন সেবক নিযুক্ত ছিলেন।

ইহাঁরা ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে অবস্থিতি করিয়া মণ্ডলীর সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। সি এবং হোষ্ট এই সেবক-তরণীর কর্ণধারস্বরূপ হইয়া মণ্ডলী-সমুদ্রে, নিপুণতার সহিত তরি চালাইতে সাহায্য করিতেন। এই সহকারী উপাচার্য্য বা সেবকদলের মধ্যে কেহই কোন বিদেশীয় মিশনরী সোসাইটীর নিকট হইতে তাঁহাদিগের ভরণপোষণের জন্য অর্থাদি গ্রহণ করিতেন না। ইহাঁ-দিগের মধ্যে যাঁহাদিগের আর্থিকাবস্থা স্বচ্ছল ছিল তাঁহাদিগের তো কোন কথাই ছিল না, তাঁহারা তো ঘরের খাইয়া প্রভুর কার্য্য করিতেনই কিন্তু যাঁহাদিগের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, যাঁহাদিগকে নিত্য আনিতে হইত, আর নিত্য খাইতে হইত, তাঁহারা কঠোর পরিশ্রমসহকারে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন এবং প্রীতি

প্রফুল্ল অন্তরে প্রভুর ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতেন। মণ্ডলীর কার্য্য ক্রমে বিস্তৃত হওয়ায় যে সমস্ত সেবক বা উপাচার্য্যের সমগ্র সময় মণ্ডলীর সেবায় নিয়োগ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাঁহারা মণ্ডলীর সভ্যদিগের প্রদত্ত সামান্য অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রভুর জন্য কার্য্য করা শ্রেয়ঃ মনে করিতেন, তথাপি মিশনরী সোসাইটীর নিকট অর্থের সাহায্য-প্রার্থী হওয়া কোন মতে বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন না। চৈনিক ভক্তগণ আপনাদিগের উপদেশকের ব্যয়ভার বহন করিতে শিখিয়াছিলেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ নিজেদিগের অর্থে উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণ করিতেন; প্রভুর জন্য সমস্ত কার্য্যই তাঁহারা নিজেরাই সম্পাদন করিতেন।

ঈদৃশ আশ্চর্য্য প্রভুপ্রীতি এবং ত্যাগস্বীকার ও উৎসাহের মূলে মহাপুরুষ সিয়ের প্রেম, বিশ্বাস, উৎসাহ, ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি ওতপ্রোত ভাবে নিহিত ছিল বলিয়াই এত অল্পদিনের মধ্যে চৈনিক খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী, মণ্ডলী সংক্রান্ত ব্যাপারে স্বাবলম্বন বৃত্তির অনুসরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। জীবনের অবসান সময়ে ষষ্ঠীতম বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ সি এতাদৃশ ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া জীবনে অপার আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছিলেন। চীনে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইবার বহু বৎসর পূর্ব্বে সভ্যতা-মদগর্ব্ব ভারতে এই ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে, কিন্তু ভারত এই বিষয়ে চীনের অগ্রজ হইয়াও মণ্ডলীর স্বাধীনতা সংক্রান্ত ব্যাপারে বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে! ভারতবর্ষীয় খ্রীষ্ট ভক্তগণের পক্ষে ইহা কি গৌরবের বিষয়? ভারতবর্ষীয় খ্রীষ্টভক্তগণ হয় তো চৈনিক খ্রীষ্টভক্তবৃন্দকে জ্ঞান, বিজ্ঞান সভ্যতা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহাদিগের অপেক্ষা

তাঁহারা অনেক পশ্চাতে আছেন বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন, কিন্তু আসল বিষয়ে যে চৈনিক ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁহাদিগের উপরে উঠিয়াছেন, সে বিষয়ে কি বলেন? মণ্ডলী সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারতীয় মণ্ডলী যে কেন চৈনিক ও অন্যান্য মণ্ডলী অপেক্ষা পশ্চাতে পড়িয়া আছেন, তাহার কারণ অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, মণ্ডলীর মধ্যে সিয়ের ন্যায় মহাতেজা পুরুষের অভাব। ভারতীয় মণ্ডলীর তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া দিয়া মণ্ডলীকে যে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে এমন লোক খুব অল্পই আছেন। ঋষিকল্প সাধু মথুরানাথ বোসের ন্যায় উন্নত চরিত্র, ত্যাগস্বীকারে অগ্রগণ্য, প্রার্থনাপরায়ণ মহাজনের আবির্ভাব ভারতীয়মণ্ডলীতে যতদিন অধিক পরিমাণে না হইবে ততদিন দেশীয় খ্রীষ্টীয় সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সুদূর পরাহত বলিয়া মনে হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সি যতই ধর্ম্মজীবনের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে লাগিলেন, ততই প্রভুর প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। আমরা পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি, পৌত্তলিকগণ খ্রীষ্ট ভক্তগণের প্রতি কোন প্রকার অন্যায় অত্যাচার করিলে, সি তাহার প্রতীকারকল্পে বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন সুতরাং আততায়িগণ তাঁহার ভয়ে অন্যায় অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হইত। কিন্তু আজ কাল আর সিয়ের সে ভাব নাই, এখন তিনি খ্রীষ্টীয়ানের পক্ষে পৌত্তলিক বিচারপতির আশ্রয় গ্রহণ করাকে ঘোর লজ্জা ও অপমানের বিষয় বলিয়া মনে করেন। যিনি রাজাধিরাজ, এখন তিনি অন্যায়, অবিচার প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই তাঁহার আশ্রয় নিজে গ্রহণ করেন এবং অপরকেও সেই পরামর্শ প্রদান করেন। স্বীয় খ্রীষ্টীয় জীবনের অভিজ্ঞতা

হইতে তিনি ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে, খ্রীষ্টের জন্য নীরবে অত্যাচার সহ্য করিতে না শিখিলে, চরিত্র বিকশিত হয় না এবং এই চরিত্র স্ফুরণের পক্ষে খ্রীষ্ট ভক্তের জন্য অগ্নি-পরীক্ষা অনেক সময়ে কল্যাণ-জনক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সিয়ের এবম্প্রকার আশ্চর্য্য নির্ভরশীলতা ক্রমে সমগ্র হুং-টুং মণ্ডলীতে এমন ভাবে সংক্রামিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া পৌত্তলিকগণ পর্য্যন্ত অবাক হইয়া গিয়াছিল। এই নির্ভরশীলতা, কালে স্বাধীন চৈনিক মণ্ডলীর এক বিধান স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে মণ্ডলী হইতে ইহাই স্থির হইয়াছিল যে, হুং টুং মণ্ডলীর সভ্যদিগের মধ্যে আর কেহই কোন অন্যায় অত্যাচারের প্রতী-কারের জন্য রাজদ্বারে বিচারপ্রার্থী না হইয়া, যিনি রাজাদিগের উপরে রাজা তাঁহারি শরণাপন্ন হইবেন। ধর্ম্মজীবনের কোন্ সোপানে আরোহণ করিলে লোকে ঈশ্বরের উপর এতদূর নির্ভর-শীল হইতে পারে, পাঠক, একবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করিয়া দেখুন তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন সি এবং তাঁহার সমবিশ্বাসী ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মরাজ্যের কোন স্থানে বিচরণ করিতেছিলেন। হুং টুং মণ্ডলীর এই কঠোর ব্রতাবলম্বনের দ্বারা খ্রীষ্টভক্তগণের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল।

প্রভুর প্রতি ঈদৃশ নির্ভরশীলতা সুদৃঢ় প্রাচীরের ন্যায় হুংটুং মণ্ডলীকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া কোন প্রকার কপটতা সহজে মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। যাঁহারা এই মণ্ড-লীর সভ্য পদ প্রার্থী হইতেন কিম্বা যাঁহারা মণ্ডলীর শিক্ষাধীন থাকিয়া প্রভুকে প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে আসিতেন, তাঁহারা প্রকৃতই স্ব স্ব ক্রুশ মস্তকে তুলিয়া লইয়া এই আদর্শ মণ্ডলীতে প্রবেশ করিতেন।

খল প্রকৃতি পৌত্তলিকগণ, সি এবং তাঁহার সমবিশ্বাসী ভ্রাতৃবৃন্দকে এই প্রকার শান্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে দেখিয়া তাঁহাদিগের সাধু ব্যবহারের পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগের প্রতি অসাধু ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল, শত পদাঘাতেও সি যখন আর মস্তকোত্তলন করিবেন না, তখন তাঁহার প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার করা যাইতে পারে!

প্রভুর আদর্শে গঠিত এই স্বাধীন মণ্ডলীর বিধানানুসারে সিকেই সর্ব্ব প্রথমে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। পৌত্তলিকগণ যখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল যে, খ্রীষ্টীয়ানগণের প্রতি যতই অত্যাচার করা যাউক না কেন, তাহারা কেবল তাহাদিগের দেবতার নিকট প্রার্থনা ভিন্ন অত্যাচারের প্রতীকারের জন্য কখনই তাহারা বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিবে না, তখন তাহারা সুযোগ পাইয়া একবার খ্রীষ্টীয়ানদিগের বিশ্বাসের পরীক্ষা করিতে সংকল্প করিল। এই সময়ে পশ্চিম চ্যাংএর একব্যক্তি অন্যায় পূর্ব্বক সিয়ের কতকগুলি উর্ব্বর জমি স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিল। সি এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াই, সেই ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার জমি ফিরাইয়া দিতে তাহাকে অতি বিনয়ের সহিত বলিলেও তাহার কঠোর হৃদয় গলিল না বরং সে তাঁহাকে পরুষবচন বলিয়া অপমান করিয়া তাহার গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিল! সেই ব্যক্তির অভদ্র ব্যবহারে সিয়ের মনে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল বটে কিন্তু তিনি এই মাত্র বলিয়াছিলেন, "ইহা আমার প্রভুর সম্পত্তি—আমি সম্পত্তির রক্ষক মাত্র—তিনি যদি চান যে ঐ জমি আর এক ব্যক্তি ব্যবহার করে, তবে তাহাই হউক—তাঁহার গৌরবার্থে আমি তাহা ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত

আছি!" সিয়ের এই প্রকার ভাব দেখিয়া গ্রামের অন্যান্য পৌত্তলিকগণ বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল, "খ্রীষ্টীয়ানগণ নিতান্তই নির্ব্বোধ, তাহা না হইলে কি কেহ কখনও নিজের জমি ছাড়িয়া দেয়?" কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় পৌত্তলিকগণের নানা প্রকার বিদ্রূপ ও টিট্‌কারী সত্বরেই অন্যরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল। যে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক সিয়ের জমি দখল করিয়াছিল অল্প-দিনের মধ্যেই সে কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিল! যে কারণেই ইহার মৃত্যু হউক না কেন, গ্রামবাসিগণের হৃদয় এই ব্যাপারে আতঙ্কে পূর্ণ হইয়াছিল। ঐ ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও সি তাঁহার জমি ফিরিয়া পান নাই বটে কিন্তু তাঁহার ঐ ত্যাগস্বীকার ও প্রভুর প্রতি নির্ভরশীলতার দ্বারা তাঁহার গ্রামবাসী পৌত্তলিকগণ সুসমাচারের শক্তি অনুভব করিয়াছিল এবং ইহাতেই সি মনে করিয়াছিলেন তাঁহার জমির পরিবর্ত্তে তিনি যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সি যতই অনন্তধামের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, ততই যে প্রভুর প্রতি তাঁহার নির্ভরশীলতাই কেবল বৃদ্ধি পাইতেছিল তাহাই নহে, তিনি সেই বিশ্বপ্রেমিকের প্রেমে আত্মহারা হইয়া জগতে এক অবচ্ছিন্ন প্রেমসিন্ধুর উদ্বেলন ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না। এই অপার প্রেমসিন্ধুনীরে সদা নিমজ্জমান থাকায় সিয়ের হৃদয়ের সর্ব্ববিধ সংকীর্ণতা বিদূরিত হইয়া, উহা অভূতপূর্ব্ব উদারতার এক বিশাল ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রভু যেমন তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যবর্গকে পরিণামে ভ্রাতৃ সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, সি তদ্রূপ তাঁহার সহচরবৃন্দকে তাঁহার অধীন বলিয়া আর মনে করিতেন না, তিনি বলিতেন,

"প্রভুর ক্ষেত্রে কর্ত্তা ও দাস নাই, যাহার যতটা যোগ্যতা, সে সেই পরিমাণে, কেহ প্রভুতে বিশ্বাসরূপ অঙ্গের মস্তকরূপে কেহ বা হস্ত কেহ বা পদরূপে সেই একই প্রভুর সেবা কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে।"

এই প্রকারে সি প্রভুর ক্ষেত্রে ভেদাভেদরূপ দূষণীয় প্রাচীরের মূলে আঘাত করিয়া, প্রভুর অনুগ্রহে এবং তাঁহার সমবিশ্বাসী, প্রাণসম প্রিয় ভ্রাতৃগণের সাহচর্য্যে, স্বাধীন চৈনিক মণ্ডলীর কল্যাণ চিন্তনে তাঁহার জীবনের শেষ ভাগ শান্তিতে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বাৎসরিক কনফারেন্স সিয়ের প্রাণের অতি প্রিয় বস্তু ছিল। এই সময়ে নানা স্থান হইতে সমাগত ভ্রাতৃগণকে দেখিয়া, সি অত্যন্ত উল্লসিত হইতেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সিয়ের বাসস্থান পশ্চিম চ্যাং পল্লীতে মহা সমারোহের সহিত এক কনফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল। নানা স্থান হইতে আসিয়া ভক্তগণ সিয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি এবং তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণা পত্নী প্রাণপণে অতিথিবর্গের সেবা করিয়া তাঁহাদিগের বিনয়-নম্র-ব্যবহারে সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। সিয়ের বয়স ষাট বৎসর হইলেও তিনি যেরূপ উৎসাহের সহিত এই কনফারেন্সের সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে যুবকগণ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট কার্য্য-কুশলতা ও তৎ-পরতাসম্বন্ধে পরাভবস্বীকার করিয়াছিলেন। কনফারেন্সের শেষ দিবসে সি "ধনী ও লাসারের" দৃষ্টান্তাবলম্বন করিয়া এক হৃদয়-গ্রাহী উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। উপদেশচ্ছলে তিনি তাঁহার শ্রোতৃবর্গের নিকট পরলোকের এমনি এক দিব্য ও জ্বলন্ত চিত্র উপস্থাপিত করিয়াছিলেন যে, সেই সময়ের জন্য তাঁহারা যেন মরজগৎ হইতে অতি উচ্চে উঠিয়া অমৃতের রাজ্যে বিচরণ করিতে-

ছিলেন! সি, এই শান্তিসমীরহিল্লোলিত, অনুপম ধামের অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় প্রভু তাঁহার প্রিয়তম দাসের নিকট স্বর্গের শোভা প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে এবং তাঁহার সমবিশ্বাসী ভ্রাতৃবর্গকে মোহিত করিয়াছিলেন। এই কনফারেন্সই সিয়ের জীবনের শেষ কনফারেন্স এবং এই অমূল্য উপদেশই শেষ উপদেশ। সি এবং তদীয় পত্নীর আতিথ্যে পরম প্রীত হইয়া এবং অমূল্য উপদেশরত্নে হৃদয় পূর্ণ করিয়া ভক্তবৃন্দ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কনফারেন্সের কিছুদিন পরে সি মিশনরী হোষ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হুংটুং নগরে গমন করিয়াছিলেন। সি যখন গৃহ পরিত্যাগ করেন তখন তাঁহার দেহ সবল ও সুস্থ ছিল। গ্রীষ্মাতিশয্যপ্রযুক্ত পথে সিয়ের একটু কষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু হুংটুং নগরে হোষ্টের গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহার সমস্ত ক্লান্তি দূর হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় তিনি বন্ধু বান্ধবগণের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া চেয়ার হইতে নিম্নে পড়িয়া যান! হোষ্ট এবং অন্যান্য বন্ধুগণ তাঁহাকে তাড়াতাড়ি ধরাধরি করিয়া শয়নকক্ষে লইয়া গেলে তিনি কিছুক্ষণ পরে চেতনা লাভ করেন; কিন্তু তিনি এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার কথা কহিবার পর্য্যন্ত শক্তি ছিল না। বন্ধু বান্ধবের পরামর্শমতে হোষ্ট সিয়ের চিকিৎসার জন্য পিংইয়াং নগরে ডাক্তার মিলার উইলসনের নিকট তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিলেন। পিংইয়াং নগরস্থ প্রাচীন মিশন গৃহে ডাক্তার উইলসন সিকে অতি যত্নের সহিত স্থান দিয়া তাঁহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ডাক্তার মনে করিয়াছিলেন কিছুদিন পর্য্যন্ত

কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিলে, সি পুনরায় শীঘ্রই সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিবেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় ডাক্তারের সহস্র যত্ন ও চেষ্টাতেও তিনি শরীরে বল সঞ্চয় করিতে পারেন নাই।

স্বীয় শরীরের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, সি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, জগতে তাঁহার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। জীবনের যে কয়টী দিন আর অবশিষ্ট আছে তাহা স্বীয় গৃহে অতিবাহিত করিবার জন্য সি তাঁহার বন্ধু বান্ধবকে অনুরোধ করিলেন, তাঁহাকে যেন শীঘ্রই পশ্চিম চ্যাংএ পাঠাইয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। যদিও তাঁহার শরীরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল তথাপি তাঁহার বন্ধুগণ মনে করিয়াছিলেন, হয়তো নিজ গৃহে প্রত্যাগত হইলে তিনি সবল হইয়া উঠিবেন তাই তাঁহারা কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহারি শকটে অতি সাবধানে তাঁহাকে পশ্চিম চ্যাংএ পাঠাইয়া দিলেন।

হোষ্ট এবং অন্যান্য বন্ধু বান্ধব তাঁহাকে পীড়িতাবস্থায় বিদায় দিতে অত্যন্ত দুঃখিত ও কাতর হইয়াছিলেন কিন্তু সি তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনারা আমার জন্য চিন্তা করিবেন না; প্রভু মঙ্গলময় তিনি আমার প্রতি যাহা বিধান করিবেন তাহাতে মঙ্গল বই অমঙ্গল হইবে না। আপনারা বিশ্বাসে স্থির থাকিয়া প্রভুর মঙ্গল ইচ্ছা যাহাতে পূর্ণ হয় তাহার জন্যই প্রার্থনা করুন।"

সি গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিশেষ ভাবে প্রার্থনা হইতে লাগিল। তাঁহার শরীরে বিশেষ কোন রোগ ছিল না, বা তাঁহার শারীরিক কোন যন্ত্রণা হইতেছিল না, কেবল দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত তিনি উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়িয়া-

ছিলেন। তাঁহার পত্নী মহিলাশ্রম সংক্রান্ত সমস্ত ভার তাঁহার ভগিনীর হস্তে অর্পণ করিয়া স্বামীর সেবায় নিযুক্তা ছিলেন। এই প্রকারে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইয়া ছয় মাস কাল কাটিয়া গেল, কিন্তু সেই ভীষণ দুর্ব্বলতার উপর তিনি আর জয়লাভ করিতে পারিলেন না। হুংটুং হইতে প্রায়ই মিষ্টার হোষ্ট আসিয়া এই সময়ে তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করিয়া নানা বিষয়ে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন। পিংইয়াং হইতে সদাশয় ডাক্তার মিলার উইলসন এবং ডাক্তার হিউয়েট মহোদয়দ্বয় মধ্যে মধ্যে পশ্চিম চ্যাংএ উপস্থিত হইতেন এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রের আয়ত্বাধীন যত প্রকার উপায় অবলম্বন করা সম্ভবপর সমস্ত উপায়াবলম্বন করিয়া সিয়ের ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধার কল্পে প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা কোন প্রকারেই তাঁহার ভগ্ন শরীরে পূর্ব্বের বল অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ হইলেন না। ডাক্তারেরা তাঁহার শরীর পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন, অতিরিক্ত পরিশ্রম-প্রযুক্ত তিনি এই প্রকার অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, এবং শারীরিক অবসন্নতা তাঁহার হৃৎপিণ্ডকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিয়াছে।

জগতে চিরস্থায়ী কিছুই নহে, কিন্তু ভ্রান্ত মনুষ্য নশ্বরতার শত সহস্র দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও মোহ বর্জ্জন করিতে সহজে সমর্থ হয় না। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারি, প্রাতঃকালে কর্ম্মবীর, মহাতেজস্বী, আদর্শঋষি, চীন সাম্রাজ্যের উজ্জ্বল রত্ন, মহাপুরুষ সি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অবিনশ্বর রাজ্যে প্রস্থান করেন। স্বর্গে সাধুগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আজ মহানন্দ করিতেছেন, আর আমরা মোহের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অভাবে ঘোর আর্ত্তনাদ করিতেছি।

স্বামীর মৃত্যুতে সি-পত্নী যে আশ্চর্য্য ধৈর্য্য ও বিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মত আদর্শ ভক্তের আদর্শ পত্নীতেই শোভা পায়। পাশ্চাত্য এবং দেশীয় ভক্তবৃন্দ যখন তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন, তখন তিনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিয়াছিলেন, "আমি যীশুর বিষয় চিন্তা করিতেছি, তিনি আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

সি শারীরিক ভাবে নিদ্রিত বটে, তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনিয়া সান্‌সি অঞ্চলস্থ ভক্তবৃন্দের অবসন্ন হৃদয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আর উৎসাহের তরঙ্গ উথলিয়া উঠে না বটে, কিন্তু তাঁহার উন্নত চরিত্রের প্রভাব বিনষ্ট হইবার নহে। ঋষি সি স্বীয় চরিত্র, ত্যাগ স্বীকার, প্রেম, বিশ্বাস, স্বাধীনতা, নির্ভীকতা প্রভৃতির যে বীজ চৈনিক মণ্ডলীতে বপন করিয়া গিয়াছেন তাহা আজ প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়া শত সহস্র নর নারীকে অনন্ত জীবনের পথে অগ্রসর হইতে নীরবে ইঙ্গিত করিতেছে।

ধন্য সি, ধন্য তাঁহার জীবন, ধন্য তাঁহার চরিত্রের প্রভাব, আমরা সসম্ভ্রমে তাঁহার নামের উদ্দেশে অভিবাদন করিতেছি। সিয়ের ন্যায় খাঁটি মহাপুরুষ ভারত মণ্ডলীতেও আবির্ভূত হইয়া যীশুকে মহিমান্বিত করুন, ইহাই আমাদিগের একমাত্র প্রার্থনা।

চীন দেশীয় ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার সম্বন্ধে পরিশিষ্টাংশে আমরা কিছু বলিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়া পাঠকবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব।

পরিশিষ্ট।

মহাপুরুষ সিয়ের কার্য্যকুশল জীবনের সমগ্র ঘটনাবলীর মধ্যে আমরা যতটা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠক পাঠিকাবর্গের সম্মুখে আমরা উপস্থিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। সিয়ের ন্যায় মহাপুরুষের জীবন-চরিত যথাযথ বিবৃত করা আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তথাপি, প্রভুর প্রসাদে এই আদর্শভক্তজীবনের গভীর রহস্য মধ্যে প্রবেশ করিতে যদি কেহ এই কয়েক পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ সাহায্যও পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিব। আমরা জানি এই গুরুতর কার্য্যে আমাদিগের অসংখ্য দোষ ও ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা। আশা করি সহৃদয় পাঠক পাঠিকাবর্গ স্ব স্ব উদারতাগুণে আমাদিগের সমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

ঋষি সি আজ স্বর্গে অমরবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া মহানন্দ সম্ভোগ করিতেছেন, স্বর্গবাসী সাধুগণ আজ যেমন সিয়ের প্রশংসা শতমুখে কীর্ত্তন করিতেছেন, তেমনি সমগ্র চীনভূমি ও খ্রীষ্টীয় জগৎ তাঁহার প্রশংসাগাথায় মুখরিত হইতেছে। আজ চীন সাম্রাজ্যে শত শত সি সমুত্থিত হইয়া চীনের বহুদিনের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া দিয়া, যীশু নামে চীনবাসীকে জাগরিত করিয়া তুলিতেছেন। আজ চীন সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসুন দেখিতে পাইবেন লক্ষ লক্ষ চৈনিক ভক্ত খ্রীষ্টের জন্য প্রাণদান করিতে প্রস্তুত। পাঠক, পাঠিকে, বলিতে পারেন

কি চীনের এই শুভ দিন কখন্ হইতে আরম্ভ হইয়াছে? আজ ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি সভ্য দেশ হইতে দলে দলে চীন দেশে মিশনরী প্রেরিত হইতেছেন কিন্তু এক শতাব্দী পূর্ব্বে কি চীনের অবস্থা এই প্রকার ছিল? এক শত বৎসর পূর্ব্বে শ্বেতাঙ্গ প্রোটেষ্টাণ্ট মিশনরীবর্গের পক্ষে চীনের দ্বার অর্গল বদ্ধ ছিল—ব্যবসা ভিন্ন কোন শ্বেতাঙ্গই অন্য কোন উদ্দেশে সেখানে পদার্পণ করিতে পাইতেন না। সিয়ের জীবন-চরিত আলোচনা করিতে করিতে আমরা অনেক বার বলিয়াছি চীনবাসী অতিশয় রক্ষণশীল জাতি। যে সমস্ত সংস্কার ও আচার ব্যবহারের মধ্যে ইহারা লালিত পালিত হইয়াছে, ইহাদিগের সেই বদ্ধমূল সংস্কারগুলি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করান অতিশয় কঠিন ব্যাপার।

ভারতবর্ষে যেমন হিন্দুদিগের মধ্যে একেশ্বরবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্বৈতবাদ, পৌত্তলিকতা, প্রেতপূজা প্রভৃতির প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তাহাদিগের মধ্যে যেমন আজ-কাল পৌত্তলিকতা ও প্রেতপূজা শ্রেষ্ঠ স্থানাধিকার করিয়া একেশ্বর-বাদকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছে, তদ্রূপ চীন দেশেও কনফুসিমত, বৌদ্ধমত, সিণ্টোমত, নানা প্রকার পৌত্তলিকতা এবং প্রেতপূজা দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহাদিগের মধ্যেও পৌত্ত-লিকতা ও প্রেতপূজা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া প্রকৃত কনফুসি ও বৌদ্ধমতকে আর মস্তক উত্তোলন করিতে দিতেছে না। হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন একেশ্বরবাদ সম্বন্ধীয় উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্ম কর্ম্ম কেবল কতকগুলি সংস্কৃত শিক্ষিত পণ্ডিতদলের মধ্যে আবদ্ধ, ঠিক তদ্রূপ চৈনিক পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে কেবল উচ্চাঙ্গের কনফুসি ও বৌদ্ধ মতের প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু

সাধারণ লোকে পৌত্তলিকতা ও প্রেতপূজার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। আজকাল হিন্দুগণ পৌত্তলিকতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া পৌত্তলিকতার শ্রেষ্ঠতা সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, কিন্তু চীনবাসীদিগের পৌত্তলিকতা ও প্রেতপূজা এক অদ্ভুত ধরণের—তাহার আর কোন প্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা চলে না। চৈনিক পৌত্তলিকতা যে কেমন হাস্যজনক, রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী সংক্রান্ত এক সংবাদ পত্রে আরনেষ্ট বক্‌স নামক একজন মিশনরী তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

বক্‌স মহোদয় বলেন, অপরাধী ব্যক্তি যেমন বিচারপতির নিকট হইতে শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ চৈনিক দেবতাগণও স্ব স্ব অপরাধ ও কর্ত্তব্য লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি লাভ করিয়া থাকেন !! দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নৈসর্গিক উৎপাতের সময়ে চৈনিক দেবতাগণকে বড় সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতে হয় !

সাংহাই নগরের পূর্ব্বদিকে নান্‌উই নামক একটি নগর আছে। সমুদ্রের প্লাবন হইতে নগর রক্ষা করিবার জন্য এই নগরের প্রান্ত দেশে একটি সুবৃহৎ বাঁধ আছে। অনাবৃষ্টির সময় জমি সকল সিক্ত করিবার জন্য এই বাঁধের স্থানে স্থানে এক একটি গেট আছে এবং প্রত্যেক গেট রক্ষার্থে এক একটি দেবতা নিযুক্ত আছেন। এই দেবতাগণের আদেশ ভিন্ন সমুদ্রের জল নগরের ভিতর লইয়া যাইবার নিয়ম নাই। একবার অনাবৃষ্টির সময়ে এই সমস্ত গেট দিয়া যথা সময়ে সমুদ্রের জল নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে দিতে বিলম্ব করায় নান্‌উই নগরের ম্যান্‌ডারিণ গেট রক্ষক দেবতাগণের কৈফিয়ৎ তলব করিলেন ! ম্যান্‌ডারিণের আদেশে দেবতাদিগের পুরোহিতগণ দেবতাগুলিকে ম্যানডারিণের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত

করিলে সাধারণ লোকে যেমন ম্যান্‌ডারিণ এবং উচ্চ রাজকর্ম্ম-চারীদিগকে উবুড় হইয়া প্রণিপাত করিয়া থাকে, তদ্রূপ পুরোহিত-গণ দেবতাদিগকে উবুড় করাইয়া ম্যান্‌ডারিণকে প্রণিপাত করাইলেন! ম্যানডারিণ দেবতাগণের প্রণতি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, দেবতাগণ যথাসময়ে গেট খুলিয়া দিয়া সমুদ্রের জল নগরে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় দেশের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। দেবতাগণ জানেন জলের অভাবে লোকের কত কষ্ট হইয়াছে, তথাপি তাঁহারা জানিয়া শুনিয়া কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে ইহার জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হইবে! ম্যান্‌ডারিণ দেবতাগণের শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন—তাঁহার বিচারে প্রত্যেক দেবতার চল্লিশ ঘা করিয়া বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা হইল!! বেত্রদণ্ডের পর দেবতাগণ স্ব স্ব মন্দিরে পুনঃ প্রস্থাপিত হইলেন। পাঠকগণ, দেবতাগণের এই বিড়ম্বনার কথা পাঠ করিয়া হাস্য করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতই চীনদেশে এই প্রকার ব্যাপার নিত্যই সম্পাদিত হইতেছে। চীনবাসিগণ তাহাদিগের দেবতাগণের লাঞ্ছনায় আপনাদিগকে উপহাসাস্পদ বা অপমানিত মনে করে না।

মিষ্টার বক্‌স বলেন, একদিন তিনি নগরের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, একটি চৈনিক দেব-মন্দিরের প্রাঙ্গণে একজন প্রতিমানির্ম্মাতা অনেকগুলি ভগ্ন প্রতিমার সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। প্রতিমাগুলির মধ্যে কোনটির পদ নাই, কোনটির হস্ত নাই, কোনটির চক্ষু নাই, কোনটির রঙ্গ মলিন হইয়া গিয়াছে ইত্যাদি নানা প্রকার সংস্কার আবশ্যক বিধায় প্রতিমা-গুলিকে মন্দিরের ভিতর হইতে বাহির করিয়া প্রাঙ্গণে রাখা হইয়াছে। মিষ্টার বক্‌স কৌতূহলপরবশ হইয়া ভগ্ন প্রতিমাগুলির

একটু নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিতে পাইলেন প্রতিমানির্ম্মাতা প্রত্যেক প্রতিমার চক্ষুর্দ্বয় এক প্রকার আবরণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। প্রতিমাগুলির চক্ষু ঢাকিয়া রাখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় প্রতিমানির্ম্মাতা গম্ভীরভাবে বলিল, "দেবতাগণের ভঙ্গ-অঙ্গের সংস্কার হইতেছে ইহা যদি দেবতাগণ দেখিতে পান, তাহা হইলে ভয়ানক ক্রোধ করিবেন, সেই জন্য তাঁহাদিগের চক্ষু ঢাকিয়া রাখিয়া সংস্কার কার্য্য করিতে হয়!"

হিন্দুগণ যেমন দেবতার পূজার সময় প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন তেমনি চীনেরাও প্রতিমাগুলিকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্ব্বে এক অভিনব উপায়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিন চীনেরা প্রতিমাকে একটি খোলা ময়দানে আনিয়া প্রথমে স্থাপন করে, তৎপরে সেই সময়ে, সর্প, ভেক, ইন্দুর, বিড়াল প্রভৃতি যে কোন প্রাণীকে প্রতিমার সম্মুখ দিয়া তাহারা যাইতে দেখে তৎক্ষণাৎ তাহা ধরিয়া জীবন্তাবস্থাতেই প্রতিমার ভিতর পুরিয়া দেয়! এই কার্য্যের জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রতিমার এক স্থানে একটি ছিদ্র করিয়া রাখা হয়!! এই প্রকারে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইলে প্রতিমা তখন জীবন্ত দেবতায় পরিণত হয়েন এবং তৎপরে মহাসমারোহের সহিত তাঁহাকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পূজাদি আরম্ভ হয়! জীবন্ত ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য যে ভ্রান্তির এত নিম্নস্তরে অবতরণ করিতে পারে ইহা ভাবিলেও মনে কষ্ট হয়।

মন্দাত্মার প্রকোপ হইতে পুত্র সন্তানকে রক্ষা করিবার এক হাস্যজনক উপায় চীনেদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। এ সম্বন্ধে মিষ্টার বক্স বলেন, একদিন এক চীনে ভদ্রলোক তাঁহার ৬।৭

বৎসর বয়স্ক পুত্রকে কন্যার ন্যায় কাপড় চোপড় পরাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা প্রকার কথাবার্ত্তার পর মিষ্টার বক্‌স ভদ্র লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তাঁহার পুত্রটিকে কন্যার ন্যায় কাপড় পরাইয়া রাখেন কেন? ভদ্রলোকটি ইহার উত্তরে বলিলেন, তাঁহার অনেকগুলি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল কিন্তু প্রত্যেকটিই অল্প বয়সে মন্দাত্মার কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে। চীনদেশে পুত্র সন্তানের উপরেই মন্দাত্মার দৃষ্টি বেশী। আমার এই শেষ সন্তানটিকে মন্দাত্মার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ইহাকে কন্যার পোষাক পরাইয়া রাখিয়াছি, কেননা মন্দাত্মা ইহার পোষাক দেখিয়া ইহাকে কন্যা মনে করিয়া ইহার কোন অনিষ্ট করিবে না! বলা বাহুল্য চীনেদিগের বিশ্বাস মন্দাত্মা কন্যা সন্তানের কোন ক্ষতি করে না, কন্যা সন্তানদিগের উপর কেবল মন্দাত্মাদিগেরই যে অভক্তি তাহাই নহে চীনে সাধারণেও কন্যাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকে! কন্যার প্রতি এই ঘৃণা প্রযুক্তই তাহারা পূর্ব্বে কন্যা জন্মিলেই তাহাকে মারিয়া ফেলিত!! আজও চীন দেশে এই বর্ব্বর প্রথা প্রচলিত আছে কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা এবং অন্যান্য নৃশংস প্রথা ক্রমে তিরোহিত হইতেছে।

চীনে জীবিত পুরুষের মৃত স্ত্রীর সহিত পুনঃ বিবাহ হইয়া থাকে! লুটিন নামক স্থানে সম্প্রতি যে এই প্রকার একটি বিবাহ হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে মিষ্টার বক্‌স বলেন, ঐ স্থানের একজন যুবক রাজকীয় বিদ্যালয়ের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হওয়াতে "হান্‌লিন্" এই সম্মানিত উপাধি লাভ করেন। বহুদিন পূর্ব্বে এই যুবক এক ধনশালী ব্যক্তির অল্প বয়স্কা এক কন্যাকে বিবাহ করেন কিন্তু ঐ

কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিতা হয়। এই যুবক আবার দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েকটি সন্তান সন্ততির পিতা হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। বলা বাহুল্য ইহাঁর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর ইহাঁর সহিত ইহাঁর পূর্ব্ব শ্বশুরের আর কোন সম্বন্ধ ছিল না। ইহাঁর পূর্ব্ব শ্বশুর যখন শুনিলেন তাঁহার মৃতা কন্যার স্বামী "হান্‌লিন" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন তিনি তাঁহার মৃতাকন্যার আত্মার সহিত এই বিগত-সম্বন্ধ জামাতার পুনরায় বিবাহ দিয়া তাঁহাকে তাঁহার পরিবারভুক্ত করিয়া লইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন! "হান্‌লিন্" মহাশয় এই প্রস্তাবে দ্বিরুক্তি না করিয়া সম্মত হইলেন। সেই মৃতা বালিকার শবাধার তাহার পিতার সমাধিক্ষেত্র হইতে তুলিয়া লইয়া গিয়া "হান্‌লিন্" উপাধিপ্রাপ্ত জামাতার সমাধি-ক্ষেত্রে মহা সমারোহের সহিত সমাহিত করা হইল। বালিকার শবাধার স্থানান্তরিত করাতেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল এবং বিবাহে যাহা কিছু প্রাপ্য সমস্ত উপঢৌকনাদিই জামাতা রীতিমত পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন!! এই বিবাহের উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, এই ধনশালী ব্যক্তি যেন জনসাধারণের নিকট বলিতে পারেন তাঁহার জামাতা একজন "হান্‌লিন্!"

চীনেদিগের রীতি নীতি, ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধে আরও অনেক অদ্ভুত কথা বলা যাইতে পারিত কিন্তু গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আমরা এই খানেই নিবৃত্ত হইলাম এবং যাহা বলা হইল তাহাতে পাঠক পাঠিকাগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, হিন্দুদিগের বদ্ধমূল সংস্কারের স্রোত ফিরাইয়া দিয়া তাহাদিগকে খ্রীষ্টের চরণ-তলে আনয়ন করা যেমন কঠিন চীনবাসীদিগের নানা প্রকার

সংস্কার জাল ছিন্ন করিয়া তাহাদিগকেও খ্রীষ্টের পথের পথিক করা তেমনিই কঠিন।

প্রেতপূজা, কুসংস্কার, নানা প্রকার ভ্রষ্টতার আবাসভূমি এই চীন দেশে একশত বৎসর পূর্ব্বে একজনও প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টীয়ান ছিল না।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ডমিক্যান্ ও ফ্রাণসিস্কান দলভুক্ত মিশনরীবৃন্দ চীন দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য গমন করেন এবং তাঁহাদিগের পত্রাদি পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে চীন দেশে তাঁহাদিগের কার্য্য এক সময়ে খুব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে বিখ্যাত ক্যাথলিক মিশনরী সেণ্ট জেভিয়ার সিংহল, মালাক্কা, জাপান, সিংগাপুর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া চীন দেশে পদার্পণ করিবার বাসনা করিয়াছিলেন। সেই উদ্দেশে তিনি মালাক্কা হইতে অর্ণবপোতযোগে চীনের নিকটবর্ত্তী সংচুয়ান নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই দ্বীপ হইতে ক্যানটন নগর বহু দূরে ছিল না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই দ্বীপে, ভীষণ জ্বরাক্রান্ত হইয়া সেণ্ট জেভিয়ার ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পরলোক গমন করেন। জেভিয়ারের মৃত্যুর পর ভ্যালিগনানি নামক একজন রোমানক্যাথলিক মিশনরী তাঁহার স্থানে প্রেরিত হন এবং তিনিই চীন-দেশে রোম্যান ক্যাথলিক মত বাহুল্যরূপে প্রচার করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীকে খ্রীষ্টধর্ম্ম বিস্তারের যুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সময়ে ইংলণ্ডের খ্রীষ্টভক্তগণ খ্রীষ্টধর্ম্ম বিস্তারের বিরাট আয়োজনের সূচনা করেন। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ-পুঞ্জের অসভ্য, বর্ব্বর, নরভুক জাতিগণের নিকট এই সময়ে খ্রীষ্ট

ধর্ম্ম প্রচারের জন্য মিশনরী প্রেরণ করা হইয়াছিল। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন মিশনরী সোসাইটী কর্ত্তৃক রবার্ট মরিশন চীন দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম বিস্তারের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। চীনেদিগের ন্যায় প্রাচীন ঐতিহাসিক জাতির নিকটও খ্রীষ্টতত্ত্ব উপস্থাপিত করিতে মহাত্মা মরিশনকে প্রথম প্রথম অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছিল। মরিশন চীন দেশে উপস্থিত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের তিনটি প্রধান অন্তরায় দেখিতে পাইলেন। প্রথম, চীন গভর্ণমেণ্টের এইরূপ আদেশ ছিল যে, যদি কেহ কোন বিদেশীকে চৈনিক ভাষা শিক্ষা দেয় তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। দ্বিতীয়, ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যপদেশ ভিন্ন কোনই বিদেশী চীনদেশে স্থায়ীরূপে স্থান পাইতেন না। তৃতীয়, রোম্যান ক্যাথলিক মিশনরিগণ প্রটেষ্টাণ্ট মিশনরীর আগমন বার্ত্তা অবগত হইয়াই, জনসাধারণকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। পাঠক, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন চীনবাসীদিগকে বিনামূল্যে পরিত্রাণ ধন প্রদান করিতে আসিয়া মহাত্মা মরিশনকে কি ভয়ানক অসুবিধায় পতিত হইতে হইয়াছিল। মরিশন কিন্তু ভগ্নোৎসাহ হইবার লোক নহেন, তিনি প্রভুতে বিশ্বাসে স্থির থাকিয়া অভিপ্রেত কার্য্যারম্ভ করিবার সুযোগান্বেষণ করিতে লাগিলেন।

স্বদেশে অবস্থান কালেই মরিশন একজন বিলাত প্রবাসী চীনার নিকট হইতে চৈনিক ভাষা কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময়ে ব্যবসা ও রাজকার্য্য উপলক্ষে চীনের ক্যানটন, ম্যাকাও প্রভৃতি নগরে আমেরিকা ও ইংলণ্ড হইতে আগত অনেকগুলি ইংরাজ বাস করিতেছিলেন। মরিশন চীন দেশে আগমন করিয়া একজন আমেরিকান ইংরাজের আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন

এবং তাঁহার চৈনিক ভৃত্য ও একজন রোম্যান ক্যাথলিক খ্রীষ্টীয়ানের সাহায্যে যতটা পারেন চৈনিক ভাষা আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। স্বীয় অধ্যবসায়ের গুণে তিনি চৈনিক ভাষায় যতটা ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি অনায়াসে ভাষান্তরিত করিতে পারিতেন। এই সময়ে দুইটী ঘটনাপ্রযুক্ত তাঁহার মিশন কার্য্যের বিশেষ সাহায্য হইয়াছিল। প্রথমতঃ তিনি ম্যাকাও নিবাসী মিষ্টার মরটন নামক একব্যক্তির কন্যা, কুমারী মরটনের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ম্যাকাও প্রবাসী ইংরাজদিগের মধ্যে একজন হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ হইতে বার্ষিক ৫০০ পাঁচ শত পাউণ্ড বেতনে চৈনিক ভাষার অনুবাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই দুই ব্যাপার প্রযুক্ত, বিশেষ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ হওয়াতে তিনি স্বাধীন ভাবে, নিঃসঙ্কোচে জনসাধারণের সহিত মিশিতে পারিতেন।

অল্পদিনের মধ্যে মরিশন চৈনিক ভাষার একখানি ব্যাকরণ ও একখানি অভিধান প্রণয়ন করিয়া ভবিষ্যৎ বংশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। অভিধান ও ব্যাকরণ প্রণয়নের পর তিনি সুসমাচার অনুবাদের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রথমে লুকলিখিত সুসমাচার চৈনিক ভাষায় মুদ্রিত করিয়া তিনি বিতরণ করিবার চেষ্টা করেন। ম্যাকাওএর রোম্যান ক্যাথলিক বিশপের নিকট যখন একখণ্ড চৈনিক ভাষায় লুকলিখিত সুসমাচার প্রেরিত হয়, তখন তিনি তাহা হেরিটিকেল পুস্তক বলিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন! এক শ্রেণীর খ্রীষ্টীয়ান বিতরণ করিতে চাহেন, আর এক শ্রেণীর খ্রীষ্টীয়ান তাহা ধ্বংস করিতে

চাহেন—খ্রীষ্টীয়ানগণের মধ্যে এই প্রকার বিভিন্ন ভাব দর্শন করিয়া সাধরণ লোকে যে বিঘ্ন পাইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মরিশনের প্রচারিত সুসমাচার চৈনিকসাধরণে পাঠ করিতেছে এই সংবাদ যখন চৈনিক গভর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হইয়াছিল তখনই এক রাজবিধান প্রচারিত হইয়া ঐ পুস্তক বিতরণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে মিষ্টার মিল্‌নি নামক আর একজন মিশনরী তাঁহার পত্নীসহ চীন দেশে আগমন করেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি ম্যাকাও নগরে উপস্থিত হইলেই একজন সার্জ্জেণ্ট রাজআদেশ পত্রসহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আট দিনের মধ্যে তাঁহাকে চীন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে! বলা বাহুল্য প্রটেষ্টাণ্ট মিশনরীদিগকে বিতাড়িত করণ বিষয়ে রোম্যান ক্যাথলিক মিশনরীবৃন্দ চৈনিক গভর্ণমেণ্টকে এই সময়ে বিশেষ উত্তেজিত করিতেছিলেন। মরিশন মিলনিকে লইয়া ক্যানটনে গমন করেন এবং উভয় মিশনরীই সেইখানে কিছুদিন অবস্থিতি করেন।

ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্টের দ্বীপপুঞ্জ বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের অধীনে থাকা প্রযুক্ত মরিশন ও মিলনি সেখানে গিয়া কোন একটি দ্বীপে মিশন স্থাপন করিয়া চীন দেশের জন্য মিশনরী প্রস্তুত করিবার সংকল্প করেন। মিলনি মলক্কা দ্বীপে মিশন স্থাপন করেন এবং এই দ্বীপ চীনের নিকটবর্ত্তী থাকায় তাঁহার কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। মালাক্কায় অনেক চীনা বাস করিত এবং চীনদেশ হইতেও অনেকে মলাক্কায় আগমন করিত। মালাক্কায় প্রেস স্থাপন করিয়া মিলনি সুসমাচার ছাপিতে লাগিলেন এবং অবাধে

চীনাদিগের মধ্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সুসমাচার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে মরিশন. টি সাইয়াকো নামক একজন চীনাকে প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্ট ধর্ম্মে সর্ব্ব প্রথমে বাপ্তাইজিত করেন।

এই প্রকারে নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও এক জনের মৃত্যু হইলে আর একজন মিশনরী আসিয়া তাঁহার স্থানাধিকার করিতে লাগিলেন এবং যীশুর শক্তিতে ক্রমে ক্রমে চীনের অনুর্ব্বর প্রস্তরময় বক্ষ কর্ষণ করিয়া সত্যের বীজ বপন করিতে লাগিলেন।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে অহিফেন ব্যাপার লইয়া চীনাদিগের সহিত ইংরাজদিগের এক যুদ্ধ হয়। চীনাগণ এই যুদ্ধে পরাজিত হইলে হংকং ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হয় এবং সেই সময়ে যে সন্ধি হয় তাহার ফলে কোন চীনা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে চৈনিক গভর্ণমেণ্ট তাহাকে কোন প্রকারে নির্য্যাতন করিতে পারিবেন না, সন্ধি পত্রে তাহা লিখিত হয়। এই সন্ধির বলে চীনদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল। ভক্ত মরিশন ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে যে সত্য ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়াছিলেন আজ তাহা প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়া লক্ষ লক্ষ ত্রাণপ্রাপ্ত চীনবাসীকে সুশীতল ছায়া প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত করিতেছে।

আজ আমেরিকা ও ইয়ুরোপ হইতে আগত প্রটেষ্টাণ্ট মিশনরী চীনদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যীশু নামে মুখরিত করিয়া তুলিতেছেন। মিষ্টার মরিশন চীনদেশের প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টধর্ম্মের মূল। বিগত ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশের প্রটেষ্টাণ্ট মিশনরিগণ চীনদেশে প্রটেষ্টাণ্ট মিশনের শত বার্ষিক উৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়া স্বর্গীয় মহাত্মা

মরিশনের যশঃ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই ঘটনার স্মরণার্থে ক্যানটন নগরে বিশ হাজার পাউণ্ড ব্যয়ে "মরিশন হল" নামক এক প্রকাণ্ড হল নির্ম্মিত হইয়াছে।

চীনদেশ প্রভুর পদানত হউক, সিয়ের ন্যায় শত শত ভক্ত চীনদেশে সমুদ্ভূত হইয়া তাঁহার মুখোজ্জ্বল করুন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

সমাপ্ত

PRINTED BY H. P. BOIDEYA,
SAKHA PRESS.
34, MUSSULMANPARA LANE, CALCUTTA.